ন্যাসানেল থিয়েটারের সুযোগ্য ম্যানেজার
শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের
লিখিত পত্র।

দেবেন্দ্র বাবু!

"আপনার শ্রদ্ধাস্পদ অগ্রজ স্বর্গীয় বাবু সুরেন্দ্র নাথ মজুমদার মহাশয় "হামির" নামক এক খানি নাটক রচনা করিয়া যান; যদি সে নাটকখানি আপনার নিকট থাকে,—আমার প্রার্থনা, আপনি সে নাটক খানি আমাকে অভিনয় করিতে দেন। আপনার ভ্রাতার সহিত আমার বিশেষ সৌহৃদ্যতা ছিল, এক্ষণে সে কথার পরিচয় বাহুল্য। আমি তাঁহারি অনুকম্পায় তাঁহার রচনাগুলি পাঠ করিয়া বারম্বার ধন্য বাদ দিয়াছি। হামির খানি পাইলে আমি নেসানেল থিয়েটারে অভিনয় করি ইতি।"

সন ১২৮৭ সাল
তাং ৫ঠা পৌষ

} শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ

করিয়াছেন তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাঋণে বদ্ধ আছি। এই নাটক সম্বন্ধে তিনি আমাকে যে এক খানি পত্র লেখেন, তাহাও এই পুস্তকের যথাস্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

বিশেষ কার্য্যানুরোধে প্রথম সংস্করণ অতি সত্বর সমাধা করিতে হইল বলিয়া নাটক খানিতে অনেক স্থলে ভ্রম প্রমাদ রহিয়াছে। বারান্তরে তৎসমুদয় সংশোধনের ইচ্ছা রহিল।

কলিকাতা,
৩নং সিকদার পাড়া ষ্ট্রীট
সন ১২৮৭ ফাল্গুণ।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার
প্রকাশক।

নাট্যলিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

হামির	চিতোরের ভূতপূর্ব্ব রাণা ভীম সিংহের পৌত্র।
কুঞ্জর সিংহ	হামিরের মন্ত্রী।
সুরতান, জলন্ধর	ঐ পারিষদ।
উদয় ভট্ট	চিতোরানুরাগী ও হামিরের সহচর।
মালদেব	চিতোরের শাসনকর্ত্তা।
জাল	মালদেবের মন্ত্রী।
বীলন দেব	মালদেবের পিতৃব্য।
বনবীর, হরিসিংহ	ঐ পুত্রদ্বয়।
মোবারিক	দিল্লীর সম্রাট।
খশরু খাঁ	মোবারিকের প্রিয়পাত্র।

প্রতিহারী, প্রজাগণ, দূত, ভৃত্যগণ, বাদ্যকরগণ, সেনা-সামন্তগণ, আমিরগণ উমেদার, উড়েমালি, সেনানায়ক প্রভৃতি।

স্ত্রীগণ।

কমলা	মালদেবের স্ত্রী।
লীলা	ঐ কন্যা।
বীরণ	লীলার সখী।
পান্না	ঐ ধাত্রী।

অন্যান্য কন্যাগণ।

হামির।

প্রথমাঙ্ক।
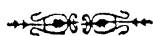
চিতোর—মালদেবের অন্তঃপুর।

(লীলার প্রবেশ)

লীলা। না, না, বিরণ! আমি মালা চাইনে।

(বীরণের প্রবেশ।)

বীর। বাঃ, আমি এতকরে গাঁথলেম, এখন ফেলে দেব নাকি?

লীলা। ফেলে দেবে কেন, তুমি আপনি পরো।

বীর। বেশ, আমি বুঝি আপনি পরবের জন্যে গেঁথেছি।

লীলা। যার মালা পরবের সাধ আছে, তাকে দেও যেয়ে; আমার প্রয়োজন নাই।

বীর। আজ্ কাল্ তুমি একরকমের লোক হয়েছো; হাঁসি নাই,—আমোদ নাই,—ভালো করে আলাপ নাই,—আহার নাই, কেন বল দেখি? তোমার ছেলে বেলার সে ভাব কোথায় গেল?

লীলা। ছেলে বেলার ভাব ছেলে বেলার সঙ্গে গিয়েছে।

বীর। তা যাক্, কিন্তু বুড় না হ'তে বুড় বেলার ভাব এলো কেন? তা যাই হ'ক্ এমালা ছড়াটি তোমাকে পর্‌তেই হবে।

লীলা। পর্‌তেই হবে?—তবে দেও।

বীর। (মালা পরাইয়া) বাঃ! দেখ দেখি কেমন মানিয়েছে।

লীলা। বীরণ! লোকে পুতুল সাজায়, শবের শরীরও সাজিয়ে থাকে;—এও তাই।

বীর। ছিঃ, ও কি অমঙ্গল কথা? ঠাকুরকন্যে! তুমি দিন দিন হলে কি? তোমার কোন রোগ হয়েছে না কি?

লীলা। বীরণ! তুমি এখন কোথায় যাবে?

বীর। আমি কোথাও যাবোনা; তোমারি কাছে থাক্‌বো।

লীলা। তবে থাক।

(রাজপথে শাঙ্গীর সুরে গীত)

"বিভাবরী অবসান, কোকিল করিছে গান,
দৃশ্যমান ভানু আরাবলী-গিরি'পরে"—

বীরণ! ও কে গান কচ্ছে?

বীর। পাগলা ভাট বলে এক জন আছে, রাস্তায় রাস্তায় গান করে ভিক্ষে করো্যে বেড়ায়, সেই গান কচ্ছে।

লীলা। আহা! কেমন মিষ্টি লাগ্‌ছে!

বীর। গান শুন্‌বে ত বল ডাকি? পদ্মিনীর গীত শুন্‌বে? আহা বড় সুন্দর গীত!

লীলা। পদ্মিনীর গীত কি?

বীর। রাজা ভীম সিংহের রাণী পদ্মিনী যে পুড়ে মরেছিল, তারি গীত; শুন্‌বে?

লীলা। শুন্‌বো।

বীর। আচ্ছা, তবে আমি ডেকে নিয়ে আসি।

[বীরণের প্রস্থান।]

লীলা। (স্বগত) সমীর-হিল্লোলে যেমন সরোবর নড়ে, উত্তম সঙ্গীতেও তেমনি হৃদয় দোলায়। কত শোক, কত সুখ যে একত্রে জেগে উঠে, তা বলা যায় না। (পরিক্রম করিতে করিতে) হৃদয়! তোমার এখনও চৈতন্য হয়নি;—তুমি এখনও আশার অসার কথায় ভুল্‌ছো; তোমার ইহ জীবনের সুখ স্বচ্ছন্দতা যে একেবারে সমাপ্ত হয়ে গেছে,

সে কথা কি স্মরণ নাই। কোথায় গিহলোটরাজ হামির, আর কোথায় তুমি। হে মন! দুরাশা পরিত্যাগ কর;—স্মরণ রেখ, যে উচ্ছিষ্ট কখন দেবভোগ্য হয় না। (পরিক্রম করিতে করিতে) আমার এ শরীর সাজিয়ে কি হবে? অন্ধের নয়নে অঞ্জন দেওয়া কেবল উপহাস করামাত্র। (কবরী হইতে মালা উন্মোচন)

(প্রাঙ্গণে ভাটের প্রবেশ)

(বারাণ্ডায় বীরণের প্রবেশ)

বীর। ঠাকুরকন্যে! ভাট এসেছে।

ভট্ট। কোন্ গীতের হুকুম হয়? রাখাল বাপ্পার রাজা হওয়ার গীত শুন্‌বেন?

লীলা। না, রাজা হওয়ার গীত চাইনে।

ভট্ট। খোমান রাসের পদ শুনবেন?

লীলা। না।

ভট্ট। তবে কি শুন্‌বেন?

বীর। তুমি পদ্মিনীর গীত গাও

ভট্ট। পদ্মিনীর গীত;—ভালো, বেশ বেশ (যন্ত্র বান্ধিতে বান্ধিতে) আমি বুড় হয়েছি,—আমার যন্ত্রও বুড় হয়েছে—(যন্ত্রের প্রতি) বাবা বোল;—আর একটু—একটু—ইয়া।

(গীত)

১

বিভাবরী অবসান, কোকিল করিছে গান,
দৃশ্যমান ভানু আরাবলি-গিরি'পরে—
সাজিয়াছে রামাগণ, পরি নানা আভরণ,
না জানি উৎসব কিবা চিতোর নগরে।
তরুণী, মধ্যমা, বালা, বিচিত্র তারকা মালা,
পদ্মিনী রূপসী পৌর্ণমাসী-শশী তায়;

কিম্বা নারী-শ্রেণী যেন, মণিময় হার হেন,
মধ্য-মণি পদ্মিনী এমনি শোভা পায়।
অসিত, লোহিত, পীত বাসে কায় আবরিত,
দৃশ্য রক্ত কর, পদ, বিমুগ্ধ বদন;
হেন রমণীর মেলা, বিহরে প্রভাত বেলা,
প্রাসাদের পুরোভাগে প্রান্তরে কেমন?—
মাধুরীর প্রাণময়ী প্রতিমা যেমন!
হেন উৎসবের কিবা না জানি কারণ।

২

নগর পাঠানগণ, ঘিরে আছে অনুক্ষণ,
ঘিরেছিল স্বর্ণলঙ্কা বানরে যেমন;
গণ্য বীর ছিল যারা, সমরে পড়েছে তারা,
সামন্ত, অমাত্য, সেনা, রাজার স্বগণ।
তুহিনে নলিন যেন, নগর শ্রীহীন হেন,
রাজা রুদ্ধ পিঞ্জরের সিংহের সমান;
ভূপ ভীম মহাশয়, কিছুতে কাতর নয়,
শুধু চিন্তা বাঁচাইতে বংশের সম্মান।
যবনের দাস হয়ে, কি সুখ ধরায় রয়ে,
তাহ'তে উচিত করা স্বর্গে আরোহণ।
রাজা প্রজা এক ভাবে, নগরে সবাই ভাবে,
রমণীগণের কেন সুসজ্জা এমন?
কেন পরিয়াছে হেন বসন ভূষণ?
হেন উৎসবের ভাব কিসের কারণ?

৩

রমণী মণ্ডলী যথা, প্রাসাদ হইতে তথা,
উতরিল ভূপ ভীম লইয়া স্বগণ—
সকলের এক বেশ, রক্ত আঁখি, মুক্ত কেশ,
বর্ত্তুল তিলক ভালে ভানু-বিগঞ্জন;

জঘন অবধি কটি, বিজড়িত পীত ধটী,
দুই করে নভনিভ কৃপাণ ভীষণ,
তায় প্রসবিত ছবি, কত শত শিশু রবি,
পলকে ঝলকে পেয়ে ভানু-আলিঙ্গন;
বর্ম্মহীন চারু কায়, অস্ফুট দাড়িম্ব প্রায়,
কান্তিমা-নিকেত যেন কাঞ্চন গঠন;
উর, ঊরু, বাহুমূল, বিশাল, বর্ত্তুল স্থূল,
দেখিয়া এদের ভাব বুঝেছি এখন—
(নারীগণ যেহেতু পরেছে আভরণ)
জহর ব্রতের তরে হেন আয়োজন।

৪

যে জন বিদেশী হও, শুনিয়া বুঝিয়া লও,
রাজপুত-কুল-ব্রত জহর যেমন;—
দৈব-কোপে যে সময়, বিপক্ষ প্রবল হয়,
বিগ্রহে জয়ের আশা না থাকে যখন,
তায় শত্রু নীচ হয়, সন্ধি করিবার নয়,
সেই কালে হয় এই ব্রত আচরণ;
অগ্নিকুণ্ডে নারীগণ, করে কায় সমর্পণ,
এড়াইতে তীব্রতর পর-পরশন;
মরণ সঙ্কল্প করি, চর্ম্ম বর্ম্ম পরিহরি,
পুরুষে প্রবেশে শত্রু-সেনায় তখন,
শয্যা রচি শত্রু-শবে, ক্রমে শায়ী হয় সবে,
জয়ী হয়ে পরাজিত বাসে অরিগণ,
পায় শূন্য পুরী, শুধু শব-নিকেতন;
আজ সেই ব্রতের চিতোরে প্রয়োজন।

৫

ভীমরায় আগমনে, কুণ্ঠিতা কামিনীগণে,
একধারে অন্তরালে মিলিয়া দাঁড়ায়;

দাঁড়াইল বীরগণ, নিশ্চল নীরবানন,
অপাঙ্গে রমণীগণ প্রিয়জনে চায়।
নগরে জীবিত যারা, এক ঠাঁই এই তারা,
রণে সহগমনে বিগত যত আর;
গত পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, লুপ্ত সব বংশ-সূত্র,
কুলব্রত-গতি কুল মান রাখিবার।
পদ্মিনী রূপের ভরা, ঈষৎ হসিতাধরা,
বার বার অপাঙ্গে ভূপতি পানে চায়;
চোখে চোখে সম্ভাষণ, মনে মনে আলাপন,
দেয়া, নেয়া, জন্ম শোধ প্রেমের বিদায়।
সম্বোধিয়া সমাগতা সকল রামায়,
কহিল পদ্মিনী রাণী—"লও গো বিদায়।"

৬

নিবিড় নিঃশব্দ মাঝে, যেন বীণা-তান বাজে,
কহিল পদ্মিনী রাণী—"লও গো বিদায়;
কুলব্রত উদযাপনে, সবে ত্বরা কর মনে,
আর কেন দেখনা সময় বয়ে যায়।
অনল জ্বলিলে পরে, যে জন বিলম্ব করে
আহুতি প্রদানে তায়, পাপ হয় তার;
অগ্নি-শিখা ব্রত-ঘরে চঞ্চল, বিলম্ব তরে,
চঞ্চল এ সকল বীরের তরবার;
অতএব ক্ষোভ ভুলে, প্রফুল্ল নয়ন তুলে,
প্রিয় সম্ভাষণ কর, চাও প্রিয়জনে;
তৃষ্ণা ভেঙ্গে দৃষ্টি কর, প্রিয়মুখ ধ্যান ধর,
যে ধ্যানে না অনলে বাসিবে পরশনে।"
শুনি প্রিয়জনে চেয়ে, প্রেমের নয়নে,
পিককণ্ঠে বিদায় চাহিল রামাগণে।

৭

" চলিলাম প্রিয়গণ, জন্মশোধ দরশন,
প্রসন্ন বদনে কর বিদায় প্রদান;
করিয়াছি নানামত, অপরাধ শত শত,
দেহ মন অবলার দোষের নিধান;
কখন আলস্য বশে, কভু প্রমোদের রসে,
কভু মাত্র বুঝিবার ক্রটির কারণ,
আদেশ করিয়া হেলা, করিয়াছি মিছা খেলা,
সখী সঙ্গে অঙ্গরাগ বেশ বিরচন;
বলিয়াছ হিত বাণী, মনে বিপরীত মানি,
করিয়াছি অকারণ কোপ কতবার,
অশনে বসনে পানে, রেখেছিলে ভোগে মানে,
বলিয়াছি তবু কটু কথা তীব্রধার,—
ক্ষম দোষ সে সব অবোধ অবলার;
পতি বিনা নারীর কি গতি আছে আর। "

৮

শুনি নারীবৃন্দ কথা, বীরবর্গ পায় ব্যথা,
অতি অবেদন সবে অতি বেদনায়;
কেহ স্থির নতানন, কেহ যেন অন্য মন,
অন্য দিকে দৃষ্টি অন্য বিষয় চিন্তায়।
কেহ তরবার ধার, দেখিছেন বার বার,
কারু বা প্রেয়সী পানে ক্ষণিক ঈক্ষণ;
কেহ রবি পানে চায়, বিলম্বের ব্যগ্রতায়,
কারু বা পেষণ শুধু দশনে দশন।
কেহ বা লক্ষিত হেন, অল্প আর্দ্র আঁখি যেন,
কারু শুষ্ক নেত্রে মাত্র অস্থির ঘূর্ণন;
হৃদয়ে থাকুক ব্যথা, চোখে জল, মুখে কথা,
কিন্তু তবু কারুই না হলো নিঃসরণ;

অটল অচল হেন, স্থির বীরগণঃ——
ভাবহীন প্রাণ যেন শূন্য নিকেতন।

৯

কহিলা পদ্মিনী রাণী, পুন বীণা-ধ্বনি-বাণী,—
"চল, রামাবৃন্দ, তবে বিলম্ব কি আর?
ভেবে অগ্নি তাপময়, যদি কেহ বাস ভয়,
বলে দেই আমি শুন প্রতিকার তার,—
পাঠানের পরশন, বারেক করহ মন,
অনল শীতল অতি তার তুলনায়;
ক্ষোভ যদি মৃত্যু তরে, বল দেখি কে না মরে,
বল দেখি চিরজীবী কে থাকে ধরায়?
গর্ভে, জন্ম মাত্রে, কেহ যৌবনে বা ছাড়ে দেহ,
কেহ জীর্ণ হয়ে মরে প্রাচীন যখন;
যেই গতি সকলের, সেই গতি আমাদের,
অধিক বিপদ বোধ তবে কি কারণ?
বল, এবে ভয় যদি পাও কোন জন?"
"কি ভয়? না বাসি ভয়"—কয় রামাগণ।

১০

কহিলা পদ্মিনী সতী,— "আমাদের কুলপতি,
দিনমণি দীপ্ত দেখ ভুবন-পাবন,
হয়ে এঁর কুলনারী, কলঙ্কী কি হতে পারি,
হের দেখ মূলদেব উজ্জ্বল কেমন!
অস্ত না হইতে ইনি, শুন সব সীমন্তিনী;
দেখা হবে পুন এই প্রিয়গণসনে;
শোক, ক্ষোভ, তাপ, ভয়, যথা না উদয় হয়,
সদানন্দ ধাম সেই স্বর্গ নিকেতনে।
পূর্ব্বে তথা গেছে যারা, হর্ষে হেরিতেছে তারা,
আশা ক'রে তোমাদের আসন্ন মিলন,

পাইবে আত্মীয়গণে, পাবে পতি প্রাণধনে,
এ সম্পদে বিপদের ভ্রম কি কারণ?
ইথে যেবা বাসে ভয়, সে জন কেমন!"
"কি ভয়! না বাসি ভয়"—কয় রামাগণ।

১১

কহিলা পদ্মিনী পুন,— "মন দিয়া সবে শুন,
যাগ, যজ্ঞ, ব্রত করে লালসায় যার,
তপস্বী যাহার তরে, কঠোর তপস্যা করে,
খুলে, সে স্বর্গের স্বর্ণ কপাটের দ্বার,
দাঁড়ায়ে অপ্সরীগণে, আছে অতি ব্যগ্র মনে,
নিয়ে যেতে তোমাদের ক'রে আবাহন।
যে সকল দেবতার, পূজা কর প্রতিমার,
জীবন্ত তাঁদের সনে হবে দরশন।
প্রাণপ্রিয় পতি সনে, কখন নন্দন বনে,
সুধাসম মন্দাকিনী-পুলিনে কখন,
বিহার করিবে রঙ্গে, পারিজাত প'রে অঙ্গে,
এ সুখ লভিতে লুব্ধ নয় কোন জন?
ইথে ভয় হয় যার, সেজন কেমন!"
"কি ভয়! না বাসি ভয়"—কয় রামাগণ।

১২

হেন মতে গীত গায়, রামাগণ চলে যায়,
মাধুরীর নদী যেন ধীরে প্রবাহিত।
ভাবে ডুবাইয়া প্রাণ, কলকণ্ঠে করে গান,
তালে তালে চরণ-মঞ্জির ঝঙ্কারিত;
হেরে মুগ্ধ হয় লোক, শোভায় ঢেকেছে শোক,
মরিতে যে যায় এরা হয় না স্মরণ;
ক্রমে গেল দূরতর, ক্রমে ক্ষীণ কণ্ঠস্বর,
ক্রমে শুধু স্বর শুনি, না বুঝি বচন;

ব্রতাগারে উত্তরিল, তার পরে কি হইল,
কে বর্ণিবে, জানে কেবা তাহার সন্ধান ?
যেজন দেখিতে চাও, পাতালের ঘরে যাও,
দেখ দ্বারে আছে স্তব্ধ পাষাণ চাপান ;
ভিতরে যাইতে পারে, কার হেন প্রাণ !
অগম্য সে অন্তকের অন্তঃপুর স্থান।

১৩

রূপ গুণ পদ্মিনীর, কেনা জানে পৃথিবীর,
হেন দ্রব্য স্থায়ী কভু হয় না ধরায় ;—
নন্দন বনের শোভা, পারিজাত মনোলোভা,
কতক্ষণ থাকে বল আনিলে হেথায় ?
শুনি জননীর মুখে, নন্দিনী শিখিবে সুখে,
শিখাইবে সে পুনঃ আপন দুহিতায় ;
এইরূপে পরম্পরা, যাবত রহিবে ধরা,
পদ্মিনীর গাঁথা রবে কীর্ত্তি ঘোষণায়।
সৌন্দর্য্য সতীত্ব সনে, সরলতা সম্মিলনে,
অতি চারু বিরল রচনা বিধাতার ;
উৎসব উল্লাস যেন, রূপের উচ্ছ্বাস হেন,
দরশন বিনা, ভাব কি বুঝিবে তার ?
বাক্যে কে বুঝিতে পারে বস্তুর প্রকার ?
আস্বাদিয়া বুঝা যায় স্বাদ শর্করার।

১৪

সঙ্গিনীগণের সনে, পদ্মিনী প্রফুল্ল মনে,
ধীরে ধীরে চলিল চরম নিকেতন !
নির্নিমেষ আঁখি তুলি, ভূত, ভবিষ্যত ভুলি,
চাহিয়া রহিল নর-মূর্ত্তি বীরগণ।
নরাকার ধারী হয়ে, কেমনে রহিল স'রে,
ঝরিলনা চখে জল, বদনে বচন ;—

এরা আর নর নয়, বিসর্জ্জিয়া চিন্তা ভয়,
বিপদে দেবত্বপদ পেয়েছে এখন।
যতক্ষণ থাকে আশ, ততক্ষণ থাকে ত্রাস,
আশাপাশমুক্ত আত্মা অতি বলবান ;
সলিলের ফেন যেন, বিশ্বধাম হেরে হেন,
হেরে মৃত্যু সুখসুপ্তিশয্যার সমান,
ছোট বড়, হেয় উপাদেয়, লাজ মান,
মিটে যায় এসব কল্পিত ভেদ জ্ঞান।

১৫

রামাগণ যায় ধীরে, ফিরে ফিরে চায় ফিরে,
ক্রমে ক্ষীণ—সম্মিলিত মঞ্জির ঝঙ্কার ;
ক্রমে আঁখি অগোচর, ক্রমে লুপ্ত কণ্ঠস্বর,
বীরগণ স্থির তবু প্রতিমা প্রকার।
ক্ষণেক সম্বিত পেয়ে, পারিষদগণে চেয়ে,
ভূপ ভীম কহিল—“অপেক্ষা কিবা আর ?”
শ্রুত মাত্রে এই কথা, বায়ু ভরে বারি যথা,
বীরগণ নড়িতে ঝলকে তরবার ;
ভূপ ভীম আগে আগে, বীরবর্গ পিছু ভাগে,
গজগতি ভরে যেন মেদিনী চাপান,
জঘন অবধি কটি, বিজড়িত পীত ধটী,
অবনত করি চলে করের কৃপাণ,
উত্তরিল নগরের দ্বার সন্নিধান ;—
বিশাল প্রশস্ত উচ্চ তোরণ মহান।

১৬

“কপাট পাটন কর”— কহে ভীম নৃপবর,
তিন বীরে সরাইল অর্গল মহান ;
কট কট রবে ডাকে, ঘুরাইতে পাকে পাকে,
দ্বার-রোধ লৌহ যন্ত্র জন্তুর সমান।

ঘুচিল শৃঙ্খলভার, ক্রমশঃ খুলিল দ্বার,
সুবিশাল দুই খণ্ড অখণ্ড পাষাণ।
শিবির রচিয়া কাছে, পাঠান কটক আছে,
সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত, সতর্ক, সাবধান।
দৃষ্টিমাত্রে বীরগণ, হবিপ্রাপ্ত হুতাশন,
রক্তমুখ হয়ে সবে পরস্পর চায়,
হর হর হর রবে, কৃপাণ তুলিয়া সবে,
ক্ষিপ্ত প্রায় পাঠান-কটক পানে ধায়,——
মেষপাল অভিমুখে অতি ব্যগ্রতায়
বুভুক্ষায় লেলিহান শার্দ্দূলের প্রায়।

১৭

অস্ত্রধারী অনুক্ষণ, প্রস্তুত পাঠানগণ,
বারিবারে যত্ন করে বারিতে কি পারে ?—
সমুদ্র ভাঙ্গিয়া ধায়, কার সাধ্য রোধে তায়,
মরিতে সঙ্কল্প যার কেবা তারে হারে !
আর্ত্তনাদ—সিংহনাদ, ফাটায় গগন-ছাদ,
উঠে পড়ে সহস্র সহস্র তরবার,—
বরষে করকা যেন, কাটামুণ্ড পড়ে হেন,
স্থানে স্থানে বক্ষ উচ্চ শব স্তূপাকার।
পাঠান পলায় রড়ে, শিবিরে বাধিয়ে পড়ে,
মহামত্ত বীরগণ, দ্রুতবেগে ধায়,—
কারে পদে পিষে মারে, কারে তরবার ধারে,
পড়ে পটবাস সব যেন ঝটিকায় ;—
অন্তক সামন্ত গণ উতরি ধরায়
মাতিয়াছে হের যেন সংহার লীলায় !

১৮

যথা বিষধর ব্যালে, ঘিরে পিপীলিকা জালে,
ক্রমে ক্রমে বল অবসান করে তার ;—

কেটে বন উত্তরায়, কুঠার টুটিয়া যায়,
বীরগণ ক্লান্ত ক্রমে তেমনি প্রকার ;
ছুরিবেগে, রণশ্রমে, একে একে পড়ে ক্রমে,
এক এক শক্র-শব স্তূপের উপর—
ভ্রূকুটি কুটিলানন, ঊর্দ্ধ দৃষ্টি দুনয়ন,
রক্ত আর্দ্র কুন্তল বিস্তৃত কলেবর।
কেহ বেঁচে নাই প্রাণে, তবু না পাঠানে মানে,
চারিদিকে শঙ্কায় পলায় অগণন—
ধায় বেগে বেধে পড়ে, পুন উঠে ধায় রড়ে,
ভয়ে না ফিরাতে পারে পশ্চাতে নয়ন ;
দেহ ছাড়ি, স্বর্গ-ধামে গিয়া বীরগণ
হাস্তভরে করে হেন রঙ্গ দরশন।

১৯

ক্রমে হ'ল জ্ঞানোদয়, ভাঙ্গে অমূলক ভয়,
ক্রমে সুস্থ হ'ল ভয়-বিহ্বল যবন ;
দেখে কেহ নাহি আর, মুক্ত নগরের দ্বার,
ভয় বাসে আসে পাছে আরো বীরগণ।
ক্রমে যুক্তি করি সবে, নগরে পশিল তবে,
তবু ভয় ক্ষণে ক্ষণে হৃদয় কম্পিত ;
হেরে শূন্য সব ঠাঁই, প্রাণীর সম্পর্ক নাই,
শূন্য নিকেতন-দ্বার বিকট ব্যাদিত।
শূন্য শয্যাসন, যান, শূন্য উপবন-স্থান,
শূন্য পুর লক্ষ্য যেন রচনা মায়ার।
যেদিকে পাঠান চায়, কারে না দেখিতে পায়,
স্তম্ভিত বিস্মিত সবে বিমুগ্ধ আকার ;
অরি হয়ে সাধুবাদ দেয় বার বার—
"রাজপুত, ধন্য বটে মহিমা তোমার!"

২০

পাঠানের মুখে রটে,— "রাজপুত ধন্য বটে !"
"ধন্য বটে"—কয় শূন্য অট্টালিকাচয়।
"ধন্য বটে ! ধন্য বটে !" ঘরে ঘরে রব রটে,
"ধন্য রাজপুত !"—শূন্যে সুরগণ কয়।
ধন্য স্বাধীনতা-ভক্তি, ধন্য মান-অনুরক্তি,
ধন্য শক্তি শৌর্য্য বীর্য্য অটল এমন !
ধরায় জনমে যারা, ম'রে থাকে সবে তারা,
হেন প্রার্থনীয় মৃত্যু পায় কোন জন !
ব্রত ধরে গেল যারা, নারীকুলে ধন্য তারা,
পরিহরে কলেবর গৌরব রক্ষায় !
অনল অধিক তাপ, বাসে পরস্পর্শ-পাপ,
হেন নারী কোথা হেন দেখাবে ক্রিয়ায় ?
যাবত হবেন ভানু উদিত ধরায়,
ভানুকুল গাঁথা রবে কীর্ত্তি ঘোষণায় !

বীর। ঠাকুরকন্যে ! তোমার চোখে জল এসেছে।

লীলা। (চক্ষু মার্জ্জন করিয়া) আঃ !

বীর। মিষ্টি গান থামলেও মিষ্টি লাগে।

লীলা। থামলে কি রকম মিষ্টি লাগে বলতে পার বীরণ ?

বীর। তা বলা যায় না, মনে মনে বোঝা যায় বটে।

লীলা। তবু ভেবে বল দেখি, কি রকম লাগে।

বীর। (চিন্তা করিয়া) কেমন ;—যেমন ঘুম আসতে আসতে ঘুম এসে গেল ;—আর কিছুই নাই।

লীলা। না বীরণ তা নয়, আমার বোধ হয় কেমন ;—যেমন ঘুম ভাংতে ভাংতে ঘুম ভেঙ্গে গেল ;—আবার ক্রমে ক্রমে সমুদয় সংসার এসে উপস্থিত হলো।

ভট্ট। আপনারা কি বলছেন ? গীত ভালো লাগে নাই ?—ভালো না লেগে থাকে, কিছু দেবেন না। আমি অরুচির দান চাইনে। (গমনোদ্যত)

লীলা। না না তা নয়, আমরা তোমার গীতের প্রশংসা কচ্চি,—গীত শুনে আমরা বড় খুসি হয়েছি। তোমার ঘর কোথায়?

ভট্ট। যেখানে সন্ধ্যা হয় সেইখানেই ঘর।

লীলা। তোমার পরিবার কি?

ভট্ট। হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ, এই সব;—আর বেশী পরিবারের মধ্যে এই শার্ঙ্গী।

লীলা। (মুদ্রা প্রদান করিয়া) এই নেও, তুমি আবার এসো; আবার পদ্মিনীর গীত শুন্‌বো।

ভট্ট। তোমার দান গ্রহণ করবো?—আগে তোমার চেহারা দেখি (চক্ষে চসমা দিয়া লীলাকে নিরীক্ষণ করত) হাঁ, তোমার চক্ষু সজীব বটে; তোমার দান গ্রহণ করা যেতে পারে।

[মুদ্রা গ্রহণান্তে গমন।]

বীর। সবাই পাগলা ভাট বলে যে সে মিছে নয়, লোকটার সত্যই পাগল ছিট আছে।

লীলা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) মনে মনে বীরণ সবাই পাগল, দুই এক জন তার মধ্যে প্রকাশ হয়ে পড়ে বৈত নয়।

(মালদেবের প্রবেশ)

মাল। কে যেন গান কচ্ছিল না?—বীরণ! তুমি গান কচ্ছিলে কি?

বীর। আজ্ঞে না, এক জন ভিকারি গান কচ্ছিল।

মাল। ভালো গাচ্ছিল, না? কি গীত গাইলে।

বীর। আজ্ঞে, ঠাকুরকন্যে পদ্মিনীর গীত শুন্‌তে চেয়েছিলেন, তাই গাচ্ছিল।

মাল। পদ্মিনী,—কোন্ পদ্মিনী? ভীম সিংহের পদ্মিনী?

বীর। আজ্ঞে হাঁ।

মাল। পদ্মিনীর গীতে শুন্‌লে কি? পদ্মিনী পুড়ে মলো—শিহলোটেরা সবংশে ছারখার হলো, মরা, কাটা, পোড়া এই সব শুন্‌লে? লীলা এসব শুন্‌তে তোমার মিষ্টি লাগ্‌লো?

বীর। সকলের রুচিত সমান হয় না,—যার পিত্ত বৃদ্ধি হয়, তার মুখে তিতই মিষ্টি লাগে।

মাল। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগে) লীলা একাষ ভালো হয় নাই; আর কোন গীত শুন্‌লেই হত। তুমি বুদ্ধিমতী; সবত বুঝতে পার। দিল্লীর কৃপাতেই আমার সমস্ত সম্পদ সম্পত্তি; দিল্লীর বলেই আমার বল। তুমিত বিশেষ জান না, চিতোরের প্রতি দিনের সম্বাদ দিল্লীতে যায়।

লীলা। আজ্ঞে না, এত বিশেষ আমি জান্‌তেম না, চিতোরে যে আপনার মত দুঃখী প্রাণী আর নাই, একথা আমি আজ জান্‌তে পেলেম।

মাল। আমি চিতোরের সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখী প্রাণী হলেম কিসে?

লীলা। এই জন্যে বল্‌ছি, যে চিতোরের প্রতি ব্যক্তি পদ্মিনীর গীত শুন্‌ছে, কই তাদেরত ভয় হয় না। আপনার কেন এত ভয়? যে এত পরাধীন, তার চেয়ে দুঃখী আর কে?

মাল। লীলা! তোমার বুদ্ধি এখনও পরিপক্ক হয় নাই।

(কমলা ও পান্নার প্রবেশ)

কমলা। কেন? লীলা কি করেছে?

মাল। (কুণ্ঠিতভাবে) না কিছু করেনি।

পান্না। লীলা তেমন মেয়ে নয়, লীলা আমার পরেশ পাথর—বছর যায় না, জল যায়—সেদিনকার লীলা (সস্নেহে লীলার গাত্রে হস্তার্পণ)

কমলা। কেন? তুমি লীলাকে বক্‌ছিলে কেন?

মাল। আমি কথা কইলেই বকা হয় নাকি?

কমলা। না বল্‌ছিলে যে বুদ্ধি পরিপক্ক হয় নাই, কেন? কি হয়েছে বীরণ?

বীর। আজ্ঞে না কিছুই হয়নি;—ঠাকুরকন্যে এক জন ভিখারির কাছে পদ্মিনীর গীত শুন্‌ছিলেন।

কমলা। তাতে কি হয়েছে? গীত শুন্‌লে বুদ্ধি কাঁচা হয়ে যায় নাকি?

মাল। তুমি সকলি উলটো বোঝো, আর কোন গীত শুন্‌লেই হত।

কমলা। কেন? পদ্মিনীর গীতে দোষ কি?

মাল। দোষ কি? যারা কিছু বোঝে না তাদের কিছুতেই দোষ নাই।

কম। নাবুঝি বুঝিয়ে দেও।

মাল। বল্‌ছি কি যে একটা সামান্য গীতের জন্যে কি দিল্লীর অসন্তোষ-ভাজন হওয়া উচিত?

কম। কেন? পদ্মিনীর গীত শুন্‌লে দিল্লীর অসন্তোষভাজন হতে হবে কেন?

মাল। কেন? চুল পাক্‌লো আর এইটে বুঝ্‌তে পার না। পদ্মিনীর গীতের মর্ম্ম কি? এক পক্ষে গিহলোট বংশের গুণ বর্ণনা; আর পক্ষে দিল্লীর ঘরের দোষ ঘোষণা; এই না পদ্মিনীর গীতের মর্ম্ম। পদ্মিনীর গীতে অনুরাগ, প্রকারান্তরে দিল্লীর প্রতি বিরাগ ব্যক্ত করা বৈত নয়।

কম। বটে, এত মর্ম্ম তা আমি জানি না। তবে আজ বাদে কাল, শিব পূজা ছেড়ে নমাজ কর্‌তে হবে?

মাল। যাদের কলহ প্রকৃতি, তাদের পারা ভার—আমি কি বল্‌ল্যেম, আর তুমি কি বুঝলে!

কম। তুমি যা বলেছো আমি তাই বুঝেছি। তোমার মনের ভাব নাকি অতি মন্দ, তাই অন্যে ব্যক্ত করে বল্‌ল্যে কানে সয় না। তোমার কথা এই—আর যা হয় হক্, কিন্তু দিল্লীর বাদসা যেন অসন্তুষ্ট না হন! চিতোরের লোভে তোমার সর্ব্বনাশ হলো, তোমার ইহকালও গেল পরকালও গেল।

মাল। যার পরিজন অবাধ্য তার কোন্ কালে মঙ্গল হয়?—তার জীবনযাত্রা কেবল ক্ষতির বাণিজ্য। সে সকলের মন রঞ্জন কর্‌বে, সকলের মঙ্গল খুঁজ্‌বে; কিন্তু তার মতে কেউ চল্‌বে না। লোকে বলে গ্রহ দেবতারা আকাশে থাকেন, তা নয়, গ্রহদেবতারা ঘরেই বিরাজমান।

বীর। (জনান্তিকে পান্নাকে) পান্না শুন্‌লে কি না, নমাজ কর্‌তে হবে।

পান্না। নমাজ কিরে বীরণ? নমাজ কাকে বলে?

বীর। সন্ধ্যাবেলায় মাঠে সেই যে মোছলমানেরা পশ্চিমমুখ হয়ে যা করে, তাকেই বলে নমাজ।

পান্না। (নমাজের ভঙ্গিতে ওঠা পড়া) এমনি—এমনিত (বলিতে বলিতে

ভূমিতে পতন ; সকলের হাস্য ভূমিতে পতিতাবস্থায় উর্দ্ধহস্ত হইয়া)

মর ছুঁড়ী—আগে আমাকে ধরে তোল, তার পরে হাঁসিস এখন। (বীরণ পান্নার হস্ত ধরিয়া ভূতল হইতে উথাপন)

মাল। পান্না ! তুমি কি করে পড়ে গেলে ?

পান্না। আজ্ঞে নমাজ কর্‌তে কর্‌তে পড়ে গিয়েছি, নমাজ তো আর কখন করিনি।

মাল। সে কি পান্না ! হিন্দুতে কি নমাজ করে ?

পান্না। আ ঠাকুর ! আর কি হিন্দু আছে ? যখন হিন্দু রাজার দেশ ছিল তখন হিন্দু ছিল। রাজা আর প্রজা যেমন বাপ আর বেটা, বাপ হলো মোছলমান আর বেটা কি হিন্দু থাক্‌তে পারে ? আমি এই দেশের মেয়ে—এই দেশের বৌ,—এই খানে জন্মালেম,—এইখানে বুড় হলেম,—ওমা ওমা এত মোছলমান কখন দেখিনি। কানে শুন্‌তেম দিল্লীতে মোছলমান এসেছে, কখন চক্ষে দেখিনি ;—এখন যে দিকে চাই—কেবল মোছলমান—আর কোন পাখীর ডাক শুন্‌বের যো নাই,চারিদিকে কেবল কু কু কু। হায় হায় কি দেখলেম কি হলো ! সোণার চিতোর কোথায় গেল।

মাল। (স্বগত) কি আপদ ! ঘুরে ফিরে সেই কথা। (প্রকাশ্যে) পান্না ! তোমার বয়স কত হলো ?

পান্না। মার কাছে শুনেছি, যে বছর বড় শিল বিষ্টি হয়, সেই বছর আমি হই ,—তাই ন্যাকা করে দেখ।

বীর। তুমিই ন্যাকা করে বলনা কেন।

পান্না। আমি ন্যাকা করে বল্‌বো—আচ্ছা (অঙ্গুলি গণনা মতে) এই তিন কুড়ী, আর পাঁচ গণ্ডা, আর দু বছর।

(দূরে মহা কোলাহল শ্রবণে শব্দাভিমুখে সকলের দৃষ্টিপাত।)

মাল। কি ও !

বীর। ইস্—কার ঘরে আগুণ লেগেছে ! ধোঁয়া দেখ,যেন কেঁপে কেঁপে মেঘ উঠছে। ঐযে আগুণের শিখাও দেখা যাচ্ছে। লক লক করে লাল

আগা এক এক বার কেঁপে কেঁপে উঠছে, আবার নাব্‌ছে। একটা—ছুটো—তিনটা—ইঃ আর গোণা যায় না; মেলাই শিখা!!

পান্না। চুপ কর, চুপ কর, ছুঁড়ী আমাকে দেখ্‌তে দে; কইরে কই?

বীর। ওইযে মেলা ধোঁয়া; দেখতে পাচ্ছো না?

পান্না। আরে ধোঁয়াত যখনি চাই তখনি দেখি, আগুণ লাগার ধোঁয়া কই? অই যে এইবার আগুণ দেখেছি—ঘরে আগুণ লেগেছে বটে;—মা অগ্নি কার সর্ব্বনাশ কল্ল্যেন!

লীলা। (জনান্তিকে বীরণের প্রতি) বীরণ! আগুণ দেখে আমার ভাটের গীত মনে পড়ছে।

বীর। কেন?

লীলা। পদ্মিনীর জহরব্রতের দিনে চিতোরের পাতাল ঘরেও এইরূপ আগুণ জলেছিল। তখনো ঘাশ খড় খেতে খেতে শিখা নেড়ে নেড়ে অগ্নি আজ এই এত আনন্দ দেখাচ্ছেন;—নাজানি জহর ব্রতের দিনে অসংখ্য কুল-কামিনীর সরস শরীর আহার করে আগুণের কতই আনন্দ হয়েছিল!

বীর। তাইত, জীবন্ত দেহে নাজানি তারা আগুণের তাপ কেমন করেই সয়েছিল!

লীলা। বীরণ! মনের আগুণ বলবান হলে বাইরের আগুণের তাপ বড় বোধ হয় না।

মাল। লোকেরত কোলাহল শুনছি; কিন্তু আগুণত ক্রমে বাড়ছে; কেউ কি নিভাবার চেষ্টা কচ্ছেনা?

বীর। ঠাকুরকন্যে! দেখ দেখ, একেবারে আগুণ ছেপে উঠলো;—আর ধোঁয়া নাই,—শিখা নাই,—যেন আগুণের অখণ্ড নদী বচ্ছে।

কম। উঃ বড় গরম হাওয়া! চোক জলে যায়, লীলা তুমি ওখান থেকে এস, শরীরে অসুখ হবে।

[কমলা, লীলা, পান্না ও বীরণের প্রস্থান।]

মাল। বীরণ! আলকে ডেকে দিতে বলত। (স্বগত) এ আগুণ আকস্মিক নয়; এ ইচ্ছে করে দেওয়া আগুণ। মিবারের সর্ব্বনাশ হলো;—প্রজা বিদ্রোহী হলে আর রাজ্যের রইলো কি?

(জালের প্রবেশে)

জাল! এদিকে একবার চেয়ে দেখ।

জাল। আপনি এখান থেকে এক দিক বই দেখ্‌তে পাচ্ছেন না; কিন্তু ছাতে যেয়ে দেখুন চারিদিগেই এইরূপ আগুণ জ্বলে উঠ্‌ছে—মধ্যস্থলে চিতোর যেন চিতার মধ্যে বসে আছেন।

মাল। ব্যাপারটা কি বল দেখি?

জাল। ব্যাপার নূতন কিছুই নয়;—যা শুনেছেন তাই। গণ্ডন্দা বাগুরা চিতোরি প্রভৃতি সকল গ্রামের প্রজারাই খেপে উঠেছে,—তারা যবনের রাজ্যে বাস কর্‌বে না। আপনাদের ঘর আপনারা জ্বালিয়ে দিচ্ছে;—ফলবান্ উদ্যান আপনারা স্বহস্তে কাট্‌ছে;—শস্যক্ষেত্র সব ভস্মের ক্ষেত্র করে ফেলেছে।—বুক পিটছে;—হায় হায় কচ্ছে;—কপালে করাঘাত কচ্ছে;—অথচ উন্মত্তের ন্যায় পরম উৎসাহে আপনাদের যত্নের সম্পত্তি আপনারা উচ্ছেদ কচ্ছে। বালক বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ বিবিধ বয়সের বিবিধ আকৃতির লোক দলে দলে বাসস্থান ত্যাগ করে আরাবলী পর্ব্বতের অভি-মুখে চলেছে;—কোন পথ আর খালি নাই,—সকল পথই লোকে পরিপূর্ণ। কেউ কান্দ্‌ছে;—কেউ সিংহনাদ কচ্ছে,—কারু কান্ধে লাঙ্গল, কারো কোলে ছেলে, কেউবা পিঠে আপন আপন অন্ধ অতুর আত্মীয়কে কাপড়ে বেন্ধে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের ভাব দেখলে মনে ভয়েরও সঞ্চার হয়, শোকও উপস্থিত হয়। কাল্ যে খানে গ্রাম ছিল, আজ্ সেখানে যেয়ে দেখুন, নীরব,—নির্জ্জন;—কেবল ঘর পোড়া ছাই বই আর কিছুই নাই। অতি বলবৎ দৈব কোপেও কোন-রাজ্যের সহসা এরূপ সর্ব্বনাশ হয় না।

মাল। তাই ত কি হবে?

জাল। আর কি হবে? অতি প্রাচীন মিবার রাজ্যের এইবারই প্রাণান্ত হলো। ঐ সকল গৃহ দাহের অগ্নিতে তার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাধা হচ্ছে।

মাল। কি বিপদ? এসকল প্রজাকে নিবারণের কি কিছুমাত্র উপায়

নাই? কোনরূপ ভয় কি প্রলোভন দেখালে কি কাজ হয় না?

জাল। কিছুতেই না। যারা হতাশ উন্মত্ত, ভয় বা প্রলোভনের কথা তাদের কাণে প্রবেশ করেমাত্র—কিন্তু হৃদয়ে স্থান পায় না। আমি অনেক কৌশল করে দেখেছি, কিছুই কাযে এলো না। হামিরের প্রতি প্রজাদের অতিশয় অনুরাগ; যবনের রাজ্যে বাস কল্যে যবন হতে হয়; পরকাল নষ্ট হবে, এই চিন্তায় তাদের আর সকল চিন্তাই গ্রাস করেছে।

মাল। হামির প্রজাদের প্রতি যে ঘোষণা প্রচার করেছেন তার মর্ম্ম কি?

জাল। হামিরের ঘোষণার মর্ম্ম এই যে, যে কেউ যবনাধিকারে বাস কর্‌বে, সে যবনের পক্ষ,—যবনের তুল্য; তাকে সবংশে নিধন করে যবনের ন্যায় মাটিতে পোতা হবে; তার আর অগ্নিক্রিয়া হবে না। অতএব ধর্ম্মের প্রতি যার অনুরাগ আছে, যে ইহ কাল পর কাল রক্ষা কর্‌তে চায়, সে পল্লী পরিত্যাগ করে পর্ব্বতে আসুক, তার যে কিছু প্রয়োজন সমুদয় রাজভাণ্ডার হতে দেওয়া হবে।

মাল। (হাস্য করিয়া) হামির রাজা হলো কবে, আর তার রাজ-ভাণ্ডারই বা কোথায়? নিজে তাঁর দু-সন্ধ্যা আহার হয় কিনা সন্দেহ, নির্ব্বোধ প্রজারা তার কথায় বিশ্বাস কল্লে এই আশ্চর্য্য!

জাল। বিশ্বাসের মূল অনুরাগ; বিশেষতঃ একথাও আপনি স্মরণ কর-বেন "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহ মুপৈতি লক্ষ্মী" পুরুষ সক্ষম হলে তার ধনের অভাব কি? ধনত পৃথিবীর সর্ব্বত্রে বিস্তৃত রয়েছে, কৌশলের দ্বারা আহরণ করা বৈত নয়।

মাল। তা বটে, হামির যে সক্ষম পুরুষ তাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

জাল। তাই বলছি ক্ষমবান পুরুষে চেষ্টা কল্যে কি না কর্‌তে পারে।

মাল। সে যাই হক্, এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি?

জাল। নূতন প্রজা এনে মিবারে পত্তন করা ভিন্ন আর উপায় নাই।

মাল। কোন হিন্দু যে আর মিবারে বাস কর্‌বে সে আশা অলীক।

জাল। হিন্দু নাই বা হলো। ভূমি কর্ষণ কর্‌তে হিন্দুতে পারে, মোছলমানেও পারে।

মাল। সমুদয় মোছলমানের মধ্যে একাকী তুমি আমিই বা কেমন করেয় হিন্দু থাক্‌বো?

জাল। তবে কি কর্‌বেন?

মাল। (সচকিতে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া) জাল! দরোজা বন্ধ কর, এই খানে বসো, স্থির হয়ে একটা উপায় অবধারিত কর্‌তে হচ্ছে। ক্রমে ক্রমে অবস্থা অতি সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়লো। প্রজাদের কথা কি বল্‌বো, আমার অন্তঃপুরের স্ত্রী লোক পর্য্য বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। এইমাত্র আমার পরিবার বলে গেলেন যে যবনের দাস হয়ে তোমার ইহকাল পরকাল দুই নষ্ট হলো। পুত্রেরা অর্ব্বাচীন, তাঁদের ইচ্ছা,—‘দিল্লীর কৃপাভাজন হয়ে দিনদিন উন্নতি লাভ করবো’। কিন্তু যবনের প্রকৃতি কিরূপ তা এখনও বুজতে পারেন নাই। হিন্দুকে যবনেরা মানুষের মধ্যেই গণনা করেনা। অতি সামান্য মোছলমান যে সেও আপনাকে রাজগোষ্ঠী বলে জানে; সেও দম্ভে মাটী মাড়ায়না। দিল্লীর দরবারও চমৎকার; আজ যিনি খেলাত পেলেন; কাল্ তাঁর মাথা কাটা গেল। আমি এসকল আগে বুঝতে পারলে এ পাপে কখনই আবদ্ধ হতেমনা।

জাল। সেত যা হবার তা হয়েছে।

মাল। জাল! তোমাকে আর কি বল্‌বো,—আমার আহার নিদ্রার সুখ ঘুচে গিয়েছে। কখন দিল্লী থেকে কি হুকুম এসে;—কখন কোন্ ব্যাটা দেড়ে দিল্লীতে কিসংবাদ পাঠায় সর্ব্বদাই এই ভাবনা। মধ্যে মধ্যে পরিজনের বাক্যবাণ;—আর চারিদিকে লোকের অভিসম্পাত। মনের এমনি ভাব হয়েছে যে ঘুমিয়েও ঐ সকলের স্বপ্ন দেখি। অধিকন্তু গতরাত্রে স্বপ্ন দেখলেম কি, যেন আমার স্বর্গগত পিতা কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে দুই চক্ষু ঘোর করে আমাকে বলছেন, মালদেব! তুই কুলা-

তার, তোর পাপে তোর পিতৃ পুরুষেরা নরকস্থ হলো; তুই যবনের দাস হলি, তোর হাতের জল পিণ্ড আর কে গ্রহণ করবে? মনের চিন্তার শক্তিকে হক্, বা যাতেই হক্, কিন্তু এই স্বপ্ন দেখা অবধি আমার চিত্ত আরো উদ্বিগ্ন হয়েছে; আর এদিকেত এইসব ব্যাপার দেখতে পাচ্ছ।

জাল। ব্যাপার সবত দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু কর্ত্তব্য কি?

মাল। কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে। এই সমস্ত প্রজা বিদ্রোহের সংবাদ পেলে হয়ত আমাকে দিল্লীতে তলব করে নিয়ে যেয়ে বলবে যে তুমি অক্ষম, প্রজাদের বশে রাখতে পারলে না,—তোমার মাথা কাটতে হবে। অতএব এখন কি করি? মিবারের প্রজা আমি কিরূপে বশে রাখবো?

জাল। বাদশা স্বয়ং এসে যত্ন কল্লেও আর মিবারের প্রজা বশে রাখতে পারবেন না। করবালের বলে যুদ্ধ জয় করা যায়, কিন্তু তাতে প্রজার মন জয় করা যায় না। মন জয় করার একমাত্র উপায় প্রেম, সে প্রেম হিন্দু মোছলমানে হবার নয়। যেখানে প্রজার প্রতি রাজার স্নেহ নাই, রাজার প্রতি প্রজার শ্রদ্ধা নাই, সেখানে কেবল অস্ত্রের আধিপত্য কত দিন স্থায়ী হয়? অতএব আমার মত এই যে জলন্ত ঘর মাথায় পড়বের পূর্ব্বেই পরিহার করা কর্ত্তব্য। আপনি এইবেলা সাবধান হউন। মিবার রক্ষার আশা ত্যাগ করে আত্মরক্ষার উপায় দেখুন।

মাল। তবে কি হামিরের সঙ্গে সন্ধি করবো?

জাল। (কিয়ৎকাল মৌন থাকিয়া) হামিরের সঙ্গে প্রকাশ্য সন্ধি কল্লে বাদশার সঙ্গে আপনার স্পষ্ট শত্রুতা করা হয়। হামির যদিও বিচক্ষণ বটে; তথাচ শক্তি সম্পত্তি বিষয়ে সম্রাটের সমকক্ষ নয়। অতএব দুর্ব্বলের আশ্রয় নিয়ে বলবানের সঙ্গে শত্রুতা করা যুক্তিসঙ্গত হয় না। বিশেষতঃ আপনার প্রতি হামিরের মনের প্রচুর বৈরভাব, এরূপ অবস্থায় যথার্থ সন্ধি কিরূপে সম্ভব হয়? বৈরভাব বিস্মৃত না হলে সন্ধি হতে পারে না। অতএব হামিরের বৈরভাব উপশমের কোন উপায় আগে হলে, পরে সন্ধি হতে পারে।

মাল। তবে কি করি? বাদশার পক্ষে থেকে মিবার রক্ষা কর্‌তে পারবো না, অথচ যেরূপ বল্‌ছো তাতে হামিরের সঙ্গেও সন্ধি করা হয় না।

জাল। মিবারে মোছলমান আধিপত্য যে আর অধিক দিন থাকে এরূপ অনুমান হয় না। কিন্তু মানুষের অনুমান আর দৈবকৃত ঘটনা সব সময়ে এক হয় না। সুতরাং প্রকাশ্যরূপে বাদশার প্রতিকূল আচরণ করা আপনার পক্ষে যুক্তিসিদ্ধ হয় না। তবে যদি যথার্থই মোছলমান আধিপত্য অন্তর্হিত হয়, তবে তখন আপনাকে হিন্দুর দল ছেড়ে থাক্‌তে না হয়, এমন কোন উপায়ের সূত্রপাত এখন থেকে আপনার পক্ষে আবশ্যক হচ্ছে। অথচ দেখতে হবে যে তাতে করে আশু বাদশার সঙ্গে স্পষ্ট শত্রুতা ঘটনা না হয়। হস্তী যদিও মূঢ় স্বভাব; তথাচ ভয় করতে হয়, যেহেতু বলবান্‌।

মাল। সে সত্য, কিন্তু যে উপায়ের কথা বল্‌ছো সে উপায় কি? কিছু অবধারিত করেছো?

জাল। হাঁ একরকম মনে এঁচেছি কিন্তু কত দূর সঙ্গত হয় না হয় তা বল্‌তে পারিনে।

মাল। কি বল দেখি।

জাল। এসকল নিগূঢ় বিষয়ের মন্ত্রণা অতি নির্জ্জন স্থানে করা উচিত। অন্তঃপুর স্ত্রীলোকের স্থান, স্ত্রীলোক গোপনীয় কথা শুন্‌তেও যেমন ব্যগ্র, প্রকাশ কর্‌তেও সেইরূপ ব্যগ্র।

মাল। তবে চল বাইরে যাই। (অগ্নির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) আগুণ নিভে গিয়েছে।

জাল। হাঁ পুড়ে নিঃশেষ হয়ে নিভেছে।

[প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

দ্বিতীয়াঙ্ক।

কেলবারা পর্ব্বতের অধিত্যকায় হামিরের বাসস্থান।

(হামির, সুরতান ও জলন্ধর আসীন)

হামি। না সুরতান! জলন্ধর যা বল্‌ছে সে সত্য; চিতোর আক্রমণের সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই।

সুর। মহারাজ! সময় কাকে বলেন? শুভ তিথি নক্ষত্র সংযোগের নাম সময়; না সময়ের অর্থ আর কিছু?

জল। ঘটনা সংযোগের নাম সময়। অনুকুল ঘটনার সংযোগ না পেলে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না।

হামি। সুরতান! পিতৃব্যের পরলোক গমনের সময় তোমার স্মরণ হয় কি?

সুর। আজ্ঞে বিলক্ষণ স্মরণ হয়।

হামি। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগে) আঃ! পিতৃব্যের উদার মূর্ত্তি আমি সর্ব্বদাই যেন দেখ্‌তে পাই। পিতৃব্য অন্তিম সময়ে আমার মস্তকে হস্তার্পণ করে বলেছিলেন "বৎস! তুমি চিরজীবী হও, কুললক্ষ্মী অবশ্যই তোমাকে কৃপা কর্‌বেন—চিতোরের নিমিত্ত তোমার পিতা, পিতামহ, পিতৃব্যেরা প্রাণার্পণ করেছেন—বাপ্পার বংশে তুমি একমাত্র সন্তান রৈলে—বৎস! চিতোরের কথা যেন কখন ভুল না হয়"।

জল। হা অজয়মল্ল! সেরূপ মহাপুরুষ আর হবে না।

হামি। পিতৃব্য আমাকে অতি গুরুতর কার্য্যের ভার দিয়ে গিয়েছেন,—যাবৎ সে কার্য্য সিদ্ধ না হচ্ছে্য তাবৎ আমি ঋণগ্রস্ত রয়েছি সুরতান।

সুর। সেই জন্যই বলছি, যত সত্বর সে ঋণ পরিশোধ হয় ততই সুখের বিষয়। মহারাজ! এই কেলবারা হতে যখন যখন চিতোরের প্রতি দৃষ্টিপাত হয়, তখনি শরীরে অগ্নিজ্বালা উপস্থিত হয়।

হামি। সুরতান! আর অল্পকাল অপেক্ষা কর, চিতোরে এখনও প্রচুর পরিমাণে পাঠান সেনা রয়েছে।

সুর। মহারাজের সেনা সমুদয় মিবারে পরিপূর্ণ রয়েছে;—দশম বর্ষের বালক অবধি অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত কোন্ প্রজা হামিরের অনুগত নয়? আপনার আদেশ মাত্রে যারা পৈতৃক বাসস্থান ছেড়ে, কোন কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান নাকরে, দলে দলে এই সকল আহারহীন পর্ব্বতে আস্‌ছে, চিতোর উদ্ধারের কার্য্যে তারা প্রাণ পর্য্যন্ত ব্যয় কর্‌তেও প্রস্তুত হবে, তাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

হামি। সুরতান! যারা আমার জন্যে প্রাণ ব্যয় কর্‌তে প্রস্তুত, তাদের প্রাণের প্রতি আমার বিশেষ দৃষ্টি রাখ্‌তে হয়;—তাদের প্রাণ ব্যয়ের দ্বারা আমার কার্য্যসিদ্ধ হবে কি না, আগে সে বিষয়ের মীমাংসা করা উচিত। পাঠানেরা অসভ্য বটে, কিন্তু রণদক্ষ;—কতকগুলি অশিক্ষিত কৃষী প্রজাকে তাদের প্রতিকূলে প্রয়োগ করে কেবল আমাকে প্রজাহত্যার পাপভাগী হতে হবে মাত্র। সুরতান! আমার মনে স্থির বিশ্বাস আছে, পিতৃব্যের অন্তিম সময়ের আশীর্ব্বাদ কখনই বিফল হবে না। কুলদেবতা আমাকে অবশ্যই কৃপা কর্‌বেন; চিতোর উদ্ধারের অনুকূল ঘটনা, সুরতান! আমার অন্তরে অনুভূত হচ্ছ্যে যেন এলো এলো;—আর অধিক অপেক্ষা নাই।

জগ। মহারাজ! আপনি এমন প্রজাবৎসল না হলে, প্রজাদেরই বা আপনার প্রতি কেন এত অনুরাগ হবে? এই তিন দিন মাত্র ঘোষণা প্রচার করা হয়েছে—এর মধ্যে মিবারের সমুদয় প্রজাপল্লী জনশূন্য হয়েছে।

(কুঞ্জর সিংহের প্রবেশ)

হামি। কাকাজী সংবাদ কি?

কুঞ্জ। মহারাজ! সংবাদ সমস্তই মঙ্গল—প্রায় কোন পল্লিতেই আর প্রজা নাই। কেলবারায় সমুদয় সংকুলান হবে না বলে অধিকাংশ পশ্চিমের পর্ব্বতে পাঠিয়ে দিয়েছি।

হামি। তাদের সব বন্দেজ করে দেওয়া হয়েছে?

কুঞ্জ। আজ্ঞে তা সব দেওয়া হয়েছে।

হামি। কাকাজী! আজ কাল চিতোরের কোন সংবাদ পেয়েছো?

কুঞ্জ। আজ্ঞে পেয়েছি;—এইমাত্র উদয় ভট্ট চিতোর থেকে এসেছেন।

হামি। উদয় ভট্ট কোথা?

কুঞ্জ। মহারাজের অনুমতির অপেক্ষায় বাইরে আছেন।

হামি। যাবৎ চিতোর উদ্ধার না হবে, তাবৎ হামিরের এক কাজ ভিন্ন অন্য কাজ নাই;—কোন ভোগ বিলাসও নাই;—সুতরাং হামিরের কাছে আসবের কালাকাল নাই। কাকাজী! উদয়কে ডাক।

[প্রতিহারীর প্রস্থান।]

হামি। এইমাত্র সুরতান বল্‌ছিলেন যে চিতোর আক্রমণ করার কার্য্যে আমাদের আর কালগৌণ করা উচিত নয়, কাকাজী তোমার কি ইচ্ছা?

কুঞ্জ। ইচ্ছা আর কর্ত্তব্য এ দুয়ের কদাচ মিল হয়। চিতোর এইক্ষণেই হস্তগত হক্ এ ইচ্ছা কার নয়, কিন্তু তাই বলে এইক্ষণেই চিতোর আক্রমণ করা উচিত হয় না। বল্গা বিহীন অশ্ব, আর বিবেকবিহীন বীরত্ব এ দুয়ের গতি অনিশ্চিত;—কোথায় দাঁড়াবে কিছুই বলা যায় না।

(প্রতিহারী সহ উদয় ভট্টের প্রবেশ)

হামি। ভট্টরাজ! সংবাদ কি?

ভট্ট। মহারাজ! সেই পুরাতন সংবাদ, চিতোর যবনের হস্তগত রয়েছে।

হামি। তুমি চিতোর হতে আসছো?

ভট্ট। আজ্ঞে।

হামি। যবনাধম মালদেব কি অবস্থায় আছে?

ভট্ট। আজ্ঞে, বোধ হলো মালদেব বড় সুখে নাই।

হামি। কিরকম? তুমি কিরূপে তার অসুখের কথা জ্ঞাত হলে?

ভট্ট। মহারাজ! চতুর লোকে চিত্ত চাপ্‌তে চেষ্টা করে,—কিন্তু তা হয় না। চোখে সব ব্যক্ত করে দেয়, নয়নমুকুরে মনের প্রতিবিম্ব স্পষ্টই প্রকাশ পায়;—রোগ, শোক, হর্ষ, বিষাদ, চোখে এ সকলি বলে দেয়, এমন ঘরের শত্রু আর নাই।

হামি। ভট্টরাজ! যারা কপটতার কপাট এটে থাকে, তাদের চোখে কি

মনের প্রতিবিম্ব পড়তে পায়?—যারা মনে কান্দে মুখে হাঁসে তাদের মন দেখা বড় কঠিন।

ভট্ট। মহারাজ! যারা চিত্ত চর্চ্চায় প্রবীণ হয়েছে, তাদের কাছে কপটতার কপাট অতি স্বচ্ছ আবরণ। যার হৃৎপদ্ম অপ্রসন্ন তার মুখপদ্ম কিছুতেই প্রফুল্ল হয় না, সে হাঁসতে পারে না, —দাঁত দেখায় মাত্র। মালদেবেরও সেইরূপ অবস্থা;—বাইরে প্রচুর সুখ সম্পত্তির ভান,—কিন্তু অন্তরের ভাব অতি মলিন;—বোধ হয় পাঠানদের সঙ্গে মালদেবের সদ্ভাব নাই।

হামি। ভট্টরাজ! চিতোরে পাঠান সেনা কত দেখেচ?

ভট্ট। পাঠান সেনা পাঁচ হাজার আছে। মহারাজ! চিতোরে কিছু অর্থ উপার্জ্জনও হয়েছে।

হামি। চিতোরে অর্থ উপার্জ্জন হলো কিরূপে?

ভট্ট। কোন একটা উপলক্ষ না হলে কিরূপে সব সংবাদ আহরণ করি, এইজন্যে শার্ঙ্গী বাজিয়ে পথে পথে ঘরে ঘরে গান করে বেড়াই। চিতোরে নাম হয়েছে পাগলা ভাট। যেখানে স্ত্রীলোক প্রাচীন বা বালক দেখি, সেই খানেই বসে গান করি, এইরূপে সংবাদ সংগ্রহও হয়েছে, কিছু অর্থও হাত লেগেছে। প্রার্থনা ভৃত্যের আহরণ রাজভাণ্ডারে লওয়ার অনুমতি হয়।

হামি। এ কত টাকা?

ভট্ট। মহারাজ! দুইশতের কিছু কম।

হামি। এটাকা তুমিই গ্রহণ কর; তোমারত অর্থের প্রয়োজন আছে।

ভট্ট। মহারাজ! আমার বিশেষ প্রয়োজন নাই; আমার একমাত্র উদর—কালক্রমে তারও তাদৃক অগ্নি নাই, দিনান্তে একবার আহার হলেই যথেষ্ট। (অদূরে কোলাহল শ্রবণ)

হামি। কাকাজী! দেখ এসকল কোথাকার প্রজা আস্‌ছে।

(প্রজাগণের প্রবেশ)

প্রজাগণ। জয় হামির মহারাজের জয়।

১ম প্র। মহারাজ! আমরাত এসেছি, গাঁ ছারখার করে আগুণ লাগিয়ে এসেছি, এখন আমাদের কি গতি করবে কর।

২য়। (সরোদনে) আমাদের কাচ্ছাবাচ্ছা বেগর আহারে মরে গেল।

হামি। তোমাদের কোন ক্লেশ হবে না, আমি তোমাদের থাকবের স্থান, আহারের সামগ্রী এ সব প্রস্তুত করে রেখিছি।

৩য়। হায়! হায়! খেতের জোয়ান ফসলে আগুণ দিয়ে এসেছি, কারু যুগ্গী বেটা মলে বুঝি এমন শোক হয় না (রোদন)

প্রাচীনা স্ত্রী। বাবা মহারাজ! তুমি আমাদের মা বাপ বেটা পুত্তুর; আমাদের আর কেউ নাই।

১ ম। হায় হায় সোণার মিবার ছারখার হয়ে গেল।

হামি। তোমরা কেন্দনা—কিছু চিন্তা কোরো না,—অতি অল্প দিনের মধ্যে তোমরা সব পাবে, যার যেখানে যেমন ঘর ছিল, সেইখানে তার তেমনি ঘর প্রস্তুত করে দেব—যার যে ভূমি ছিল, পাঁচ বৎসরের জন্যে সেই ভূমি তাকে নিস্কর দেওয়া যাবে। এহলে ত তোমরা সন্তুষ্ট হবে? দেখ যবনের অধিকারে বাস কল্ল্যে পরকাল নষ্ট হয়।

প্রজাগণ। না বাবা! আমাদের প্রাণ যায় যাক; কিন্তু পরকাল খোয়া-বোনা;—মোছলমানের রাজ্যে বাস করবোনা।

হামির। কিছু দিনের জন্যে তোমরা এইখানে বাস কর, তার পরে আবার সব পাবে। কাকাজী! তুমি এদের নিয়ে যেয়ে সমুদয় বন্দেজ করে দেও।

কুঞ্জর। এসো তোমরা আমার সঙ্গে এসো।

[প্রজাগণের সহিত কুঞ্জর সিংহের প্রস্থান।]

প্রজাগণ। জয় বাপ্পা কি জয়, জয় খোমানকা জয়! জয় হামির কি জয়।

হামির। যারা রাজা হয় তারা কি স্বার্থপর। সহস্র ব্যক্তিকে কষ্ট দিয়ে, সহস্র ব্যক্তির প্রাণ নষ্ট করে তারা আপনাদের প্রয়োজন সাধন করে। এই সকল বালক বৃদ্ধ স্ত্রীলোক, এরা পরম সুখে ছিল, আমিই এদের ক্লেশের কারণ হলেম।

(কুঞ্জর সিংহের প্রবেশ)

কুঞ্জর। মহারাজ! আমাকে ফিরে আস্‌তে হলো।

হামির। কেন কাকাজী?

কুঞ্জর। মহারাজ! চিতোর থেকে একজন দূত এসে উপস্থিত।

হামির। চিতোরের দূত,—কার প্রেরিত?

কুঞ্জর। মালদেবের প্রেরিত।

হামির। তার বক্তব্য কিছু ব্যক্ত করেছে?

কুঞ্জর। তার বক্তব্য অতি আশ্চর্য্য বিষয়।

হামির। কিরূপ?

কুঞ্জর। মালদেবের এক কন্যা আছে; সেই কন্যার সঙ্গে মহারাজের বিবাহ দেওয়ার মানসে মালদেব দূতের দ্বারা নারিকেল পাঠিয়ে দিয়েছে।

(সকলের নীরবে অবস্থান)

ভট্ট। মহারাজ! আপনি নারিকেল গ্রহণ করুন, মালদেবের কন্যাকে আমি স্বচক্ষে দেখেছি; কন্যা লক্ষণাক্রান্ত—আমার হৃদয়ে বলছে এ প্রস্তাব আপনার পক্ষে শুভসূচক।

কুঞ্জর। শুভসূচক কি অশুভসূচক তা কে বল্‌তে পারে? ভট্টজি ভবিষ্যতের উদর অন্ধকারাচ্ছন্ন, তাতে কার দৃষ্টি চলে?

সুর। এটি নিশ্চিত জালের দুরভিসন্ধির জাল;—তস্কর গৃহস্থের সঙ্গে যে আত্মীয়তা কর্‌তে চায়, এর তাৎপর্য্য কি?

হামির। জলন্ধর তোমার মত কি?

জল। মহারাজ আমি কিছুই বুজ্‌তে পাচ্ছিনে, কার্য্যের ফল শুভ হবে কি অশুভ হবে, সে দৈবায়ত্ত, কিন্তু মানুষের বিবেচনা করে কার্য্য করা উচিত।

হামির। কাকাজী কিছু অবধারিত কর।

কুঞ্জর। এবিষয়ের কর্ত্তব্য অবধারণে অধিক চিন্তার আবশ্যক হচ্ছেনা। মালদেবের কন্যার পাণিগ্রহণার্থে আপনাকে চিতোরে যেতে হবে,— অন্ততঃ একরাত্র আপনাকে মালদেবের আলয়ে অবস্থান কর্‌তে

হবে; এইটী স্মরণ করলেই ও বিষয়ের কর্ত্তব্য আপনিই অন্তরে উদয় হবে।

হামির। তবে নারিকেল গ্রহণ করা কাকাজী তোমার অভিপ্রেত নয়।

কুঞ্জর। আজ্ঞে না।

হামির। সুরতান, জলন্ধর, ভট্টরাজ। তোমাদের মতামত ব্যক্ত কর।

সুর। মালদেবের কন্যা কি, ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী পেলেও আপনার শত্রুর গৃহে যাওয়া হয় না।

(হামিরের জলন্ধর প্রতি দৃষ্টি)

জল। মহারাজ! আমারও ঐ মত।

ভট্ট। মহারাজ! আমার অপরাধ ক্ষমার আজ্ঞা হয়;—আমি সামান্য ব্যক্তি,—রাজমন্ত্রীও নয়,—রাজপারিষদও নয়,—সন্ধিবিগ্রহের জটিল পন্থার পথিকও নয়, কিন্তু মহারাজ! আমার সরল হৃদয়ে বল্‌ছে যে এ বিবাহের প্রস্তাব আপনার পক্ষে অনুকূল ঘটনা; আপনি অসংশয়ে নারিকেল গ্রহণ করুন্।

কুঞ্জ। সেকি ভট্টরাজ! এরূপ মন্ত্রণা প্রদান করা তোমার উচিত হয় না। এক রমণীর নিমিত্ত চিতোর ছারখার হয়েছে; সেই চিতোর উদ্ধারের এক আশা অবশিষ্ট আছেমাত্র, মহারাজ! সামান্য রমণীর নিমিত্ত সে আশার মূলচ্ছেদ করবেন না।

হামি। (ঈষৎ হাস্যে) কাকাজী! হামিরের চিত্তে চিতোর ভিন্ন আর কোন চিন্তাই নাই। পৃথিবীতে রমণী অনেক আছে, কিন্তু চিতোর এক ভিন্ন আর নাই। কাকাজী! স্বপ্নেও আমার অন্তরে ভোগ বাসনার উদয় হয় না। আমি মিবারের সমুদয় প্রজাকে ভোগ সুখে বঞ্চিত করেছি, আমার চিত্তে সে চিন্তা চির প্রদীপের ন্যায় জ্বলছে।

কুঞ্জ। আমার বক্তব্যের সে মর্ম্ম নয়। আমি মহারাজকে ভর্ৎসনা করি নাই।

হামি। কাকাজী! তুমি অবশ্যই ভর্ৎসনা করতে পার। পিতৃব্য আমাকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করে গিয়েছেন—বিশেষত তুমিই আমার শিক্ষা বিধানের কর্ত্তা। আমার বক্তব্য এই যে,—মালদেবের সঙ্গে আমাদের যেরূপ সম্বন্ধ, তাতে এরূপ প্রস্তাব কিরূপে উঠলো? বালকেও বুঝতে

পারে যে এ সম্বন্ধের প্রস্তাব অসম্বদ্ধ প্রলাপ। আমি বিবাহের প্রস্তাবে পুলকিত হয়ে পরম শত্রুর গৃহে যাবো, মালদেব স্বয়ং অতি নির্ব্বোধ না হলে আর আমাকে এরূপ নির্ব্বোধ স্থির করতে পারে না। কিন্তু আমি জানি মালদেব অতি চতুর। তার কর্ম্মচারী জালেরও প্রশংসা শুনেছি। নারিকেল গ্রহণ করা না করা পরের কথা, আগে তার অভিসন্ধি অবধারণ করার আবশ্যক।

কুঞ্জ। পরের চিত্ত অন্ধকার ঘর, তার ভিতর কি আছে কি বল্‌তে পারি? তবে এই বলা যেতে পারে যে মালদেবের অবশ্যই কোন দুষ্ট অভিসন্ধি আছে।

হামি। ভট্টরাজ! বল্‌তে পারো যে সকল পাঠানেরা চিতোরে আছে তাদের সঙ্গে মালদেবের সদ্ভাব আছে কি না?

ভট্ট। আজ্ঞে মালদেবের সঙ্গে পাঠানদের সদ্ভাব নাই।

হামি। হুঁ—তুমি বল্‌ছিলে যে মালদেবের কন্যাকে তুমি দেখেছো?

ভট্ট। আজ্ঞে দেখেছি।

হামি। কোথায় দেখেছো?

ভট্ট। মালদেবের অন্তঃপুরে।

হামি। মালদেবের অন্তঃপুরে কি উপলক্ষে প্রবেশ কল্‌ল্যে?

ভট্ট। আজ্ঞে মালদেবের কন্যাকে গান শোনাতে।

হামি। কি গান শোনালে?

ভট্ট। অজ্ঞে পদ্মিনীর গীত।

হামি। মালদেবের কন্যার কাছে তখন আর কেউ ছিল?

ভট্ট। আজ্ঞে তাঁর সহচরী এক জন ছিল।

হামি। গান শুন্‌বের সময়ে তারা পরস্পর কিছু কথা বার্ত্তা কইলে?

ভট্ট। আজ্ঞে না, মালদেবের কন্যা পাষাণপ্রতিমার ন্যায় নিশ্চল ভাবে গান শুনলেন। গান শেষ করে আমি চেয়ে দেখলেম যে তাঁর বিশাল লোচনযুগল জলে পরিপূর্ণ হয়েছে।

হামি। (কিঞ্চিৎকাল স্থিরভাবে থাকিয়া) কাকাজী! দূতকে ডাক,—আমি নারিকেল গ্রহণ করবো। আমার হৃদয় বলছে, এ প্রস্তাব শুভ ঘটনা-

সূচক। আমার অদৃষ্টে শত্রুর গৃহে মৃত্যু বা বন্দিভাব যা ঘটনা হবার হক, আমি তাতে কিছুমাত্র ভীত নই। চিতোর আমার পিতৃপুরুষের স্থান, এই উপলক্ষে অন্ততঃ একবার সে পিতৃতীর্থও আমার দর্শন করা হবে। আমি জন্মাবধি মাতুল-কুলে বাস করেছি—পিতাকে স্মরণ হয় না,—চিতোর কেমন কখনই দেখি নাই,—অতএব এই উপলক্ষে একবার চিতোর দর্শন করি ; কাকাজী ! তুমি অসন্তুষ্ট হৈও না।

কুঞ্জ। মহারাজ ! বিচার পূর্ব্বক কার্য্য না কর্‌লে পরে পরিতাপ পেতে হয়।

হামি। কাকাজী ! চিতোর-লুব্ধচিত্ত এই প্রস্তাব শুনে চিতোর দর্শনে অতি-শয় ব্যাকুল হয়েছে ;—আর তার বিচার কর্‌বের শক্তি নাই। কাকাজী ! দৈবের গতি অতি জটিল ;—আমার পিতামহ অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন, ধন জন কিছুরই অপ্রতুল ছিল না, কিন্তু কিছুতেই চিতোর রক্ষা হলো না। যদি কুলদেবতা কৃপা করেন, তবে নিঃসহায় হামির অতি অবিবেচনার কার্য্য করেও চিতোর উদ্ধার কর্‌তে পার্‌বে। কাকাজী ! দূতকে ডাক।

[প্রতিহারীর প্রস্থান।]

ভট্ট। মহারাজ ! চিতোরের লোকের কাছে আমার পরিচয় ব্যক্ত হওয়া উচিত হয় না। অতএব অনুমতি হলে আমি এক্ষণে বিদায় হই।

হামি। ভালো ভট্টরাজ ! সময়ে আবার সাক্ষাৎ হবে ;—আমি তোমারি মন্ত্রণা অবলম্বন কর্‌লেম।

[ভট্টের প্রস্থান]

(দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজের জয় হোক্।

হামি। আপনি ব্রাহ্মণ ?

দূত। আজ্ঞে।

হামি। প্রণাম, আসন গ্রহণ করুন্।

(দূতের উপবেশন)

আপনি মালদেবের প্রেরিত ?

দূত। আজ্ঞে।

হামি। আপনি কি উদ্দেশে এসেছেন? মালদেবের সঙ্গে আমাদের যেরূপ সম্বন্ধ, তাতে আপনার মুখ থেকে কোন শুভ প্রস্তাব শুনবের প্রত্যাশা নাই। আপনি দূত—বিশেষত ব্রাহ্মণ, নির্ভয়ে মালদেবের বক্তব্য ব্যক্ত করুন্।

দূত। মহারাজ! ক্ষত্রিয়দিগের পরস্পর ব্যবহার বুদ্ধির অগম্য। আজ যাদের প্রবল বিগ্রহ, কাল তাদের মধ্যে বিবাহের উৎসব।

হামি। ক্ষত্রিয়দের পরস্পর এইরূপ ব্যবহার আবহমান চলে আস্‌ছে বটে, কিন্তু মালদেবকে ক্ষত্রিয়ের মধ্যে গণনা করা যায় না।

দূত। মহারাজ! অগ্নি সম্ভূত চোহান, ক্ষত্রিয় নয়, এ কথা কিরূপ?

হামি। এই কারণে বলছি; জাতির মূল আচার। সকল মনুষ্যেরই একরূপ অবয়ব, কেবল কার্য্যের প্রভেদ জাতি প্রভেদের কারণ। গলে সূত্র ধারণ কর্‌ল্যেই কি ব্রাহ্মণ হয়? না ব্রহ্ম উপাসনাই ব্রাহ্মণত্বের কারণ।

দূত। আজ্ঞে সে সত্য।

হামি। ক্ষত্রিয় জাতির কার্য্য কি? চতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্ম রক্ষা, দুষ্টের দমন, দুর্ব্বলের পালন, দান, যজ্ঞ, এই সকল কার্য্য যে করে, সেই ক্ষত্রিয় কি না?

দূত। আজ্ঞে, ক্ষত্রিয়ের এই সকল কার্য্যই বটে।

হামি। যে যবনের দাসত্ব স্বীকার কল্‌ল্যে, সে ত স্বয়ংই বিধর্ম্মী, সে অন্যের ধর্ম্ম রক্ষা কর্‌বে কি? মোছলমানেরা সাক্ষাৎ কলির সন্তান;—ভারত ভূমির ধর্ম্ম লোপ করার উদ্দেশেই এদের জন্ম। এরা ভারতের কি দুরবস্থা না করেছে?—এরা যেখানে যায় সেই খানেই লোকের হাহাকার। ভারত-ভূমির এই বিভ্রাটের প্রতিকার করা কার কুলব্রত? সে কার্য্য ধ্যানপরায়ণ ব্রাহ্মণের নয়,—অর্থ-গ্রাহী বৈশ্যের নয়,—সেবাচারী শূদ্রের নয়;—অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয়ের প্রতিই বিধাতা সে কার্য্যের ভারার্পণ করেছেন। আমার পূর্ব্ব পুরুষ সমরসিংহ সেই কর্ত্তব্য কার্য্যের পালনে কাগ্গার নদী-তটে যবনের সমরে প্রাণার্পণ করেছেন, তাঁর বংশধর খোমা-

নের যবন দমনের কীর্ত্তি ভুবনবিখ্যাত রয়েছে;—আমার পিতামহ, পিতা, পিতৃব্যেরা—সকলেই সেই কর্ত্তব্যের পালনে কলেবর পরিহার করেছেন;—আমিও সেই কুলব্রত ধারণ করেছি;—যাবৎ ভারতে যবন থাকবে, তাবৎ আমার বংশের এই কার্য্য, অতএব যে ব্যক্তি সেই যবনের দাস, তাকে আমি ক্ষত্রিয় বল্‌তে পারি না।

দূত। মহারাজ! আপনি যা বলছেন সে সকলি সত্য, কিন্তু কালের প্রভাব অনিবার্য্য। কলিকালে ম্লেচ্ছেরা পরাক্রান্ত হবে, জ্ঞানচক্ষু ঋষিগণ এ কথা পূর্ব্বেই বলে গিয়েছেন, এখন কার্য্যেও তাই ফল্‌ছে,—কে রোধ কর্‌তে পারে? উচ্ছলিত সাগরের তরঙ্গ কর প্রসারণ করে কখনই রোধ করা যায় না। যিনি কালের প্রতিকূলচারী হন, তাঁকে পরিতাপের সঙ্গে পরিণামে অবশ্যই পরাভব পেতে হয়। যাঁরা কালজ্ঞ, তাঁরা নীরবে কালের কার্য্য সহ্য করেন; কালকৃত কার্য্যের দোষ গুণ তাঁরা অন্যের প্রতি আরোপ করেন না। মহারাজ! জীব নিতান্ত পরতন্ত্র, তার শক্তি কি? তৃণক্ষেত্র যে তরঙ্গিত হয়, সে ইচ্ছাধীন নয়, অলক্ষ্য বাতাধীন মাত্র।

হামি। বোধ হয় আপনি অনেক শাস্ত্র পড়েছেন, তাতেই এরূপ জটিল যুক্তির সঞ্চার হচ্ছে। আমাদের অশিক্ষিত সরল মনের সংস্কার এই যে কালের কার্য্য যা হবার তাই হক্, আমার কার্য্য আমার সম্পাদন করা উচিত কি না, কাল আমার কর্ত্তব্যের বৈরী হন হউন্, কালের সঙ্গে সমরে আমি পরাভব পাই তাতেও ক্ষতি নাই; কার্য্য সফল হবে কি না সে চিন্তা আমার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা, কারণ ফলাফল আমার আয়ত্ত নয়। কলিকাল এসেছে বলে কি কর্ত্তব্য কার্য্যের অবসান হয়েছে? আপনি কি আর সন্ধ্যাবন্দনা করেন না?

কুম্ভ। মহারাজ! ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচার করবের সময় আপনার এখন নয়; এখন উপস্থিত বিষয়ের আলোচনা করুন্।

হামি। আপনার বক্তব্য বলুন।

দূত। মালদেব আপনাকে এই বাক্যে সম্ভাষণ করেছেন যে, বিষয় ব্যাপার সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে তাঁর যে ভাব, কারণ বশত তাঁকে সে ভাব

বিযুক্ত হতে হয়েছে। তিনি অগ্নির সন্তান,—আপনি সূর্য্যের পুত্র, আপনাদের উভয়ের মিলন নিতান্ত প্রার্থনীয়। উত্তম পাত্রে যে দান সেই দানই পুণ্যপ্রদ হয়, বিশেষত কন্যাদান সকল দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, এই বিবেচনায় তিনি সকল বৈরভাব বিসর্জ্জন করে এই প্রার্থনা কচ্ছেন যে মহারাজ তাঁর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। সেই উদ্দেশে কৌলিক প্রথানুসারে এই নারিকেল পাঠিয়ে দিয়েছেন।

হাম্মি। তাঁর কন্যার পাণিগ্রহণার্থে আমাকে চিতোরে যেতে হবে?

দূত। আজ্ঞে তা ভিন্ন কিরূপে পাণিগ্রহণ কর্‌বেন?

হাম্মি। পশু পক্ষীরাই লোভ বশতঃ জালে পড়ে,—মানুষত তত জ্ঞানহীন নয়।

দূত। মহারাজ! এ বিষয়ে আপনি কোন ছলনা চাতুরীর আশঙ্কা কর্‌বেন না। বিপক্ষের কন্যা বিবাহের উদাহরণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে অনেক দেখতে পাওয়া যায়,—বৈবাহিক ক্রিয়ার উপলক্ষে বৈষয়িক বিরোধের সম্বরণ করা ক্ষত্রিয়দের ব্যবহারসিদ্ধ ধর্ম্ম।

হাম্মি। সে সত্য, কিন্তু আলা উদ্দিন অতিশয় প্রবঞ্চক ছিল, মালদেব তারি প্রিয়পাত্র। বিবাহ উপলক্ষে কি আমাকে একাকী চিতোরে যেতে হবে?

দূত। পাঁচ শত সেনা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু তার অধিক না হয়।

হাম্মি। চিতোরে পাঠান সেনা কত আছে?

দূত। পাঁচ হাজার।

হাম্মি। হুঁ; ভালো তাই হবে। আমি নারিকেল গ্রহণ কল্লেম। কাকাজী! ইঁহাকে উচিত মত পারিতোষিক প্রদান কর। বিবাহের দিন স্থির হয়েছে?

দূত। আজ্ঞে আগামী কল্য শুভ লগ্ন আছে, যদি তাতে মহারাজের মত না হয় অন্য দিন স্থির করে সংবাদ পাঠান যাবে।

হাম্মি। "শুভস্য শীঘ্রং" ভালো আগামী কল্যই আমি সন্ধ্যা সময়ে চিতোরে উপস্থিত হবো। কাকাজী ইঁহাকে পারিতোষিক দিয়ে বিদায় কর।

[দূত ও কুঞ্জর সিংহের প্রস্থান।]

সুরজান। জলন্ধর! তোমরা অসন্তুষ্ট হইও না, একবার আমাকে অদৃষ্ট পরীক্ষা করতে দেও।

সুর। মহারাজ! আপনার সকল কার্য্যেই, আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

হামি। চল, যে সকল প্রজারা এসেছে, তাদের কি ব্যবস্থা হলো দেখা যাক্।

[সকলের প্রস্থান।]

যবনিকা পতন।

তৃতীয়াঙ্ক।

—:০:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

চিতোর—মালদেবের বাটীর তোরণসম্মুখে।

(মালদেব ও হরির প্রবেশ।)

মাল। হরি! তবে আমি নিশ্চিন্ত রইলেম। বরকে অভ্যর্থনা ক'রে আনার ভার তোমার পর রইলো—আমি পাঁচ কাযে ব্যস্ত,—মাঝে মাঝে অন্তঃপুরে যেতে হচ্ছে।

হরি। যে আজ্ঞে, অভ্যর্থনার জন্যে আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না।

মাল। তোমরা বালক, এসব কাজ কখন করো নি, লৌকিক নিয়ম সব ভালো করে জান না, তাই বলে দিচ্ছি, অতি বিনয়-ভাবে বরযাত্রীদের সম্ভাষণ করবে। অতি সামান্য ব্যক্তিকেও আমন্ত্রণ করে আপনার বাড়ীতে আন্‌লে তাকে রাজার ন্যায় সম্ভ্রম করতে হয়, আর হামিরত রাজপুত্র,—রাজার সন্তান,—সূর্য্যবংশীয়।

হরি। আজ্ঞে তা জানি।

মাল। তাই বলছি যেন কিছুতে ত্রুটি না হয়। প্রসন্নবদনে, প্রিয়বাক্য, বিনয় ব্যবহার—লোকে এতে যত তুষ্ট হয়, পান ভোজনে বা ধন রত্ন দানে তত তুষ্ট হয় না।

হরি। আজ্ঞে, অভ্যর্থনার বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি অগ্রেই দূত নিযুক্ত করে রেখেছি, বরযাত্রিরা দূরে থাক্‌তেই সংবাদ পাবো, আর অভ্যর্থনা কর্‌তে আমার সঙ্গে যাঁরা যাবেন, তাঁহারাও সব প্রস্তুত আছেন।

মাল। ভালো ভালো, সকল কার্য্যেই এইরূপ উদ্যোগী হবে ;—অগ্রে এইরূপ বন্দোবস্ত করে রাখ্‌বে, আমি তবে যাই।

(প্রস্থান।)

হরি। মানুষ যত বুড় হয়, তত এক রকম হয়,—এক কথা ফিরে ফিরে একশ বার। (পরিশ্রম করিতে করিতে) এ বিবাহও চমৎকার! দেশে হামির ছাড়া আর বর ছিল না, কথা না, বার্ত্তা না, একেবারেই বিবাহের সমুদয় স্থির হয়ে গেল।

(বনবীরের প্রবেশ)

বন। হরি কি বলছো ?

হরি। আজ্ঞে বাবার কথা বলছিলেম।

বন। বাবার কথা কি বলছিলে ?

হরি। বাবা ফিরছেন, ঘুর্‌ছেন, আর এক এক বার এসে আমাকে বলছেন, "হরি দেখ যেন, অভ্যর্থনার ত্রুটি না হয়।"

বন। হরি! মানুষের বয়ঃক্রম যত পরিণত হয়, ততই আশঙ্কার ভাগ বৃদ্ধি হয় ;—এটি স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম।

হরি। তা যাই হক্, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, এ বিবাহ কি রকমে হলো ?

বন। কেন হরি ? গিহলোটকুল, চোহানদিগের কমনীয় ঘর,—অসংগত কিছুই হয় নি।

হরি। আজ্ঞে তা বলছি না। বলছি যার সঙ্গে প্রাণান্তিক বৈর, তার সঙ্গে সহসা বিবাহ সম্বন্ধ এ কি রকম ব্যবহার ? বিশেষতঃ আপনার অভিপ্রায়

জেনেছিলেন কি না, বলতে পারি না, আমাকেত আগে কিছুই বলেন নাই। কাল সন্ধ্যার সময় শুন্‌লেম যে, কাল সন্ধ্যার সময়ে হামিরের সঙ্গে লীলার বিবাহ। যে শুন্‌ছে, সেই অবাক হয়ে, দুই চক্ষু স্থির করে থাক্‌ছে।

বন। হরি! আমাদের এ সকল বিষয়ের আন্দোলন করবার প্রয়োজন নাই, কন্যা পিতার সম্পত্তি, কন্যার বিবাহে পিতার সম্পূর্ণ অধিকার;—আমাদের পিতৃ আজ্ঞা পালন মাত্র কর্ত্তব্য।

হরি। তাই হক্,—আমি অন্য বিষয়ের চিন্তা করছি।

বন। অন্য বিষয় কি?

হরি। আমি চিতোরের কথা ভাব্‌ছি। হামির চিতোরে প্রবেশ কর্‌লে পরে কোন বিভ্রাট না হয়।

বন। ভাই ওসব চিন্তা ছেড়ে দেও। সম্পত্তি যত দিন যার ভোগে থাকবের, ততদিন অবশ্যই থাকবে, কিছুতেই যাবে না, তার পরে হস্তান্তর হবেই, কিছুতেই রক্ষা হবে না। এই চিতোর গিহলোটেরা পুরুষানুক্রমে ভোগ করেছে, এখন তোমরা ভোগ কচ্ছো, পরে কে ভোগ করবে, কে বল্‌তে পারে? যত বয়স হবে,—যত সংসার ব্যাপার দেখ্‌বে, ততই লক্ষ্মীর লীলা কিরূপ বিচিত্র বুঝতে পারবে। (কিঞ্চিৎ পরে) বর আস্‌বের সময় প্রায় আগত;—তুমি প্রস্তুত হও।

হরি। আজ্ঞে এখনও কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে; সূর্য্যদেব যদিও অলক্ষ্য হয়েছেন, তথাচ এখনও পৃথিবী পরিষ্কার রয়েছে,—রজনীর তামসিভাব অনুভব হচ্ছে না। (আকাশে দৃষ্টি করিয়া) দেখুন বৃক্ষের পত্রাদি এখনও পৃথক পৃথক দেখা যাচ্ছে।

বন। আঃ—নীরস বিষয় ব্যাপার নিয়েই লোকে দিবা রাত্রি ব্যস্ত,—দিবা রাত্রির ভাব একবারও লক্ষ্য করে না। এক দিবা রাত্রির মধ্যে জগৎ সংসারে কত নূতন নূতন ভাবের পরিবর্ত্তন হচ্ছে, মনঃসংযোগ করে দেখ্‌লে অন্তরে অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয়। দেখ দেখি, এই সন্ধ্যা সময়ের কেমন মধুর ভাব! গগনমণ্ডলের নীলিমা কেমন স্বচ্ছ,—কেমন স্নিগ্ধ! পশ্চিম দিকে প্রদোষ তারা প্রকাশ পাবার চেষ্টায় কেমন

সজীবভাবে নিমেষ উন্মেষের অভিনয় দেখাচ্ছো! দেখে বোধ হচ্চে, কেমন, যেন শ্যামলা সন্ধ্যা ছায়াপটে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে একটি মাত্র চক্ষু বিকসিত করে সস্নিগ্ধভাবে দেখছেন যে, সূর্য্যদেব অস্তগত হলেন কি না। সন্ধ্যা সময়ের প্রতি নিমেষেই অনুভব হচ্চে যে,—দিন যাচ্ছেন, রজনী আস্‌ছেন;—প্রতি নিমেষেই জগতে যামিনীর আধিপত্য পর পর প্রগাঢ় বলে প্রতীয়মান হচ্ছে,—দেখ, পর্ব্বতের শিরোভাগ ক্রমশই ধূমপুঞ্জের ন্যায় দেখাচ্ছে; তরুপত্রের অবকাশ সমূহ আর লক্ষ্য হয় না;—বস্তু সকলের আর সে পৃথক ভাব নাই;—সকলই পরস্পর বিজড়িত,—বিঘোর—বিলুপ্ত হয়ে আস্‌ছে। ছিদ্রতল নৌকা ক্রমে ক্রমে জলপূর্ণ হয়ে যেমন মগ্নমান হয়,—ক্রমে অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীরও সেই ভাব অনুভূত হচ্চে। দিঙ্মণ্ডল ক্রমশই নিষ্প্রভ, নীরব, দিবাভাগের কোলাহল পূর্ণ প্রভাময়ী সে পৃথিবী এখন কোথায়! আহা! এ সকল কেউ দেখেনা,—এ সকল নির্ব্বিকার আনন্দের উপভোগ কেউ করে না!

(ভৃত্যগণের প্রবেশ)

(তোরণের আলোক প্রজ্বলিত করণ)

হরি। দেখিস্‌রে, যেন তোরণের শিশি ভাঙ্গেনা।

বন। এই যে, তোরণসজ্জা সমুদয়ই হয়েছে। তোরণতোড় ব্যবহার রাজপুত ভিন্ন অন্য কোন জাতিরই নাই; কেমন হরি, ! আর কোন জাতির এ ব্যবহার আছে কি?

হরি। আজ্ঞে না। এমন ব্যবহার কোন জাতিরই থাকা উচিত নয়। আমার যদি কখন কন্যা সন্তান হয়, তবে তাকে স্বহস্তে মেরে ফেল্‌তে হয় সেও স্বীকার, তথাচ তার বিবাহে এ জঘন্য ব্যবহার হতে দেব না।

বন। হরি! মনে কল্লেই জঘন্য, নৈলে কিছুই জঘন্য নয়।

(মালদেবের প্রবেশ)

মাল। এই যে বনবীরও এখানে আছো; হরি! কই তুমি অভ্যর্থনা কর্‌তে যাও নাই?

হরি। আজ্ঞে বর না এলে কার অভ্যর্থনা কর্তে যাবো?

মাল। কেন? সময়ত হয়েছে—হামির এত বিলম্ব কর্ছেন কেন?

(বীরণ সহ কন্যাগণের প্রবেশ)

তোমরা এসেছো সব, ভালো ভালো, কিন্তু দেখ বাছাসকল বেশি গণ্ডগোল করো না।

বীর। সে কি? আপনার জামাই ভুবনবিখ্যাত বীর, তাঁর সঙ্গে বেশি গণ্ডগোল না কর্লে হবে কেন?

হরি। আমি আগে বলে রাখ্‌ছি, যিনি খারাপ গান কর্বেন, তাঁর মাথাটি এই খানে থাক্‌বে।

১ম কন্যা। ওভাই সে কি? চল তবে আমরা ফিরে যাই।

(কন্যাগণের গমনের উপক্রম)

মাল। আরে না না, হরি! তুমি অতি অবোধ, মঙ্গলকাজ,—কুলাচার, এতে কি ওসব কথা বল্‌তে আছে? (কন্যাগণের প্রতি) না না তোমরা যেও না, তোমাদের যা ইচ্ছা হয় করো, কেউ কিছু বল্‌বে না।

বন। দেখি তোমরা লড়ায়ের কি অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুত কর্‌লে, এগুলি কি? তীর, বাঃ অতি সুন্দর হয়েছে, এসব কি?

২য় কন্যা। এ ফাগ।

৩য় কন্যা। ভাই! তোরণ বড় উচুঁ হয়েছে, আমি হয়তো উঠ্‌তে পারবো না।

৪র্থ কন্যা। সে কিরে ছুঁড়ী, সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌বি তার ভয় কি?

(দূতের প্রবেশ।)

দূত। মহারাজ! বরযাত্রীরা নিকটবর্ত্তী।

মাল। হরি যাও, তোমার দলবল কোথায়? বাদ্যকরেরা কই?

হরি। আজ্ঞে সকলি প্রস্তুত আছে। (দূতের প্রতি) তুমি যাও, আমার বৈঠকখানায় ভগবন্তকে সব সমেত আস্‌তে বল।

[দূতের প্রস্থান]

বীর। (কন্যাগণের প্রতি) চল এই বেলা আমরা উপরে যাই।

(কন্যাগণের তোরণোপরি আরোহণ)

(বাদ্যভাণ্ড, আলোক মালা সহ হরিসিংহের দলবলের প্রবেশ)

মাল। হরি! উত্তম আয়োজন হয়েছে, যাও আর বিলম্ব করো না।

[বাদ্য করিতে করিতে দলবল সহ হরিসিংহের প্রস্থান)

বনবীর! কন্যাদায়ের চেয়ে আর দায় নাই—নির্ব্বিঘ্নে লীলার বিবাহটি নির্ব্বাহ হলে আমি নিশ্চিন্ত হই।

বন। তার সন্দেহ কি? কিন্তু লীলাকে আপনি শত্রুর হস্তে সমর্পণ কর্‌লেন।

মাল। বনবীর! হাম্বির তোমার শত্রু, আমার শত্রু, কিন্তু লীলাকে যখন বিবাহ কর্‌লে, তখন আর লীলার শত্রু রৈল না। কন্যা সৎপাত্রে সমর্পণ কর্‌তে হয়, আমি তাই কর্‌লেম।

বন। নানা জনে নানা প্রকার আশঙ্কা কর্‌ছে।

মাল। কেন আশঙ্কা কি?

বন। একে অচিন্তনীয় ঘটনা,—তায় সহসা হলো। লীলার বিবাহের দিনে সবাই শুন্‌লে যে আজ লীলার বিবাহ।

মাল। শোন বনবীর! জন্ম মৃত্যু বিবাহ এতিনটি নিতান্ত দৈব ব্যাপার। কার উদরে কার ঔরসে কে কবে জন্মগ্রহণ কর্‌বে, কেউ বল্‌তে পারে না, মৃত্যু কোন্ সময়ে কি উপলক্ষে এসে কাকে ধরবেন আগে কেউ জান্তে পার না;—চিররোগী শয্যায় পড়ে সকাতরে মৃত্যুকে আবাহন কচ্ছো, মৃত্যু তার কাছে না যেয়ে হয়ত যে তাকে একবারে ভুলে গেছে, সহসা তারি কাছে যেয়ে উপস্থিত হন। বিবাহও সেইরূপ দৈবের নির্ব্বন্ধ। লীলার বিবাহ হাম্বিরের সঙ্গে দৈব অবধারিত করে রেখেছেন, আমি কি করবো? দৈবের লিপি অখণ্ডনীয়।

বন। আজ্ঞে তা বটে। বরযাত্রীরা এসেছেন;—বাদ্যের শব্দ ক্রমশই নিকট-বর্ত্তী হচ্ছে।

মাল। লগ্ন সময়েরও আর অধিক অপেক্ষা নাই।

(ভৃত্যবর্গের ইতস্ততঃ ব্যস্তসমস্ত ভাবে ধাবমান)

১ম কন্যা। ঐ দেখ ভাই! বরকে দেখা যাচ্ছে।

২য় কন্যা। এই এলো আর কি?

মাল। আমরা এইখানে থাক্‌বো না, চল আমরাও একটু অগ্রসর হয়ে যেয়ে আবাহন করি।

(মালদেব ও বনবীরের অগ্রসর হইয়া গমন)

(বাদ্যভাণ্ড সহ বরযাত্রী প্রভৃতির তোরণ সমীপে আগমন)

মাল। ওহে বাদ্যকরেরা! একটু থাম, (বাদ্য নিবৃত্তি) (করপুটে হামিরের প্রতি) মহারাজ! কোন প্রকার ত্রুটি গ্রহণ করবেন না।

কুঞ্জ। শিষ্টাচারের কিছুই ত্রুটী হয় নাই।

মাল। কুঞ্জর সিংহ! আসুন্ আসুন্;—আস্‌তে আজ্ঞা হয়।

সুর। বাহুল্য শিষ্টাচারের আবশ্যক নাই;—মহারাজ! সময় উপস্থিত;— আর অপেক্ষা কি? তোরণ ভগ্ন করুন্।

মাল। মহারাজ! লগ্নের সময় নিকটবর্ত্তী;—কৌলিক ক্রিয়া নির্ব্বাহ করুন।

হামি। সুরতান্! তবে প্রবৃত্ত হই।

সুর। আজ্ঞে আর বিলম্ব কি? তোরণ রক্ষে করবেন যাঁরা তাঁরা কোথায়? আসোরে এসে বরের ভল্লের বল পরীক্ষা করুন্।

(কন্যাগণের দর্শন দান অস্ত্রপাত ও গীত)

পাহাড়ী পিলু——খেম্‌টা।

জোর করে সাধের তোরণ ভাংতে কে পারে।
কেন এ পাশ ও পাশ এ ধার ওধার কচ্ছো মিছে বারে বারে॥
ঘুরিয়ে নেব তাগ পাবে না, ফিরিয়ে নেব বাগ হবে না,
কার শাদ্দি ছুঁতে অমতেতে, যা দিতে গে দেব্ তা হারে॥

(হামিরের তোরণ ভাঙ্গিতে চেষ্টা কিন্তু কন্যাগণের কৌশলে পরাজয়)

সুর। মহারাজ! একি, আপনাকে যে কষ্ট দিলে।

হামি। সুরতান! প্রতিদ্বন্দ্বী সব কেমন! এক এক জনের দৃষ্টিতে সৃষ্টি টলে।

(কন্যাগণের গীত)

খাম্বাজ——খেম্‌টা।

এ সময়ে কে পারে কে জিনে।
এ রণ শেখাতে কে জানে নারী বিনে॥
মিছে হানাহানি, ওহে গুণমণি,
মান পরিহার, এতে নাহি হার,
জোরে নারিবে নেও নেওহে অমনি কিনে॥

হামি। বাঃ বাঃ! এরা কি চতুর! আমি যতবার ভল্লের আঘাত কচ্ছি, একবারও তোরণে স্পর্শ হতে দিচ্ছে না।

জল। মহারাজ! সত্বর হউন।

(হামিরের ত্বরিতবেগে ভল্ল চালন)

(কন্যাগণের গান করিতে করিতে তোরণ রক্ষা।)

মাল। (কন্যাগণের প্রতি) তোমরা ক্ষান্ত হও, লগ্নের সময় অতীত হয়।

১ম কন্যা। আপনার জামাই এই বীর!

২য় কন্যা। ওহে বর! গলিত ঘর্ম্ম হয়েছে নাকি?

৩য় কন্যা। নানা ভাই আর না, বর কান্দছে।

য় কন্যা। ওহে বর! গলবস্ত্র হয়ে প্রার্থনা কর, তবে তোরণ ভাংতে দেই।

(ইত্যবকাশে একাঘাতে হামিরের তোরণ ভগ্ন করণ, বরযাত্রীগণের জয়ধ্বনি।)

মাল। মহারাজ! সময় অতীত হয়, প্রবেশ করুন্।

হামি। (প্রবেশ করিতে করিতে) সুরতান! হাতে ভগ্ন তোরণও ভাংলেম, রুধিরের পরিবর্ত্তে অঙ্গে আবীর;—চিতোরের রাজ প্রাসাদেও

প্রবেশ কচ্ছি, কিন্তু এত সকলি খেলা মাত্র ;—সুরতান! এসকল কবে না জানি কার্য্যত সত্য হবে। আমার এসকলের কিছুতেই সুখ বোধ হচ্ছে না। এই না আমার পিতামহ ভীম সিংহের প্রাসাদ?

সুর। হাঁ মহারাজ!

হামি। হায়! আমার তুল্য হতভাগ্য আর কে আছে? পরের আবাহনে পিতামহের প্রাসাদে প্রবেশ কচ্ছি।

কুঞ্জ। মহারাজ! সময়োচিত ব্যবহার করুন।

হামি। কাকাজী! আমি কোথায়? এই না চিতোর?

কুঞ্জ। মহারাজ! ধৈর্য্য ধারণ করুন।

[সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

———•៖০———

চিতোর।—মালদেবের অন্তঃপুর।

বাসর গৃহ।

(হাম্বির শয্যায় উপবিষ্ট—অনতিদূরে ভূমিতে লীলা আসীনা।)

হামি। সুন্দরি! নিকটে এসো, এতদিন তুমি আমি পৃথক্ ছিলেম, এখন তোমায় আমায় এক শরীর,—তবে আর দূরে কেন? (করপ্রসারণ)

লীলা। (পশ্চাতে সরিয়া) মহারাজ! আমাকে স্পর্শ করবেন না, আগে আমার বক্তব্য বিষয় শ্রবণ করুন্।

হামি। কি বক্তব্য? তোমার সহচরীরা অন্তরাল থেকে পরিহাস কর্‌চে তাই বল্‌ছো?

লীলা। মহারাজ! তা নয়। আমার পিতা মাতার ইচ্ছা নয় যে সে কথা

আপনার কর্ণগোচর হয়; কিন্তু কি করি আমার হৃদয়ের মধ্যে ঝড়ের ব্যাপার হচ্ছে।

হাম্বি। এমন কি গোপনীয় কথা বল। কিন্তু দেখ যা বল্‌বে তার কোন অংশ অপ্রকাশ রেখোনা। বাসর ঘরে যে স্ত্রী পতিকে প্রতারিত করে, সে ভবিষ্যতে কি না কর্‌তে পারে?

(লীলার নীরবে অবস্থান)

যে কথা বল্‌তে হবে তাতে আর বিলম্ব কেন? তোমার পিতার কোন ষড়যন্ত্র আছে কি?—আমাকে বন্দী কর্‌বে?—না আমাকে প্রাণে মারবের চেষ্টা আছে? এই গোপনীয় কথা বল্‌বে? তার জন্যে চিন্তা কি? আমি পরম বৈরীর ঘরে যখন এসেছি; তখন আগেই সে বিষেয়ের চিন্তা করেছি। হাম্বির নিরস্ত্র নাই (অঙ্গের উপরিতন আবরণ উন্মোচন করিয়া) এই দেখ সকল অস্ত্র শস্ত্রই রয়েছে। (করবাল করে ধরিয়া) যার কাল পূর্ণ হয়েছে, সেই করবালহস্ত হাম্বিরের সম্মুখীন হবে।

লীলা। আমার পিতার সঙ্গে পূর্ব্বাবধি আপনার শত্রুতা আছে, তাতেই আপনি এরূপ আশঙ্কা করছেন, কিন্তু স্বরূপত তা নয়। নিশ্চিত জান্‌বেন আপনার সম্বন্ধে তাঁর কোন অসৎ অভিসন্ধি নাই। আমার বক্তব্য বিষয়, মহারাজ! অনুমানের দ্বারা অবগত হবার নয়।

হাম্বি। তবে তুমিই বল।

লীলা। মহারাজ! আমিত সে ভয়ানক কথা বলতে প্রস্তুত হয়েছি। যে ব্যক্তি আত্মহত্যার প্রতিজ্ঞায় পর্ব্বত শিখরে দাঁড়ায়, সেও পড়বের পূর্ব্বে ক্ষণকালের জন্য স্থগিত হয়;—কতদূর নীচে পড়তে হবে একবার তার পরিমাণ দেখে নেয়। আমারও সেই অবস্থা উপস্থিত। (কিয়ৎক্ষণ পরে নতজানু ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া) মহারাজ! আপনি বলুন যে আমার যে কিছু দোষ থাকে আপনি ক্ষমা করবেন।

হাম্বি। এইমাত্র আমি তোমার পাণিগ্রহণ করেছি,—এই অল্পকালের মধ্যে তুমি কি দোষ করেছো। আমি কিছুই বুঝতে পারিনে।

লীলা। অগ্রে বলুন্ আপনি ক্ষমা করবেন।

হামি। ক্ষমার যোগ্য হয়, অবশ্যই ক্ষমা করবো। এখন বলবের কথা যা থাকে, তাই বল ;—অধিক ভূমিকার আবশ্যক নাই।

লীলা। মহারাজ! আপনি কাকে বিবাহ করেছেন, তা জানেন?

হামি। (সবিস্ময়ে) "কাকে বিবাহ করেছি" সে কি কথা—? (কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া) হাঁ বুঝেছি, নরাধম মালদেব হৃদয়ে করবালের আঘাত অপেক্ষা অতি গুরুতর আঘাতে আমাকে আহত করেছে। আমার কুল কলঙ্কিত করবের অভিপ্রায়ে নিশ্চিত কোন নীচ জাতির কন্যার সঙ্গে এই বিবাহ দিয়েছে। (সহসা অসি নিষ্কাশিত করিয়া) তুমি কোন্ জাতি; কার কন্যা?

লীলা। মহারাজ! রাজপুতের কন্যাকে মরণের ভয় দেখান কেবল অলীক আড়ম্বর করা মাত্র।

হামি। তুমি রাজপুতের কন্যা?

লীলা। হাঁ মহারাজ!

হামি। সত্য বলছো?

লীলা। মিথ্যা বলবের কোন প্রয়োজন নাই।

হামি। বোধ হয় তুমি মালদেবের কন্যা নও।

লীলা। এ হতভাগিনী মালদেবেরই কন্যা।

হামি। দেখো;—আমার স্ত্রী বধ করবের ইচ্ছা নাই।

লীলা। বধ করলেও আমার মিথ্যা বলবের ইচ্ছা নাই;—যাদের অতি নীচ প্রকৃতি, তারাই ক্ষণিক বিরামের জন্যে মিথ্যার মায়াময় আশ্রয় গ্রহণ করে,—সে আশ্রয় অধিক ক্ষণ থাকে না।

হামি। হুঁ,—নীচ জাতির এরূপ উন্নত বুদ্ধি অসম্ভব। (শয্যায় উপবেশনান্তে লীলার দিকে চাহিয়া) তবে তুমি মালদেবের কন্যা?

লীলা। তাতে কিছু মাত্র সংশয় নাই।

হামি। তবে কেন বলছিলে যে, "আপনি কাকে বিবাহ করেছেন তা জানেন।"

লীলা। মহারাজ! আমার বক্তব্য বিষয়টী অতি ভয়ানক কথা;—আপনি

স্বামী, আপনার কাছে কোন কথা গোপন করা আমার উচিত নয়। এই নিমিত্ত বলতে প্রস্তুত হয়েছি বটে, কিন্তু সমুদয় একেবারে বলতে পাচ্ছি না;—বলতে গেলে, কণ্ঠ রোধ হয়, আপনিও সহসা উতলা হয়ে উঠ্‌লেন। আপনি স্থির হয়ে আগে আদ্যোপান্ত শুনুন, পরে আপনার] যা অভিরুচি হয়, তাই কর্‌বেন।

হামি। ভালো তাই হোক, তুমি আদ্যোপান্ত বল, আমি কিছুতেই আর উতলা হবো না।

লীলা। আমি মালদেবের কন্যা, মহারাজ! তাতে আপনি কিছুমাত্র সংশয় করবেন না। আপনি কোন নীচ জাতির কন্যার পাণিগ্রহণ করেন নাই।

হামি। তোমার বক্তব্য গোপনীয় কথাটি কি, আগে তাই বল।

লীলা। মহারাজ! আমি বল্‌ছি, ব্যস্ত হবেন না। পিতার পাঁচ পুত্র, আমি এক মাত্র কন্যা,—পিতা চিতোরের আধিপত্য গ্রহণ কর্‌লে, তার এক বৎসর পরে আমি ভূমিষ্ঠ হই। পাঁচ পুত্রের মধ্যে আমি একমাত্র কন্যা; বিশেষতঃ সর্ব্ব কনিষ্ঠা, এই কারণে বাল্যাবধি সহোদরগণ অপেক্ষা আমিই পিতা মাতার অধিক স্নেহের ভাজন। কিন্তু দৈবের গতি বুদ্ধির অগম্য। পিতামাতার স্নেহভাজন হয়েও আমি জন্মাবচ্ছিন্নে এক দিনের নিমিত্তেও সুখী হলেম না,—পিতা মাতাও আমার জন্যে সর্ব্বদা অসুখী।

হামি। কেন?

লীলা। যখন আমার চারি বৎসর বয়স, সেই সময়ে এক জন ভট্টিবংশীয় সরদার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চিতোরে এসেছিলেন।

হামি। তার পর?

লীলা। রাজপুতের কন্যা দায়ের পর দায় আর নাই;—সৎপাত্রে আমাকে সমর্পণ করবেন, পিতার এই চিন্তাই ছিল।

হামি। ভালো।

লীলা। সেই ভট্টি সরদারের সঙ্গে পিতা আমার বিবাহের প্রস্তাব করায় তিনিও তাতে সম্মত হ'লেন।

হামি। তার পর,—বল।

লীলা। তার পর,—আর কি বল্‌বো, সেই চারি বৎসর বয়সে সেই সরদারের সঙ্গে অতি গোপনে আমার বিবাহ হয়, পিতা মাতা পুরোহিত আর আমি ভিন্ন একথা আর কেউ জানে না, বিবাহের এক মাস পরেই পিতা সম্বাদ পেলেন সংগ্রামে ঐ সরদারের প্রাণান্ত হয়েছে।

হামি। যথেষ্ট হয়েছে!—আর না,—আমি বিধবা বিবাহ করেছি!

(গমনোদ্যত)

লীলা। (হামিরের পদ ধারণ করিয়া) মহারাজ! কোথায় যান, আমার অপরাধ কি?

হামি। দেখ, আমাকে স্ত্রী হত্যার পাপে লিপ্ত করো না।—বাধা দিও না,—আমি এই রাত্রিতেই এ অপমানের প্রতিশোধ প্রদান কর্‌বো।

লীলা। মহারাজ! আত্ম বিস্মৃত হবেন না। এখানে আপনার অনেক শত্রু, ধৈর্য্য ধারণ করুন।

হামি। ধৈর্য্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে,—এ অবস্থায় ধৈর্য্য ধারণ কাপুরুষের লক্ষণ। আমাকে যেতে দেও, আপনার মৃত্যুকে কেন আপনি আবাহন কর।

লীলা। মহারাজ! অন্ততঃ দিবার অপেক্ষা করুন, রজনী প্রভাত হলে যে কর্ত্তব্য হয় কর্‌বেন।

হামি। দিনের আলোকে সেনা সামন্ত গণের চোখ চেয়ে আমি এ অপমানের কথা বল্‌তে পার্‌বো না। অন্ধকার রাত্রিই এর উপযুক্ত সময়।

লীলা। আপনার সেনা সামন্ত এ সময়ে সকলি নিদ্রিত—আপনি অপেক্ষা করুন।

হামি। তারা সকলেই জেগে আছে, তারা আমা অপেক্ষা বুদ্ধিমান্‌,—সকলেই নিশ্চিত জানে এ বিবাহে বিভ্রাট ঘটবে। আমি ভূত গ্রস্ত হয়ে, সকলের অমতে এ বিবাহে সম্মত হয়েছিলেম।

লীলা। মহারাজ! ক্ষান্ত হউন,—আপনি আমার বক্তব্য আদ্যোপান্ত শুন্‌তে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

হামি। আর কি আছে, বল।

লীলা। আপনি বসুন, আমি সমুদয় বলি। (হামিরের শয্যায় উপবেশন)

হাম্বি। আর কি বক্তব্য আছে, বল। যা বলবে সংক্ষেপে বল।

লীলা। মহারাজ! অভাগিনী লোকের নিয়মে দোষী, না, বিধাতার নিয়মানুসারে ত্যাজ্য?

হাম্বি। এই তোমার বক্তব্য? না আর কিছু আছে?

লীলা। যখন আমার বিবাহ হয়, তখন আমার বয়ক্রম চারি বৎসর, ভীষণ স্বপ্নের ন্যায় স্মরণ হয় মাত্র,—রাজপুত ন্যায়পরায়ণ মহারাজ! এ বিবাহ কি বিবাহ?

হাম্বি। কন্যাদানের নাম বিবাহ—পিতা শাস্ত্রানুসারে কন্যাকে দান কল্লেই বিবাহ সিদ্ধ হয়। শাস্ত্রেরও এই মত,—লোকেরও এই মত।

লীলা। বিধাতারও কি এই মত? ভাল, সেই মতই থাকুক। সম্প্রতি আমি এই বলছি যে, বিপদ উপস্থিত হলে, তার প্রতিকারের উপায় করা উচিত। এ গোপনীয় কথা আমি, আর আমার পিতা, মাতা, ভিন্ন অন্য কেউ জানে না। আপনি এখন গোলযোগ কল্লে, গ্লানির কথা ব্যক্ত হবে মাত্র।

হাম্বি। আমি যা করবো, তাতে লোকে এ অপমানের কথা শুনতে পাবে বটে;—কিন্তু বলতেও পার্বে যে, অপমানের উচিত প্রতিশোধ দেওয়া হয়েছে।

লীলা। তা না করে, এ গ্লানি গোপন রাখাই উচিত।

হাম্বি। (ব্যঙ্গভাবে হাস্য করিয়া) তুমি মনে করেছো যে, আমি এ কথা গোপন করে, তোমাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করবো—তা কখনই হবে না। হিন্দু কখন উচ্ছিষ্ট পাত্রে ভোজন করে না।

লীলা। মহারাজ! আমার রাণী হবার অভিলাষ নাই। আপনার সঙ্গে পূর্ব্বে কখন দেখা সাক্ষাৎও হয় নাই। লোক মুখে আপনার গুণগ্রাম শুনেছি মাত্র, তথাচ আমি আত্ম বিস্মৃত হই নাই;—যখন যখন হৃদয় স্পন্দিত হতো, তখন তখন আমিও বলেছি, "হৃদয়! স্থির হও,—উচ্ছিষ্ট দ্রব্য দেবভোগ্য হয় না।" আত্মসমর্পণ,—মন প্রাণ অর্পণ,—আত্ম বিস্মরণ,—এতেও কি কোন ফল নাই? ন্যায়বান্ রাজপুতহৃদয় কি এত কঠিন,—যে আত্মবিসর্জ্জন,—সর্ব্বস্ব অর্পণেও অবলা নারী দোষী হয়।

মহারাজ! কেবল মাত্র বলে দিন্ যে, সেই বিস্মৃত সর্দ্দার ও আপনি উভয়ের মধ্যে কে আমার স্বামী? পতিপূজা নারীর পরম ধর্ম্ম। মহারাজ! দাসীকে ত্যজ্যা কল্লেন,—অভাগিনীকে শিখিয়ে দিন, কার মূর্ত্তি আমি দিবা রাত্রি হৃদয়ে পূজা কর্‌বো। মহারাজ! মৃত সর্দ্দারের মূর্ত্তি মনে নাই,—পূর্ব্বেইত বলেছি যে, স্বপ্নের ছায়া মাত্র;—দূরে আন্ধার মাত্র।

হামি। তুমি অনেক অলীক আড়ম্বর করে আমার সময় নষ্ট কচ্ছো। তোমার বক্তব্য আর কিছু থাকেত বল। ন্যায় অন্যায়ের উপদেশ শুন্‌তে আমার প্রতিজ্ঞা নাই।

লীলা। মহারাজ নারী নন্,—আমার অবস্থাপন্ন নন্,—আমার অবস্থা মহারাজ বুঝবেন কেমন করে?—ভাল সে যাই হোক্, আপনি এই ক্ষণেই অপমানের কি প্রতিশোধ প্রদান করবেন?

হামি। যারা এই অপমানের কারণ, তাদের সবংশে নিপাত কর্‌বো।

লীলা। আপনি উতলা হবেন না, স্থির হয়ে বিবেচনা করুন্। তাতেই বা অপমানের কি প্রতিশোধ হবে? আমার পিতা ভ্রাতা আত্মীয়েরা ক্ষত্রিয়, সময়ে শরীর ত্যাগ করে স্বর্গে গমন কর্‌বেন। আপনি আমার কথায় কর্ণপাত করুন্,—আমাকে কেলবারায় নিয়ে চলুন্, সেখানে আপনার যেরূপ ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহার করবেন;—আমি প্রেয়সী হতেম,—না হয় দাসী হয়ে থাক্‌বো।

হামি। তাতেই বা আমার কি উপকার হবে? অধিকন্তু এই অপমানের স্মৃতি পত্রের স্বরূপ তোমাকে সর্ব্বদাই চোখের উপর দেখ্‌তে হবে।

লীলা। এ অপমানের প্রতিশোধ কি আর কিছুতেই হয় না?

হামি। আর কিছুতেই নয়।

লীলা। মহারাজের গুণগ্রাম অনেক শুনেছি, আমি ত্যজ্যা, কিন্তু চিতোরভ্রষ্ট গিহোলোটবংশীয়ের কি চিতোরের প্রতি দৃষ্টি নাই?

হামি। সে কথা কেন? তোমার বিবেচনায় কি আমি নারীলালসায় এখানে বিবাহ কর্ত্তে এসেছি, আমি চিতোর দর্শনের নিমিত্তই এই স্থানে এসেছি। শত্রুগৃহে,—যবনদাসগৃহে--আমি কি বিবাহ করতে আস্‌তেম?

কেবল পিতৃধাম,—স্বর্গীয় পিতৃতীর্থ,—দর্শন করতেই এসেছি। যখন চিতোরে পদার্পণ কল্লেম, তখন আমার হৃদয়ে সহস্র ভাবের উদ্রেক হতে লাগলো,—যখন স্ত্রী জ্ঞানে তোমাকে সম্বোধন করেছিলাম, তখনো সেই নানা ভাবের উদ্রেক হৃদয়ে ছিল; এত অপমানেও হৃদয়চ্যুত হয় নাই,—নচেৎ এখনো অসি মোচন করি নাই। তুমি কি মনে কর, চিতোর ভিন্ন আমার জীবনে অন্য উদ্দেশ্য আছে; চিতোর ভিন্ন অন্য কিছু আমার হৃদয়ে স্থান পায়?

লীলা। ক্ষণিক কোপের বশবর্ত্তী হোয়ে চিরদিনের সে উদ্দেশ্য বিফল করা কি উচিত হয়? আপনি চিতোর পেলে এ অপমান বিস্মৃত হতে পারেন?

হামি। তোমার পিতা কি আমাকে চিতোর যৌতুক দেবেন? (হাস্যের সহিত) আমি ভিক্ষুক নয়;—ভিক্ষা করে চিতোর গ্রহণের ইচ্ছা নাই। চিতোরে তোমার পিতার অধিকারই বা কি? তোমার পিতা পাঠানের দাস বৈত নয়।

লীলা। মহারাজ। চিত্তের অস্থির ভাব থাকলে, কোন কথাই স্থান পায় না। আপনি স্থির হয়ে শুনুন! আপনি আজ চিতোর আক্রমণ করে কোন মতেই হস্তগত করতে পারবেন না,—আপনার পাঁচ শত বই সেনা নাই,—চিতোরে এখন পাঁচ হাজার পাঠান সেনা আছে। আপনার চিতোর হস্তগত করার চেষ্টা একবার বিফল হলে, আর সফল হওয়া সুকঠিন;—সেনা সামন্ত সকলেই ভগ্নোদ্যম হবে,—শত্রুপক্ষেরও সাহস বৃদ্ধি হবে। অতএব সুগম নিশ্চিত পথ থাকতে, আপনি কেন অনিশ্চিত দুর্গম পথ অবলম্বন করেন। আপনাকে চিতোর ভিক্ষা করে নিতে হবে না,—অন্য উপায় আছে।

হামি। তোমার বাক্‌চাতুরি বিস্তর। কি উপায় আছে?

লীলা। মহারাজ! যে হতভাগিনীর পাণিগ্রহণ করে আপনার এত গ্লানি উপস্থিত হয়েছে, সে সেই উপায় সংঘটন করে দিতে পারে,—যদি তার কথায় আপনি নির্ভর করেন।

হামি। চিতোর উদ্ধারের উপায়?—তোমা হতে?

লীলা। আমা হতে।

হাম্মি। সত্য?

লীলা। আমি মিথ্যাবাদিনী হলে আপনার সর্ব্বনাশের কথা, আপন মুখে ব্যক্ত করতেম না।

হাম্মি। (স্বগতঃ) এ কথা সত্য, আত্মদোষ ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্যক্ত করা অতি বলবান্ হৃদয়ের লক্ষণ, (প্রকাশ্যে) তোমা হতে যদি চিতোর উদ্ধার হয়, তবে জান্‌লেম, তুমি গিহোলোটবংশের কুললক্ষ্মী—হাম্মিরের আরাধ্য দেবতা;—হাম্মির তা হলে তোমাকে হৃদয়সিংহাসনে স্থাপিত করে, চিরজীবন তোমার পূজা করবে।

লীলা। মহারাজ! ক্ষান্ত হউন, আর কেন আমার চিত্তকে চঞ্চল করেন?—আমার দুর্দ্দশার মেঘে আর দুরাশার বিজুলি খেলার প্রয়োজন নাই।

হাম্মি। (লীলার কর ধারণ করিয়া) তুমি ওসকল কথা আর কিছুই মনে করো না। চিতোর উদ্ধারের কি উপায় বল দেখি?

লীলা। (ঈষৎ হাস্যে) মহারাজ! এত ব্যগ্রভাব কেবল অবিশ্বাসের লক্ষণ, আমার কথায় আপনার কিছুমাত্র প্রত্যয় হয় নাই।

হাম্মি। না না তানয়, তবে কি জান, জলের শব্দ শুন্‌লেও তৃষিত পথিকের প্রাণ শীতল হয়।

লীলা। মহারাজ! জাল নামে আমার পিতার এক কর্ম্মচারী আছে। প্রাতে যৌতুক গ্রহণের সময় পিতার কাছথেকে যৌতুক স্বরূপে সেই জালকে চেয়ে নেবেন, জাল হস্তগত হলেই জানবেন যে চিতোর দুর্গ আপনার হস্তগত হলো।

হাম্মি। জালের দ্বারা কিরূপে চিতোর হস্তগত হবে? জাল এক জন প্রসিদ্ধ বীর নয়,—আয় ব্যয় ইত্যাদি অর্থসংক্রান্ত একজন কর্ম্ম চারীমাত্র, তবে শুনেছি সে ব্যক্তি বুদ্ধিমান বটে।

লীলা। মহারাজ! কা হতে কোন্ কাজ হতে পারে না পারে তা কে বল্‌তে পারে? আপনার পূর্ব্বপুরুষ রামচন্দ্র বানরের সাহায্যে রাবণের লঙ্কা জয় করেছিলেন।

হাম্মি। তা বটে।

লীলা। মহারাজ! আমার কথায় প্রত্যয় করুন, এসকল বিষয়ের মন্ত্রণার উপযুক্ত স্থান চিতোর নয়, কেলবারায় যেয়ে সবিশেষ শুনে আমার কথা যদি প্রবঞ্চনা বোধ হয়, তখন যে দণ্ড কর্‌তে ইচ্ছে হয় করবেন।

হামি। না না তোমার কথায় আমার অবিশ্বাস নাই। ভালো কেলবারায় যেয়েই সবিশেষ শুনবো। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যে চিতোর কতদিনের মধ্যে হস্তগত হবে?

লীলা। মহারাজ! সত্বরই হওয়ার সম্ভব। দেখুন নীচজাতীয়া কন্যার দ্বারা যদি আপনার কোন কার্য্য সাধন হয়; না হয়, করবালত কাছেই আছে, খুল্‌তে কত ক্ষণ।

হামি। প্রিয়ে! ওসকল কথা বিস্মৃত হও।

লীলা। মহারাজ! ও আর বিস্মৃত হবার নয়।

হামি। যখন এই চিতোরে বাপ্পার সিংহাসনে বসবে তখন অবশ্যই ভুল হবে।

লীলা। মহারাজ! আপনি স্ত্রীলোকের চিত্ত কিছুই জানেন না। ছত্র, দণ্ড, সিংহাসন এতে স্ত্রীলোকের মন ভোলে না; স্ত্রীলোকে এ সকল নিয়ে কি করবে। পতির প্রেম ভিন্ন স্ত্রীলোকে আর কিছুই চায় না, রাজার রাণী,—ভিখারির ভিখারিণী,—সকল রমণীর একই আশা,—একই লালসা,—স্ত্রীর প্রতি পুরুষের প্রেম দশ কাজের এক কাজ, স্ত্রীলোকের প্রেম সেরূপ নয়;—স্ত্রীলোকের যে প্রেম সেই প্রাণ। বিষয়ব্যস্ত পুরুষে তা বোঝে না;—বুঝলে স্ত্রীজাতির এত দুর্গতি হতো না।

হামি। এ কথা সত্য পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রী জাতির প্রকৃতি যে কোমল তাতে আর সংশয় নাই। প্রিয়ে এসো, বিশ্রাম করা যাক।

লীলা। না মহারাজ! কলহের রাত্রি অবসান হয়েছে। ঐ দেখুন, গবাক্ষের অবকাশে আকাশ দেখা যাচ্ছে।

হামি। তা হোক্, সমস্ত রাত্রি জেগে তোমার অতিশয় কষ্ট হয়েছে; একটু বিশ্রাম কর।

লীলা। মহারাজ! আর বিশ্রামের প্রয়োজন নাই। এমন বাসরের রাত্রি যেন কোন হতভাগিনীর ভাগ্যে না ঘটে!! (রাজপথে প্রভাতসূচক গীত)

ভৈঁরো——আড়াঠেকা।

জাগো বিলাসি।

প্রিয়জন পরিহরি, বীরভূষা পরি বিদায় মাগিছে হাসি ॥

ভাঙ্গিল স্বপন, পরাধীন জন,
এবে অধীনতা দুখরাশি ॥
দেশ অনুরাগে, বীর ধীর জাগে,
জাগে জন্মভূমি সুখপ্রয়াসী ॥
পবন গাইছে শুন, সঙ্গীত সকরুণ,
পদ্মিনী-কাহিনী হে চিতোরবাসি ॥
তপন আলোকে, প্রকাশিছে লোকে,
বীর শোণিত স্রোত বৈরিবিনাশি।
ধীর বীর জাগো, বিদায় মাগো,
কার্য্য কাল হ'লো উদয় আসি ॥

লীলা। এ গীত আর কারু নয়,—এ সেই পাগলা ভাট।

হামি। পাগলা ভাট কে?

লীলা। এক জন ভিখারি ভাট আছে, সেই রাস্তায় রাস্তায় গেয়ে বেড়ায়।

হামি। (স্বগত) ধন্য উদয়ভট্ট! তোমার এ প্রভুভক্তির উচিত পুরস্কার কিসে হবে, কিছুই বুঝতে পারিনে।

(নেপথ্যে।) হাঁরে বীরণ! তুই কমনে গেলি?—অর্দ্ধেক সিঁড়িতে তুলে রেখে হাত ছেড়ে দিলি?—ওরে আমি পড়ে মলেম!

হামি। ও কে কথা কয়?

লীলা। মহারাজ! আমার ধাত্রী অতি প্রাচীনা হয়েছে—বীরণ বলে আমার এক সখী আছে, সে সর্ব্বদাই বুড়ির সঙ্গে পরিহাস করে, সেই অর্দ্ধেক সিঁড়িতে তুলে হাত ছেড়ে দিয়েছে;—তাই ডাক্‌ছে।

(বীরণ ও পান্নার প্রবেশ)

পান্না। বাবা, বাবা, ছুঁড়ী তোকে আর বিশ্বাস নাই;—তুই কবে আমাকে পাতকুয়ায় ফেলে দিবি।

বীর। (জনান্তিকে) মর বুড়ী, চুপ কর;—এখানে যে বর কন্যা রয়েছে।

পান্না। ওমা লীলা কই তুমি—মা! আমাকে একখানা পাখা দেও—তোমার বীরণ্ত্রী আমাকে খুন করেছে।

(লীলার পাখা লইয়া পান্নাকে ব্যজন)

পান্না। (সুস্থ হইয়া লীলার গাত্র স্পর্শ করিয়া) মা! রাত্রে ঘুম হয়েছিলতো? আমার বাবা কোথায়?—বাবা ঘুমুচ্ছে কি?

বীর। (লীলাকে জনান্তিকে) কি পাপ সাতে করেই এনেছি!

পান্না। বাবা বসে আছে বটে বীরণ? (উঠিয়া ধীরে ধীরে হাম্মিরের নিকট গমন) বাবা! তোমার হাজার বচ্ছর পরমাই হোক্, তুমি বড় ঘরের বেটা,—তোমার বাপ দাদাকে খেয়ে আমরা মানুষ। বাবা! তোমার মুখখানি দেখি, (মুখের নিকট অবনত হইয়া) বীরণ! জান্‌লাটা খুলে দে না, একটু আলো হোক্, ভালো করে দেখি।

বীর। মরণ আর কি, জানলা খোলা রয়েছে যে।

পান্না। খোলা রয়েছে, ওমা তাই ত (পুনর্ব্বার নিরীক্ষণ করিয়া) এই যে দিব্বি মুখখানি, বাবা আমি বসি;—তোমার সাত বেটা হোক্।

বীর। বেটী করে কি গো।

পান্না। চুপ কর্ ছুঁড়ী মেলা বকিসনে।

হাম্মি। হাঁ তুমি বসো;—দাঁড়াতে কষ্ট হয়।

পান্না। হাঁ বাবা, পায় বাত করেছে,—বাবার আমার কথাগুলিও মিষ্টি।

হাম্মি। তোমার কত বয়স হয়েছে?

পান্না। বয়েস বাবা ঠিক বল্‌তে পারি না—তোমার পিতামহের যখন বিয়ে হোলো, তখন আমি দুই বেটার মা।

হাম্মি। তোমার বেটারা কি করে?

পান্না। (সরোদনে) বাবা! তারা সকলেই আমাকে ফেলে গেছে,—আমার বেটা, পুত্র, মা, বাপ সকলি লীলা;—আমার আর কেউ নাই। বাবা! তোমার কাছে আমার একটি ভিক্ষে আছে;—আমাকে সেই ভিক্ষেটি দিতে হবে বাবা।

হাম্মি। কি চাও বল।

পান্না। আমি টাকা কড়ি চাইনে, আমার একটি কথা রাখ্‌তে হবে বাবা।

হামি। কি কথা?

বীর। (সরোষে) আবার কি পাগলামি কচ্ছো? চল তোমাকে নিচে রেখে আসি।

পান্না। থাম্ বীরণ! সকল সময় জ্বালাতন করিস্‌নে;—আমার মনের কথা আগে বল্‌তে দে।

হামি। কি কথা বল।

পান্না। বাবা তুমি বড় ঘরের বেটা;—রঘুবংশী; পূবের সূর্য্য যদি পশ্চিমে যায়, তবু তোমাদের কথা নড়ে না। তুমি আগে বল বাবা, আমার কথাটি রাখবে।

হামি। যদি রাখবের মত কথা হয় ত অবশ্যই রাখবো।

পান্না। রাখ্‌বেত বাবা! আমি টাকা কড়ি শাল দোসালা কিছুই চাইনে। আমাকে এই ভিক্ষেটি দিতে হবে যে আমার লীলাকে যেন সতীনের জ্বালা সইতে না হয়।

হামি। (কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া) ভালো তাই হবে,—আমি আর বিবাহ কর্‌বো না।

পান্না। তুমি রাজরাজেশ্বর হও;—বাবা! আমার বুকটা যেন পাতলা হলো। রাজার ঘরে খাওয়া পরার দুঃখ নাই, সোনা, রূপা, হীরা, মুক্তার অভাব নাই,—রাজরাণীদের সকলি সুখ, কিন্তু সুখ থেকেও নাই—সতীনের কাঁটা দিন রাত্তির বুকে বেন্ধে। লীলার বিবাহের কথা শুনে অবধি আমি তাই ভাবছি। (রোদন)

হামি। আর কান্দো কেন? তুমি নিশ্চিত জেনো আমি আর বিবাহ করবোনা।

পান্না। বাবা! তুমি রঘুবংশী,—তোমার কথা কখনই নড়বে না, তা আমি জানি। লীলা! মা আমি অতি দুঃখী,—আমার কিছুই নাই, তোমার বিয়েতে আমি আর কি যৌতুক দেব;—বাবা আমাকে যে ভিক্ষেটি দিলেন এইটিই তোমার যৌতুক।

বীর। ঠাকুরকন্যে! তোমার চোখে জল এসেছে;—তা আসতে পারে, বুড়ির পেটে পেটে এত বুদ্ধি তা আমি জানিনে;—এই জন্যে বুড়ী আসতে এত ব্যস্ত হয়েছিল।

পান্না। বাবা তবে আমি নিচে যাই ;—বীরণ! আমাকে রেখে আয়।

[বীরণ ও পান্নার প্রস্থান।]

লীলা। মহারাজ! আমার ধাত্রী প্রাচীনা হয়েছে, প্রাচীন হলেই বুদ্ধির ভুল হয়,—নৈলে এমন কঠিন অনুরোধ করবে কেন? যাই হোক্ ও অঙ্গীকারে আপনাকে আবদ্ধ জ্ঞান করবেন না।

হামি। প্রিয়ে! অতি সামান্য ব্যক্তিও আপনার বাক্যের অন্যথাচরণ করতে চায় না। আর আমি আমার বংশের ধর্ম্ম লঙ্ঘন করবো, তোমার কি এইরূপ বিশ্বাস হয়?

লীলা। সহসা অতি কঠিন প্রতিজ্ঞা করলেন, তাই বলছি।

হামি। কঠিন কি? তোমায় বলেছি যে চিতোর ভিন্ন আমার হৃদয়ে আর কিছুই নাই,—চিতোরকুললক্ষ্মী ব্যতীত আমার হৃদয়ে কে আর স্থান পাবে?

লীলা। স্থান না পাক্ ঐশ্বর্য্য দেখাবার জন্যেও আবশ্যক। সে যা হউক্ আমার কথাটি যেন ভুল না হয়।

হামি। কি কথা?

লীলা। জাল।

হামি। সে কথা ভুলবের নয়। প্রিয়ে! আমার কি দুর্ব্বল হৃদয়? রোগী যেমন আরোগ্য ভিন্ন আর কিছুই চিন্তা করে না, চিতোর ভিন্ন সেইরূপ আমারও আর কোন চিন্তার উদয় হয় না। আমার বংশের সকলেই চিতোরের নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করেছেন, আমি হয় চিতোর উদ্ধার করে গিহোলোট কুলের কলঙ্ক ভঞ্জন করবো,—না হয় চিতোরের নিমিত্ত প্রাণ-ত্যাগ করে গিহোলোট কুল নির্ম্মূল করবো, সম্প্রতি আমি ভিন্ন আমার বংশেত আর কেউ নাই।

লীলা। মহারাজ! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, চিতোর অবশ্যই আপনার হস্তগত হবে

(বীরণের প্রবেশ)

বীর। ঠাকুরকন্যে! বাড়ীর সকলেই জেগেছে।

লীলা। আমিই কি ঘুমচ্ছি।

বীর। সবাই মনে কচ্ছে তাই, সমস্ত রাত্রি জেগে ভোরে না ঘুমুলে এত বেলা হবে কেন?

হামি। ইনিই তোমার সখী? ইনি কাল্ তোরণ রক্ষায় ছিলেন না?

লীলা। ছিলেন বই কি,—ইনিই দলপতি।

বীর। দলপতি কি? সেনাপতি বল।

হামি। যে যুদ্ধে পরাজয় হয়েছে, তার সেনাপতি উপাধি নিয়ে আর গৌরব কি? তোরণতো রক্ষে হলো না।

বীর। ভাঙ্গতে নাদিলে কি কেউ জোর করে ভংতে পারে?

হামি। জোর করে ভাঙ্গা যায় কি না, না হয় এসো আর একবার পরীক্ষা নেও।

বীর। এখন যে পরীক্ষা নেবার—সেই নেবে। তার কাছেই ভালো করে পরীক্ষা দিন, আমাদের পরীক্ষা কাটে কাটে হয়ে গেছে।

লীলা। মরণ আর কি, বীরণ! চল নিচে যাই [হামিরের প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে বীরণের সহিত প্রস্থান]

হামি। (পরিক্রম করিতে করিতে) কি অদ্ভুত ঘটনা! পরম বৈরী মালদেবের কন্যাকে বিবাহ কল্লেম,—সে কিনা আবার বিধবা,—পূর্ব্বে তার আর একবার বিবাহ হয়েছিল। হা বিধাতা! গিহোলোট কুলের প্রতি তোমার কোপদৃষ্টির কি অবসান হবে না? ছিন্নকাননে একমাত্র তরুর ন্যায় গিহোলোট বংশে একা আমিই জীবিত আছি,—আমার উপরেই এই বজ্রাঘাত। যাই হোক, ধৈর্য্য ধারণ বিনে আর আমার গত্যন্তর নাই।

(জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। মহারাজ! কি আদেশ হয়?

হামি। আমার সামন্তেরা সকলেই জেগেছেন?

ভৃত্য। আজ্ঞে সকলেই জেগেছেন।

হামি। চল আমি সেই খানে গিয়ে প্রাতঃক্রিয়া কর্‌বো।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা।

[উভয়ের প্রস্থান।]

যবনিকা পতন।

চতুর্থাঙ্ক।

—০§০—

কেলবারা—রাজবাটী।

(উদয়ভট্টের প্রবেশ।)

উদয়। (চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া) কেউ কোথাও নাই যে,— সব শূন্য। মহারাজত এখন অন্তঃপুরেই থাকেন;—কার দ্বারাই বা সংবাদ পাঠাই ?— (পরিক্রম করিতে করিতে) হা বিধাতঃ! তোমার চাতুরি বোঝা ভার;—তোমার সৃষ্টিতে বিষ আর অমৃত, বেছে নেওয়া সহজ নয়। যে বিষ সেই অমৃত, যে অমৃত সেই বিষ। যদি বল, যে বিষ সেই অমৃত এমন কোন পদার্থ দেখেছো ?—দেখেছি, স্ত্রীলোক ;—এমন মধুর হলাহল আর নাই, রমণী যার অন্তরে প্রবেশ করেন, বিষাভিভূত ব্যক্তির ন্যায় তার সকল উদ্যমই বিনষ্ট হয় ;—সে পরম বিস্মৃতি সুখে কাল কাটায়,— কিন্তু কাল তার কাছে কাছেই থাকেন। মহৎ কাজের এমন বৈরী আর নাই,—অথচ মনের এমন আদরের বস্তুও আর নাই। নারীর মায়ায় মন ভোলে না এমন পুরুষ কোথায় ?—কপনী এঁটে তিলক কেটে শিক্ষে নেড়ে যিনি বলেন যে, "নারী অতি ছার পদার্থ," তাঁর শিক্ষে হয় নি। কোন মধুরহাসিনী নীলনয়নী যদি তাঁকে নির্জ্জনে পায় ত বুঝতে পারি। চোখে চোখে চায় চায় চায় না;—যায় যায় থমকে থাকে যায় না, কথা কয় কয় কয় না, সীমন্তিনীর শীকারের এ ভাবটী কেমন, যিনি ঠেকে থাকো বুঝে দেখ! এমন জীবন্ত ফাঁদ আর নাই। (পরিক্রম করিতে করিতে) রাম রাম! মানুষ বুড় হলে যে অকর্ম্মা হয়, এটি ঠিক কথা; বুড় হলে ইন্দ্রিয়ও দুর্ব্বল হয়,—বুদ্ধিও স্থির থাকে না। লোকে বলে মানুষের যত বয়স হয়, তত পাকে; সে সত্য,—কিন্তু পাকতে পাকতে পচে যায়। এই দেখ না, আমি কি কথার উপলক্ষে কি কথায় যেয়ে উঠেছি। আমি ভাবছিলেম, আমাদের মহারাজের কথা। দিন যায় জলের মত, দেখতে দেখতে আজ আঠারো মাস

হলো; মহারাজের বিবাহ হয়েছে;—একটী পুত্রও জন্মেছে। কিন্তু এই আঠার মাসের মধ্যে তাঁর স্বভাবের কি বিষম পরিবর্ত্তন ঘটেছে!——পূর্ব্বের ভাব আর কিছুই নাই—চিতোর ভিন্ন পূর্ব্বে মনে মুখে আর কিছুই ছিল না,—এখন সে চিতোরের আর প্রসঙ্গও নাই। চিতোর উদ্ধারের কিছুমাত্র সম্ভাবনা দেখছি না। যে দিন মালদেব নারিকেল পাঠিয়ে দেয়, সে দিন সকলেরি অমত হয়েছিল, কেবল আমিই নারিকেল গ্রহণ কর্‌তে অনুরোধ করেছিলেম;—এখন তার উচিত অনুতাপ ভোগ কচ্ছি! মালদেব অতি বুদ্ধিমান্,—এখন নিষ্কণ্টকে চিতোর ভোগ করুক্। চিতোরে লক্ষ সেনা রাখলে যে উপকার না হতো, কেলবারায় এক কন্যা পাঠিয়ে দিয়ে তার সে উপকার হয়েছে। হায়! হায়! স্ত্রীলোকের জন্যই হিন্দুর সর্ব্বনাশ হলো! হিন্দুভূমিতে কেন যবন প্রবেশ কল্লে? হিন্দুর কি ধনবল জনবল ছিল না? জয়চন্দ্রের কন্যা সঞ্জুক্তা পৃথ্বীরাজের চিত্ত অধিকার না কল্লে সাহেবুদ্দিন কখনই দিল্লী অধিকার কর্‌তে পারতো না। সূর্য্যবংশের রাজধানী চিতোর কেন যবনের হস্তগত হলো?—পদ্মিনীই তার মূল কারণ। সেই চিতোর উদ্ধারের যে আশা সফল হলো না; সেও স্ত্রীলোকের জন্যে। মালদেবের কন্যাই সে আশাকুসুমের কীট হলো! আর কি হবে! চিরপালিত আশালতা মঞ্জরিত হবার পূর্ব্বেই শুখিয়ে গেলো। দেখি একটু অপেক্ষা করে,—যদি কারু দ্বারা সংবাদ পাঠাতে পারি। (উপবেশন) হে চিরসঙ্গী শার্ঙ্গী! নীরবে বসে কি করি—মনের যন্ত্রণা তোমাকেই বলি; আমার কথায় তোমা বই আর সায় দিবার লোক নাই। (ভট্টের চক্ষু মুদ্রিত করিয়া গীত)

(গীত সমাপন হইবার পূর্ব্বেই হামিরের প্রবেশ ও নীরবে অবস্থান।)

বেহাগ——খেম্‌টা।

রমণীর মুখের হাসি, গরল রাশি সুধা ক্ষরে।
সে হাসি প্রেমের ফাঁসি, সাধ করে প্রাণ গলায় পরে॥
যে বলে মন মজে না, আপন মন তো সে বোঝে না,
দেখিলে যে তুচ্ছ করে,

নারী কে চিন্তে পারে, যে বলে পারি চিন্তে নারে,
দেখেছে যে নারীর আঁখি, জান্তে কি তার আছে বাকি,
সুধা গরল একাধারে।
জেনে শুনে প্রাণ না মানে তবু গরল হৃদে ধরে॥

হামি। কি ভট্টরাজ! স্ত্রীলোকের পর এত বিরাগ কেন?

উদয়। আজ্ঞে, অনুরাগের সময় অতীত হয়েছে। মহারাজ! একটী নিবেদন আছে।

হামি। কি বল।

উদয়। মালদেব সমুদয় সেনা নিয়ে মাদারিয়ায় গিয়েছে; চিতোরে অতি অল্প সেনা মাত্র রয়েছে।

হামি। হাঁ আমি তা জানি;—তোমাদের রাণীও যে চিতোরে গিয়েছেন।

উদয়। (অসন্তুষ্টভাবে) মহারাজ! আমিও তা জানি।

হামি। কি জানো?

উদয়। মহারাজ যে এই উত্তর করবেন তা আমি আগেই জানি;—রাজমহিষীর অদর্শন জন্য চিন্তাতেই মহারাজের চিত্ত ব্যাকুল রয়েছে।

হামি। ভট্টরাজ! এ উত্তর শুনে তুমি অসন্তুষ্ট হলে?

উদয়। অধীনবর্গের সন্তোষ আর অসন্তোষের প্রভেদ কি?

হামি। ভট্টরাজ! তোমার গীতের মর্ম্ম আমাকে ভৎর্সনা করা, তা আমি বুঝেছি।

উদয়। মহারাজ! রাজার নিদ্রাভঙ্গ করা ভট্টের কৌলিক কাজ।

হামি। আমিত নিদ্রিত হই নাই;—কাজের অবসান হলেত লোকে নিদ্রা-যায়;—আমার ত কাজের অবসান হয় নাই,—চিতোর এখনও পাঠানের হাতে রয়েছে।

উদয়। মহারাজ! একি জাগ্রত অবস্থার কথা, না পূর্ব্বের অভ্যাস বশতঃ স্বপ্ন উদগম মাত্র।

হামি। (হাস্য করত ভট্টের হস্ত ধরিয়া) ভট্টরাজ! তুমি পরের ঘরের পুংখানুপুংখ সংবাদ নিয়ে এসো, কিন্তু আপন ঘরের সমাচার কিছুই জানো না।

উদয়। মহারাজ! আমার ঘরের দ্বার দিবা রাত্রিই এখন বন্ধ থাকে, তার খবর জানবো কি?

(জলন্ধর, কুঞ্জর, সুরতান ও অন্যান্য সামন্তগণ জাল এবং অস্ত্র শস্ত্র সহ ভৃত্যগণের প্রবেশ)

সুর। ভট্টরাজ যে উপস্থিত।

উদয়। আজ্ঞে এসব কেন?

হামি। (হাস্য করিয়া) এই জন্যেই বলছিলেম যে আপন ঘরের সমাচার জানো না। (কুঞ্জর সিংহের প্রতি) কাকাজী! কি রকম বন্দোবস্ত হলো?

কুঞ্জ। আজ্ঞে এক হাজার সেনা বাওয়ায় গিয়েছে।

হামি। তাদের সমুদয় সরঞ্জাম দেওয়া হয়েছে?

কুঞ্জ। সে সমুদয়ই হয়েছে।

হামি। জাল! আমরা কোন্ সময়ে এখান থেকে যাত্রা করবো?

জাল। রাত্রিযোগে যাত্রা করাই কর্ত্তব্য; রজনী প্রভাত না হতে, লোক সকল জাগবের পূর্ব্বেই আপনাদের চিতোরের দ্বারে উপস্থিত হ'তে হবে।

হামি। কেমন কাকাজী?

কুঞ্জ। আজ্ঞে সেই কর্ত্তব্য।

হামি। ভট্টরাজ! কি বোধ হয়, স্বপ্ন না জাগ্রত অবস্থা?

উদয়। আজ্ঞে আমার পক্ষে জাগ্রত স্বপ্ন; কারণ এখনও সবিশেষ কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে।

হামি। (একটি বর্ম্ম লইয়া) কাকাজী! দেখ দেখি এইটি তোমার হবে কি?

কুঞ্জ। (বর্ম্ম ধারণ করিয়া) মহারাজ! ঠিক হয়েছে।

(হামির কুঞ্জর সিংহকে করবাল প্রদান)

কুঞ্জ। (করবাল হস্তে লইয়া) মহারাজ! কিছু পাতলা বোধ হচ্ছে।

হামি। তবে এইখানি নেও (অন্য করবাল প্রদান) সুরতান! তোমার

অস্ত্র বেছে নেও। (সুরতানের অস্ত্র গ্রহণ) সুরতান! করবাল দুখানি লওয়া উচিত, কি জানি বিশ্বাসঘাতক বন্ধুর ন্যায় কার্য্যকালে যদি এক খানি অসার হয়, অতএব প্রস্তুত থাকা উচিত।

সুর। যে আজ্ঞে, সেই উচিত।

হামি। তোমরা সকলেই আপন আপন অস্ত্র শস্ত্র পরিধান কর।

(সামন্তগণের স্বীয় স্বীয় অস্ত্র ধারণ)

উদয়। মহারাজ! একবার এঅধীনকে বলুন, এ রণসজ্জা কিশের উদ্দেশে?

হামি। ভট্টরাজ! আর কি উদ্দেশে? জীবনের চির উদ্দেশ্য সাধনের উদ্দেশে। কুলদেবতার কাছে প্রার্থনা কর যেন অভীষ্ট সিদ্ধ হয়,—আগামী প্রাতে চিতোর আক্রমণ কর্‌বো।

উদ। (পরম উল্লাসে) মহারাজ! আমার অস্ত্র শস্ত্র কিছুই নাই;—আমাকে একখানি করবাল দিতে অনুমতি হয়।

হামি। না ভট্টরাজ! সংগ্রাম কর্‌বের সময় তোমার অতিবাহিত হয়েছে, তুমি প্রাচীন হয়েছ, এখন রণক্ষেত্রে তোমাকে যেতে দিতে পারি না। তুমি কেলবারায় থেকে আমাদের জয় প্রার্থনা কর।

উদয়। (নতজানু হইয়া) মহারাজ! আমাকে নিষেধ কর্‌বেন না;—আমি প্রাচীন হয়েছি সত্য,—যদিও শক্র সংহার কর্‌তে না পারি, শক্রর আশা বিফল কর্‌তে পারবো। যে কেউ মহারাজের শরীর লক্ষ্য করে অস্ত্র সন্ধান কর্‌বে, আমি অগ্রসর হয়ে দাঁড়িয়ে তার লক্ষ্য বিফল কর্‌বো। মহারাজ! আমার এশরীর আর কদিন থাক্‌বে?—এর পতনের সময় নিকটবর্ত্তী।

হামি। তোমার যা ইচ্ছা হয় কর, আমি নিষেধ করি না। কিন্তু তুমি আমার নিকটে থেকো।

উদয়। যে আজ্ঞে মহারাজ! (করবাল গ্রহণ)

হামি। বর্ম্ম পরিধান কর।

উদয়। আজ্ঞে জীর্ণ কাঁতায় গেলাপের অধিক আবশ্যক করে না;—মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য (বর্ম্ম পরিধান ও করবাল কম্পিত করিয়া) কর-

বালের কি আশ্চর্য্য মহিমা! হাতে কর্‌লে অতি দুর্ব্বল ব্যক্তিতেও সাহসের সঞ্চার হয়।

সুর। ভট্টরাজ! তোমার শার্ঙ্গী কোথায় রেখে যাবে?

উদয়। আমার চিরসঙ্গী শার্ঙ্গী আমার সঙ্গেইথাক্‌বে;—এই দেখুন বেন্ধে নেই। (বান্ধিয়া) যখন চিতোর অধিকার হবে,তখন করবাল ফেলে শার্ঙ্গী ধর্‌বো।

হামি। (অস্ত্রশস্ত্রসজ্জিত স্বীয় পারিষদগণকে দেখিয়া) কাকাজী! আজ আমার হৃদয়ে একে একে হর্ষ, শোক, আশা, ভয়, প্রভৃতি বিপরীত ভাবের উদয় হচ্ছে। চিতোর উদ্ধারের আশা হৃদয়ে যত চমকিত হচ্ছে, তার সঙ্গে সঙ্গে চিতোর হারানের ঘটনাও অন্তরে উদয় হচ্ছে। পিতা, পিতামহ, পিতৃব্য, জ্ঞাতি, বন্ধু, সকলের শোক যেন অন্তরে নূতন অনুভূত হচ্ছে। পীতবাসধারী মুক্তকেশ সেই সকল বীর পুরুষেরা কালান্তকের ন্যায় আলাউদ্দিনের সেনা মর্দ্দন কর্‌ছেন,—গত যামিনী থেকে আমি মানসচক্ষে যেন সর্ব্বদাই এই অভিনয় দর্শন কচ্ছি। মধ্যে মধ্যে পিতৃব্য অজয় মল্লের অন্তিম সময়ের ছবি এসে উপস্থিত হচ্ছে। কখন কখন কে যেন আমাকে অতিশূন্য হতে কি বল্লে এইরূপ অনুভূত হচ্ছে। কিন্তু কাকাজী! আমার সমুদয় সেনার সংখ্যা এক সহস্র মাত্র।

কুঞ্জ। মহারাজ! আপনি সেজন্য ক্ষোভ কর্‌বেন না। আপনার সেনা গণনায় এক সহস্র বটে; কিন্তু দেখতে পাবেন, কার্য্যকালে দশ সহস্রেরও অধিক। বেতনভোগী বহু সংখ্যক সেনা কোন কাজের? তারা আগে পলায়নের পথ নিরূপণ করে পরে রণে প্রবৃত্ত হয়।—যারা পরের প্রয়োজনে সংগ্রাম করে, তাদের সংগ্রাম কেবল আত্মরক্ষার প্রয়াস মাত্র। যে আত্ম প্রয়োজনে সংগ্রাম করে, সে প্রাণের প্রতি চায় না। চিতোর উদ্ধার যেমন আপনার প্রয়োজন, আপনার প্রতি সেনারাও সেইরূপ প্রয়োজন। আপনার যেমন নিহত আত্মীয়গণকে স্মরণ হচ্ছে, আজ তাদেরও শোকস্মৃতি সেইরূপ জাগরূক হয়েছে। মহারাজ! পাঠানের সমরে কার আত্মীয় না নিহত হয়েছে? আমার উপযুক্ত তিন পুত্র আলাউদ্দিনের সমরে প্রাণত্যাগ করেছে। মহারাজ! সে সকল কথার বাচনিক আন্দোলনে আর ফল কি?

জল। মহারাজ! আপনার অভিপ্রায় হলে বিদেশ থেকেও সাহায্য সংগ্রহ করা যেতো। কোন্ ক্ষত্রিয় সূর্য্যবংশধর হামিরের আবাহন অবহেলন করবে? বিশেষতঃ যবন দমনের কার্য্যে কোন্ হিন্দু না অগ্রসর হতো?

হামি। না জলন্ধর! বিদেশের সাহায্যের প্রয়োজন নাই। যখন আলা উদ্দিন চিতোর আক্রমণ করেছিল, তখন আমার পিতামহ কারু সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই;—পিতৃব্য অজয়মল্ল চিতোর উদ্ধারের জন্য কোন দিন কারু কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই;—সাহায্য প্রার্থনা আমার কৌলিক নিয়মের বিরুদ্ধ। যদি কুলদেবতার কৃপা হয়, তবে পরের বিনানুকুল্যেই চিতোর উদ্ধার হবে। দৈবের কৃপায় যদি চিতোর উদ্ধার হয়, তবে সে যশের কণা মাত্রও অপরকে দিবার প্রয়োজন নাই; যদি দৈব নিতান্তই প্রতিকূল হন;—চিতোর উদ্ধার না হয়, তবে অহেতু পরের নিকট প্রার্থনা করার প্রয়োজন নাই,—আমাদের কুলব্রত আমরাই উদ্যাপন করি। আগামি প্রাতে হামির হয় ভীমসিংহের সিংহাসনে বস্‌বেন, না হয়, ভীমসিংহ যেখানে কলেবর পরিহার করেছেন,—চিতোরের সেই তোরণ সমীপে হামিরের শরীরও নিপতিত হবে। কাকাজী! আমার দেহ পতনে এখন আর চিন্তা নাই,—আমার অভাবে আমার পুত্রই চিতোর উদ্ধারের ব্রত গ্রহণ করবে। তোমরা নিশ্চিত জেনো, চিতোর উদ্ধারের নিমিত্ত আমি দুইবার চেষ্টা করবো না;—আগামি প্রভাতে হয় অভীষ্ট সাধন, না হয় শরীর পতন। সুরতান! জলন্ধর! আমি বাক্যের দ্বারা তোমাদের আর কি উদ্দীপ্ত করবো, আপন আপন আত্মীয় বান্ধবগণের কথা—চিতোরে জহর ব্রতে যে সকল অবলা অকালে কলেবর ত্যাগ করেছে;—তাদের কথা স্মরণ কর। পরলোকগত সেই সকল স্ত্রী পুরুষ আত্মীয়েরা অশরীরিবাক্যে সকাতরে তোমাদের কাছে বৈরনির্য্যাতনের প্রার্থনা কচ্ছে;—এরূপ অবস্থায় যে ক্ষত্রিয় ক্ষণস্থায়ী জীবনের মমতায় বৈরনির্য্যাতনে পরাঙ্মুখ হয়, তার তুল্য হেয় প্রাণী আর নাই।

সুর। মহারাজ! সেরূপ হেয় হয়ে কেহ কখন যেন জীবন ধারণ না করে।

কুঞ্জ। মহারাজ! রাত্রি আগত প্রায়,—অর্দ্ধরাত্রির পূর্ব্বেই আমাদের এখান

থেকে যাত্রা করতে হবে। আপনি এই সময়ে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করুন ; আমরাও বিদায় হই।

হামি। কাকাজী ! যাও তোমরা বিশ্রাম কর যেয়ে।

[কুঞ্জর প্রভৃতি সামন্তগণের প্রস্থান।

ভট্টরাজ ! তুমিও ক্ষণকাল যেয়ে বিশ্রাম কর।

উদয়। মহারাজ ! আপনিও ক্ষণকালের জন্যে বিশ্রামসুখ অনুভব করুন্।

হামি। ভট্টরাজ ! শ্রমের পরেত বিশ্রাম ;—আগে শ্রমের কাজ সমাধা হ'ক, তুমি বিশ্রাম কর যেয়ে।

[ভট্টের প্রস্থান]

জাল ! তুমি কৌশল করে মাদারিয়ায় পাহাড়িদের যুদ্ধ ব্যাপার উপস্থিত না কল্লে চিতোর আক্রমণের এ সুযোগ উপস্থিত হতো না। যদি চিতোর উদ্ধার হয় ত জান্‌লেম,—তোমা হতেই হলো।

জাল। চিতোর আপনার হস্তগত হবে ; কিন্তু নিতান্ত অনায়াসে নয় ; কিছু প্রয়াস পেতে হবে।

হামি। কি রকম ?

জাল। চিতোরে সেনা অধিক নাই সত্য, কিন্তু মালদেবের আত্মীয়স্বগণ যারা আছে, তারা বাধা জন্মাতে ত্রুটি করবে না।

হামি। মালদেবের স্বগণ ত অধিক নাই ;—না হয় দুশতই হক্।

জাল। দুই শতের অধিক হবে না সত্য ; কিন্তু তারা নগরের ভিতর থেকে নগর রক্ষে কর্‌বে, আর আপনার দল বল বাইরে থেকে আক্রমণ করবে। প্রাচীর, তোরণ, দুর্গ, তাদের পক্ষে এ সকলি সহায়,—আপনার পক্ষে এ সকলি প্রতিবন্ধক। দুর্গের ভিতর থেকে এক জন সেনা বাইরের এক শত সেনার চেষ্টা বিফল করতে পারে ;—এই জন্যই বলছিলেম যে কিছু প্রয়াস পেতে হবে।

হামি। আমার সেনা সামন্ত আমার ন্যায় মরণে কৃতসংকল্প হয়েই চিতোর আক্রমণে যাত্রা কর্‌ছে। আমি জয়শ্রী ও মৃত্যু, এ দুয়ের প্রতি তুল্যরূপে দুই চক্ষু সমর্পণ করে প্রস্তুত হয়েছি।

জাল। মহারাজ ! ফলের বিষয়ে আপনি কিছুমাত্র সন্দিগ্ধ হবেন না,

চিতোর নিশ্চয়ই আপনার হস্তগত হবে ;—তবে কিঞ্চিৎ শ্রম মাত্র। আমি এক্ষণে বিদায় হই ;—আপনি বিশ্রাম করুন।

[আলের প্রস্থান]

হামি। সেনা সজ্জীভূত,—আমিও প্রস্তুত। (নতজানু হইয়া) হে স্বর্গগত পিতৃব্য অজয়মল্ল! এ দীন সন্তানের প্রতি দৃষ্টি কর। সূর্য্যকুলসম্ভূত তেজোরাশিতে আমায় পরিপূর্ণ কর,—তোমার কঠিন ব্রত উদ্যাপনের বল দেও। যদি বংশগরিমা সংরক্ষণে লালায়িত সন্তানের প্রতি পরলোকগত আত্মার দৃষ্টি থাকে, তবে গিহোলোট কুল সম্ভূত দেবদেহী মহাপুরুষেরা আমাকে কুলব্রত উদ্যাপনে সক্ষম কর। (উঠিয়া) তরঙ্গে তরণীর নৃত্যের ন্যায় আমার অন্তরাত্মা নৃত্য কচ্চে ;—এই সন্ধ্যা আর আগামী প্রভাত, এদুয়ের মধ্যবর্ত্তী রজনীর ব্যবধান কি অসীম! হা!—চিতোর! চিতোর! হা পিতৃতীর্থ চিতোর! অসিই ক্ষত্রিয়ের একমাত্র সহায়। (পরিক্রম করিতে করিতে) চিতোর হতে দেবী যা লিখেছেন, উদয় ভট্টও তাই বল্লে। (আসনে উপবেশন ও নিমীলিত নয়নে কিয়ৎক্ষণ অবস্থান, পরে চক্ষু বিকশিত করিয়া সম্মুখস্থিত পদ্মিনীকে দেখিয়া) একি? কিছুই না,—নিদ্রার ঘোর। (চক্ষু মার্জ্জনা ও পুনর্ব্বার অবলোকনান্তে) না, এখনও রয়েছে,—স্থির—নিশ্চল—স্ত্রীপ্রতিমা!

পদ্মি। বৎস! হামির চিন্তা ত্যাগ কর।

হামি। আপনি কে আমাকে সস্নেহ বাক্যে সম্ভাষণ কচ্ছেন? কিন্তু আমিত আপনাকে চিনি না।

পদ্মি। বৎস! তুমি আমাকে কখনও দেখ নাই, কিরূপে চিনবে?

হামি। আপনার এ কিরূপ শরীর,—যেন চন্দ্রের জ্যোতিঃ ঘনীভূত হ'য়ে রয়েছে! আপনি কে? আপনাকে পৃথিবীর প্রাণীর ন্যায় বোধ হয় না।

পদ্মি। আমি গিহোলোট কুলের সর্ব্বস্বাস্তকারিণী পদ্মিনী।

হামি। (ব্যগ্রতার সহিত) পদ্মিনী? মাতঃ পদ্মিনি! এ দীন সন্তানকে কি অভিপ্রায়ে দর্শন দিলেন?

পদ্মি। বৎস! তোমাকে আশ্বাস প্রদান করবার জন্য আমি আবির্ভূত

হয়েছি। তুমি চিন্তা ত্যাগ কর,—আগামী প্রভাতে তুমি তোমার পিতামহের প্রাসাদে প্রবেশ করবে?

হামি। মাতঃ! সত্যই বলছো।

পদ্মি। বৎস! তুমি কি প্রতারণার পাত্র।

হামি। মাতঃ! নিশ্চয়ই কাল্ চিতোর উদ্ধার হবে?

পদ্মি। নিশ্চয়ই চিতোর উদ্ধার হবে।

হামি। কাল্?

পদ্মি। কাল্;—বৎস! আমি প্রস্থান করি।

হামি। না, কিঞ্চিৎ বিলম্ব করুন, আমার নয়ন পরিতৃপ্ত হোক, পিতৃব্য অজয় মল্ল ভিন্ন পিতৃকুলের আর কোন জনকেই আমি কখনো দেখি নাই। কারু স্নেহ ভোগ কখনও আমার অদৃষ্টে ঘটনা হয় নাই।

পদ্মি। বৎস! আমি আর অপেক্ষা কর্ত্তে পারি না।

হামি। আপনি কোথায় যাবেন?—কোথায় অবস্থান করবেন?

পদ্মি। সে সকল কথা প্রকাশের যোগ্য নয়। তোমার চিত্তের নিতান্ত ব্যাকুল ভাব দেখে আশ্বাস প্রদানের জন্যে আমি এসেছিলাম। তুমি চিন্তা ত্যাগ কর। (অন্তর্ধান)

হামি। এ স্বপ্ন না কি? আরত কিছুই নাই।

পদ্মি। (দূরে অদৃশ্য ভাবে) বৎস! স্বপ্ন নয়।

হামি। সত্যই কাল্ চিতোর উদ্ধার হবে?

পদ্মি। (দূরে) হবে—

হামি। কি আশ্চর্য্য! দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের ভ্রম ছুট্‌বের সময় তার শরীরে যে ভাব হয়, আমার এখন সেই ভাব উপস্থিত হলো,—কর্ণকুহরে যেন বাঁশি বেজে থাম্‌লো,——সকল শরীরে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মের সঞ্চার হচ্চে। (পরিক্রম করিতে করিতে) কি আশ্চর্য্য ঘটনা! পরলোক-গত প্রাণির সঙ্গেও সাক্ষাৎ হতে পারে? যাই হোক্ অভীষ্ট সিদ্ধ হলে জান্‌লেম সকলি সত্য;—নচেৎ এ ঘটনা স্বপ্ন ভিন্ন আর কি? যাই,—সন্ধ্যাবন্দনার সময় উপস্থিত।

যবনিকা পতন।

পঞ্চমাঙ্ক।
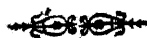
চিতোর তোরণের বহির্ভাগ।

(সসৈন্য মহাকোলাহলে হামিরের

চিতোর আক্রমণ।)

সেনা। জয় হিন্দু সুরজ হামির মহারাজ।

হামি। কাকাজী! তোরণের কপাটে আঘাত করবে না প্রাচীরে উঠবে।

কুঞ্জ। মহারাজ প্রাচীরে ওঠাই উচিত।

হামি। ভালো তবে তাই হক্,—সুরতান! আর বিলম্ব কেন?

(প্রাচীরে সোপান সংলগ্ন করণ)

(প্রাচীর উপরে সেনাগণ সহ বীলনদেবের প্রবেশ)

জাল। মহারাজ! চিতোর নির্ব্বিঘ্নে হস্তগত হবে না,—ঐ দেখুন।

হামি। আমিও নির্ব্বিঘ্নে হস্তগত কর্‌তে চাইনে।

বীল। (প্রাচীরের উপরিভাগ হইতে) তোমরা কে? চিতোরের প্রতি তোমাদের বৈরভাবের কারণ কি?

সুর। আমরা চিতোরের পরমাত্মীয়,শত্রু নয়;—দস্যুর হাত থেকে চিতোরকে উদ্ধার কর্‌তে এসেছি, এক্ষণে তুমি কিরূপ ব্যবহার করবে তা জানতে চাই।

বীল। ক্ষত্রিয়ের যেরূপ ব্যবহার করা উচিত,তাই কর্‌বো। হাম্বির! তুমি দুরাশার বশীভূত হয়েছো; তুমি লীলার স্বামী, অতএব তোমার মঙ্গলার্থে বলছি তুমি কেলবারায় ফিরে যাও।

হামি। এক অস্ত্রাঘাতে যার মাথা ধরাতলগত হয়, এমন ক্ষীণজীবী ব্যক্তির বাক্যের উপরে আমার মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করছে না।—মঙ্গলামঙ্গল দৈবের অধীন।

বীল। তবেই বুঝেছি, তোমার পিতৃপুরুষেরা তোমাকে আহ্বান করেছেন, নচেৎ হিতবাক্যে কেন অরুচি হবে? তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছো,

তোমার পিতৃপুরুষেরা ঐ স্থানে শয়ন করেছেন,—তুমিও তবে ঐ স্থানে আপন স্থান মনোনীত কর।

হামি। আমার পিতৃপুরুষেরা যে স্থানে বিরাজমান আছেন, সে স্থান তোমার লক্ষ্য হবে না।

কৃষ্ণ। বীলন দেব! তোমার অপরাহ্ন কাল উপস্থিত, সুতরাং নিজের প্রাণের প্রতি যদিও আর মমতা না থাকে, যুদ্ধে উভয় পক্ষে যারা নিহত হবে, একবার তাদের কথা চিন্তা কর,—তাদের বধ জন্য পাপভাগী তোমাকেই হতে হবে;—তুমি বিরোধি না হলে কারুই প্রাণ বিনষ্ট হয় না।

বীল। (সহাস্যে) তোমরা কেলবারায় ফিরে গেলেও কারু প্রাণ নষ্ট হয় না।

হামি। কাকাজী! সুরতান! আর সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নাই। প্রাকার,—প্রাকার,—প্রাকারে উঠ।

সেনা। জয় হিন্দুসূরজ হামির মহারাজ! হর, হর, হর।

(হামিরের পক্ষীয় সেনাগণের প্রাকারোপরি আরোহণ)

(উপরিভাগ হইতে বীলনের সেনাগণের অস্ত্র ও প্রস্তর বর্ষণ)

(হামিরের সেনাগণের হটিয়া আইসা।

সুর। হে ভ্রাতৃবর্গ! লজ্জা অপেক্ষা মরণ ভালো, পুনর্ব্বার চেষ্টা কর।

(পুনর্ব্বার চেষ্টা। পুনর্ব্বার হটিয়া আইসা)

জল। মহারাজ! কপাট ভাংতে আদেশ করুন;—প্রাচীরে উঠতে অনেক কষ্ট নিতে হবে।

হামি। তাই হোক।

(কপাটে আঘাত, উপরিভাগ হইতে সেনাগণের অস্ত্র শস্ত্রাদি বর্ষণ)

(কিয়ৎকাল পরে অভ্যন্তর হইতে কপাট উন্মোচন ও লীলার প্রবেশ)

লীলা। মহারাজ! আপনি কোথায়? আর কষ্ট পেতে হবে না, প্রবেশ করুন্।

(হামির পক্ষীয় সেনাগণের জয়ধ্বনি সহ নগরে প্রবেশ)

বীল। সর্ব্বনাশ হলো, মালদেবের কন্যা নয় কাল, যাবৎ প্রাণ, তাবৎ চেষ্টা, অর্দ্ধেক সেনা আমার সঙ্গে নিচে এসো।

(নিম্নে অবরোহণ করিয়া)

(লীলার প্রতি অস্ত্রহস্তে) রাক্ষসি! আগে তোকে সংহার করি, পরে যা হয় হবে।

(লীলাকে অস্ত্র প্রহারের উদ্যম, উদয় ভট্ট অস্ত্রের দ্বারা প্রহার রক্ষা)

(উদয়কে দেখিয়া)

তুই কে? তুই না ভিখারি ভাট;—তোকে মারায় পৌরুষ কি?

লীলা। ঠাকুরদাদা! আমাকে বিনাশ কর্‌তে ইচ্ছে হয় কর, তায় দুঃখ নাই, আমার মনোরথ সিদ্ধ হয়েছে;—মহারাজ হামিরের চিতোর অধিকার করা হয়েছে।

বীল। হামির! তোমার এই বীরত্ব! স্ত্রীলোকের সহায়তায় নির্ভর।

হামি। বিলন্‌দেব! আর না, তুমিই প্রধান কণ্টক;—নির্ব্বাণ উন্মুখ প্রদীপের ন্যায় তোমার অতিশয় স্ফূর্ত্তি দেখা যাচ্ছে;—আমার বীরত্ব কিরূপ দেখ।

বীল। সেই ভালো, পরম শত্রু লীলা প্রাণে না মরে বিধবা হয়ে থাক।

(সেনাগণের ইতস্ততঃ যুদ্ধ বীলনদেব ও হামিরের পরস্পর সংগ্রাম)

(বীলন্‌দেব আহত হইয়া ভূমিতে পতন)

(হামির বক্ষোপরি উপবিষ্ট হইয়া)

এখন কি কর্ত্তব্য? হয় আমার না হয়, যমের আনুগত্য স্বীকার কর।

লীলা। (সম্মুখীন্ হইয়া) মহারাজ! ইনি আমার পিতার পিতৃব্য, বাল্যাবধি আমাদের প্রতি বিশেষ স্নেহ;—কৃপা করে এঁর প্রাণদান করুন

হামি। অহেতু প্রাণী হত্যা কর্‌তে আমার ইচ্ছা নাই। বীলন্‌দেব! আমি চিতোর অধিকার করেছি;—আর কিছুতেই তার অন্যথা হবে না। অতএব অহেতু তুমি কেন প্রাণ ত্যাগ কর। শপথ সহকারে আমার

আনুগত্য স্বীকার করলেই আমি তোমাকে অব্যাহতি প্রদান করতে প্রস্তুত আছি।

বীল। তোমার আনুগত্য স্বীকার করায় আমার হানি নাই ;—তুমি সূর্য্য-বংশী,—বাপ্পার সন্তান, কিন্তু মালদেব কি মনে করবে ?

লীলা। ঠাকুরদাদা! তুমিত চিতোর রক্ষা করতে প্রাণ পণে চেষ্টা করেছো; তবে তোমায় আর কি বলবেন ;—যুদ্ধের জয় পরাজয় দৈবাধীন।

বীল। লীলা! তুমিই এ সকল অনর্থের মূল। যাই হক, হামির! আমি তোমার আনুগত্য স্বীকার করলেম।

হামি। সন্ধি বিগ্রহ সকল কার্য্যেই স্বগণ সহ তুমি আমার অনুগামী হবে ?

বীল। হবো।

হামি। যে আমার শত্রু, সে তোমার শত্রু ?

বীল। যে তোমার শত্রু, সে আমার শত্রু।

হামি। এই সত্য ?

বীল। এই সত্য।

(হামিরের বীলনকে ত্যাগ, বীলনের উত্থান)

হামি। তবে আর কেন রক্তপাত হয় ?—তোমার দলবলকে যুদ্ধ হতে ক্ষান্ত কর।

বীল। হে সেনাগণ! তোমরা ক্ষান্ত হও, আর যুদ্ধের আবশ্যক নাই, চিতোর আমার সম্পত্তি নয়, তোমাদেরও সম্পত্তি নয়, উপস্থিত মতে যত দূর যত্ন করার আবশ্যক তা করা হয়েছে। মহারাজ হামিরের পক্ষে দৈব অনুকুল জেনে আমিও তাঁর পক্ষ অবলম্বন করেছি।

হামি। হে সেনাগণ! চিতোর রক্ষার জন্য তোমরা যথোচিত যত্ন করেছ, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কার সম্পত্তি রক্ষার জন্ত রুধির ব্যয় করছো ? চিতোর তোমাদের আত্মীয় মালদেবের সম্পত্তি নয়,—চিতোর যবনের সম্পত্তি। বিশ্বাস ঘাতক, বিধর্ম্মী, যবনের আনুকুল্য করে তোমরা কেন অধর্ম্মের সঞ্চয় কর ? এই চিতোর আমার পৈতৃক রাজধানী ;—পাঠানেরা যেরূপে একে অধিকার করে, তোমাদের অবিদিত নাই। যবনেরা হিন্দুর ধন, প্রাণ, ধর্ম্মের কিরূপ বৈরী, তাও তোমরা জ্ঞাত আছো। অতএব

তোমরা ভ্রম ত্যাগ কর, পাঠানের না হয়ে আমার হও,—আমার হয়ে পরম সুখে চিতোর উপভোগ কর। (কিয়ৎক্ষণ স্থগিত থাকিয়া) কি বল? তোমাদের কি মত?

কুঞ্জ। হিন্দুর জাতি, কুল, ধর্ম্ম নষ্ট করা যাদের উদ্দেশ্য তাদের আনুগত্য স্বীকার করে কেন ইহকাল পরকাল নষ্ট কর। তোমরা হিন্দুসূর্য্য মহারাজ হামিরের অনুগত হও।

১ম সেনা। একথা সত্য—যবনের পক্ষ কেন হবো? আমরা মহারাজ হামিরের অনুগত হলেম। (সেনাগণ একত্রে) জয় হিন্দুসূর্য্য হামির মহারাজকা জয়।

(সেনাগণের একে একে হামিরের)

(সমীপস্থ হইয়া নমস্কার)

হামি। কাকাজী! বাপ্পার সূর্য্য প্রতিমা শোভিত পতাকা কোথায়? এই তোরণে পুনর্ব্বার সেই পতাকা প্রসারিত হক, তোমরা দর্শন কর, আমারও ব্রত সমাপন হক;—পিতৃব্যের নিকটে আমি অঋণী হই।

(তোরণ উপরি পতাকা স্থাপন)

সেনা। জয় হিন্দু সূরজ বাপ্পাকা জয়, জয় মহারাজ হামিরকা জয়।

(প্রাচীরের বহির্ভাগে মালদেব)

(হরি সিংহের ও বনবীরের প্রবেশ)

মাল। একি! তোরণের উপরে এ পতাকা কার? এসকল সেনাই বা কোথাকার?

হরি। আর অগ্রসর হবার প্রয়োজন নাই—চিতোর গিয়েছে। শিহোলোটেরা চিতোর অধিকার করেছে।

মাল। দেখা যাক, কেবল অনুমানের পর নির্ভর করে কি পলায়ন করা উচিত? যদি হামির চিতোর অধিকার করে থাকে, তার উদ্ধারের উপায় ত করতে হবে।

হামি। এই যে স্বয়ং মালদেব উপস্থিত। সুরতান! জলন্দর! তোমরা দ্বার রক্ষা কর; বনানুমতিতে যেন এক প্রাণীও প্রবেশ না করে। (লীলার

প্রতি) দেবি! তোমার আর এখানে অবস্থান করার প্রয়োজন নাই;—তুমি অন্তঃপুরে যাও!

[লীলার প্রস্থান]

(সুরতান ও জলন্ধরের যুক্ত করবালে বাহুদেশে অবস্থান)

মাল। হরি! তুমি যা অনুমান করেছো তাই সত্য;—এসকলি হামিরের দলবল দেখছি।

বন। এই যে সব যুদ্ধের চিহ্নও দেখা যাচ্ছে। তীর পাথর পড়ে রয়েছে, প্রাচীরের কলেবরও ক্ষত বিক্ষত হয়েছে।

মাল। যখন এত নিকটবর্ত্তী হয়েছি, তখন আলাপ না করে যাওয়া ভয়ের লক্ষণ। (অগ্রসর হইয়া হামিরের প্রতি) মহারাজ! বিনা আবাহনে বিনা সংবাদে এত দলবল নিয়ে আপনার চিতোরে আসা উচিত হয় নাই;—অগ্রে অনুমতি নিয়ে আসা উচিত ছল।

সুর। এ অপেক্ষাও আর একটি অনুচিত কাজ করা হয়েছে;—আপনার বিনানুমতিতেই চিতোর অধিকার করা হয়েছে। প্রয়োজনের অনুরোধে আর অনুমতির অপেক্ষা করা হলোনা।

মাল। (ঈষৎ ব্যঙ্গভাবে) এসমস্ত বালকের খেলামাত্র। দিল্লীর সম্রাট চিতোরের অধীশ্বর,—সে চিতোর অধিকার করা সহজ ব্যাপার নয়।

হামি। আপনার সঙ্গে অধিক বাক্‌বিতণ্ডা করার প্রয়োজন নাই। চিতো-রের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ আপনি অবগত আছেন। আমার পিতৃ পুরুষেরা যার জন্যে প্রাণ পরিহার করেছেন, আমি করবালের বলে সেই চিতোর উদ্ধার করেছি। আপনার যবনের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধা,—আপনি যবনের দাসত্ব ছেড়ে যে স্বজাতির সঙ্গে প্রণয়ে কাল যাপন কর্‌বেন এরূপ বিশ্বাস হয় না। অতএব আপনার যেরূপ অভিরুচি হয় করুন্। শপথ সহ আমার আনুগত্য স্বীকার করেন, তবে এই ক্ষণেই নগরে প্রবেশ করেন, সপরিবারে পরম সুখে চিতোরে কাল যাপন করুন।

মাল। আপনি করবালের বলে চিতোর হস্তগত করেন নাই,—আর চিতোর আপনি রক্ষা কর্‌তেও পারিবেন না। সে যাই হক্ আমি আপনার আনুগত্য স্বীকার কর্‌তে পারিনা;—আমি বিশ্বাসঘাতক নই।

হরি। হাম্মির! এচুয়ীর বল তুমি রক্ষে করতে পারবে না;—এখনও পাঁচ হাজার সেনা মাদারিয়ায় প্রস্তুত।

মাল। মহারাজ! আপনি আমার স্নেহের পাত্র;—আমি আপনার হিতার্থে বলছি, আপনি বাদসার সঙ্গে সমকক্ষতা করতে কখনই পারবেন না। অতএব আপনি চিতোর পরিত্যাগ করুন, আমি এই পর্য্যন্ত অঙ্গীকার করছি, যে আপনার সজীব সেনা সামন্তের প্রতি কেউ কোন উপদ্রব করবেনা।

হাম্মি। আমার কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য আমি অবধারিত করেছি;—সে বিষয়ে আর উপদেশের আবশ্যক নাই। এক্ষণে আপনি কি করবেন তাই জাস্তে চাই।

মাল। আপনি যদি চিতোর পরিত্যাগ না করেন, তবে আমি দিল্লীতে যাই; বাদশাই সেনা এসে উপস্থিত হলে তখন আপনাকে পরিত্যাগ করতে হবে।

হাম্মি। দিল্লীতে সংবাদ দিতে যাবেন, বড় ভালো, তাই যান।

[মালদেব, বনবীর ও হরিসিংহের প্রস্থান]

এমন প্রগাঢ় যবনানুরাগ হিন্দু সন্তানের হৃদয়ে কিরূপে সঞ্চার হলো! কাকাজী! সম্প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্যের আর বাকী কি?

কুঞ্জ। কর্ত্তব্য কার্য্যের এখনও অবসান হয় নাই। অগ্রে কেল্লার অবস্থা দেখার আবশ্যক।

হাম্মি। কাকাজী! সুরতান! জলন্ধর! তোমরা আমার মনের অভিপ্রায় অবগত হও। আমাদের চির সংকল্প এখনও সুসিদ্ধ হয় নাই;—আমরা চিতোরে প্রবেশ করেছিমাত্র;—কিন্তু এখনও চিতোর অধিকার করা হয়নাই। মালদেবের মুখে সংবাদ পেলেই পাঠানসেনা এসে উপস্থিত হবে। যাবৎ পাঠানেরা পরাজিত না হয় তাবৎ চিতোর হস্তগত হওয়ার সংস্কার ভ্রমমাত্র। অতএব অনলস হয়ে যে কর্ত্তব্য হয় কর। তাবৎকাল পর্য্যন্ত যেন নিশ্চিন্ত ভাব কারু অন্তরে না স্থান পায়।

উদ। হায় হায় আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে! (সকলে চমকিত ভাবে দর্শন)

হাম্মি। কি হয়েছে জটারাজ!

উদ। আমার শার্ঙ্গী ভেঙ্গে গেছে।

হামি। এই,—তার জন্যে এত শোক কেন? শার্ঙ্গী'র অভাব কি?

উদ। মহারাজ! জগতে কোন বস্তুরই অভাব নাই;—কিন্তু যেমন যায়, তেমন আর হয় না।

কুঞ্জ। মহারাজ! চলুন আর না, কেল্লার অবস্থা দেখা যাক্ যেয়ে।

হামি। সুরতান তোরণ প্রাকার রক্ষায় বন্দোবস্ত কর।

সুর। মহারাজ সে সকলি করা হয়েছে।

[তোরণে কতিপয় প্রহরী ও উদয় ভিন্ন অন্যান্য সকলের প্রস্থান।]

উদ। (স্বগত) (ভগ্ন সার্ঙ্গী যোড় দিয়া) হা চিরসহচরী শার্ঙ্গী! তোমার বিয়োগ বেদনায় আমার অন্তর ব্যাকুল হচ্ছে। তুমিও জীর্ণ হেয়েছিলে আমিও জীর্ণ হয়েছি;—আর অল্প দিনের জন্যে কেন আমাকে পরিত্যাগ কর্‌লে? হায় হায়! হৃদয় বিদ্ধ কর, তোমার সে মধুর স্বর কোথায় গেলো? যারা বিষয় ব্যাপারে উন্মত্ত তারা তোমার মহিমা কি বুঝ্‌বে? তারা তোমাকে নির্জীব কাষ্ঠখণ্ড বলেই জানে। হে আত্মাভিমানী নর! তোমাতে আর এই নির্জীব কাষ্ঠখণ্ডে প্রভেদ কি? আমার শার্ঙ্গীর শরীর কাষ্ঠ তন্ত্র দ্বারা বিনির্ম্মিত,—তোমার শরীরও অস্থি নাড়ীতে বিরচিত। কালেতে উভয়েই জীর্ণ হয় উভয়েই ভগ্ন হয়। আমার এই শার্ঙ্গী যেমন নীরব হয়েছে, একদিন তোমাকেও এইরূপ নীরব হতে হবে। শরীর-যন্ত্র বাদ্যযন্ত্র উভয়েই তুল্য;—উভয়েই তোড় যোড়মাত্র। মানুষের আত্মার অভিমান কেবল অলীক দাম্ভিকতা।—শরীরযন্ত্র ভগ্ন হলে, আত্মা কোথায় থাকেন? কেউ দেখেছে কি? থাক, তোমার এই ভগ্ন শরীর আমি জাহ্নবী জলেই সমর্পণ করবো। যাই আমিও একবার দুর্গ দর্শন করে আসি।

[প্রস্থান।]

১ প্রহ। তবে আর কি? এখন যেমন হুকুম তাই কর;—তোরণের কপাট বন্ধ করে দেও। (তোরণের কপাট অবরোধ)

যবনিকা পতন।

ষষ্ঠাঙ্ক।

মিবারের পূর্ব্বস্থ পিপ্লোলি পর্ব্বতোপরি—মোবারিকের শিবির।

(সম্রাট্ মোবারিক্, খশরু খাঁ, অন্যান্য আমির এবং মালদেব আসীন।)

১ম আমি। (উঠিয়া যোড় হস্তে) জাঁহাপনা! আমার এক আরজ আছে।

মোবা। কি আরজ?

১ম আমি। এখান থেকে তাঁবু তুল্‌তে হুকুম হয়।

মোবা। আমি জানি না, খশরুকে বল।

খশরু। হুজুর! এজাগা বহুত আচ্ছা, আমি অনেক দরিয়াপ্ত করে এখানে তাঁবু ফেলেছি, এর চারিদিকেই পাহাড়,—কেল্লা বল্‌লেই হয়।

২য় আমি। খশরু! লড়াই বড় হুসিয়ারের কাম—এখানে লড়াই করবের জাগা কই? পাহাড়ের বিচ বিচ একটু একটু শুঁড়ি পথ, এখানে দোষমোন ঢুকলে আর জান বাঁচাতে হবে না।

মোবা। আঁ, কি বলে,—তবে নাহক তাঁবু মেরে নেও, যখন তাঁবু ফেলে তখন আমার মগজে সরাপের গরমি ছিল; আমি জাগা ভালো করে দেখি নাই। কি বল খশরু!

খশ। জাঁহাপনা! পাঁচ জনের বাত শুনলে আখেরে পস্তাতে হয়।

মোবা। আমি কারু বাত শুনি না,—কারু বাত শুনবো না।

২য় আ। খশরু! তুমি কেচ্ছা বল্‌তে, সার্ক্ষীবাজাতে, বাই তালিম কর্‌তে বেশ জানো, লড়াইয়ের কামের কিছুই জানো না। যেকাম যার মালুম নাই সেকামে তার সলা দেওয়া বড় গোনাগার হতে হয়।

১ম আমি। হুজুর দিল্লীকে যা ইচ্ছা হয় তাই করবেন, পরদেশে লড়াই কর্‌তে এসেছেন এখানে হুঁসিয়ার হওয়া চাই।

খশ। কিসের হুঁসিয়ার? হামিরের মেলালা নাই,—দৌলত নাই,—তাকে

আবার ভয় কি? (মালদেবের প্রতি,) রাজা সাহেব হামিরের কত রেসালা হবে?

মাল। বোধ হয় পাঁচ হাজারের অধিক হবে না, কিন্তু তারা সকলেই হামিরের স্বগণ,—রাজপুত, লড়াই ছেড়ে পালাবার নয়;—প্রাণপণে লড়াই করবে।

খশ। জাহাঁপনা! এইত মালুম হলো তার পাঁচ হাজার রেসালা,—বাদসাই ফৌজ এখানে ত্রিশ হাজার মৌজুদ,—তবু এদের পরওয়া ঘোচে না।

৩য় আমি। হুজুর! আপনি এখনও সলা করে কাম করুন।

মোব। কি সলা করবো?

৩য় আমি। এখান থেকে তাঁবু তুলুন।

মোবা। সে হবে না, আমি পাঁচ জনের বাত শুনি না।

১ম আমি। জাঁহাপনা তবে তাঁবু এইখানেই থাক,—হুকুম হয়ত কাল ফজরে আমরা যেয়ে চিতোরে চড়াও হই। আর দেরি করবের দরকার নাই।

মোবা। কিবল খশরু!

খোশ। হুজুর এ ওকি কথা? এইসব রেসালা দিল্লী থেকে এসে সবে আজ দুদিন এখানে উতরেছে,—এরা দম না নিলে লড়বে কেমন করে।

মোবা। ঠিক কথা বলেছো—তবে কবে লড়বে?

খশ। আর চারি পাঁচ দিন যাক।

মোবা। আচ্ছা বাত,—তাই হবে।

১ম আমি। হুজুর কাম আচ্ছা হচ্ছে না। দোষমন কি নিদ যাচ্ছে?—সে সব খবর নিচ্ছে,—আমরা চিতোরে চড়াও হলেম না, কোন সময়ে দোষমন এসে এখানে চড়াও হবে। তার হলো দেশ ঘর, বেগাফিলিতে এসে পৌঁছালে বড়ই বুরাই করবে।

খশ। আমি তাজ্জব হচ্ছি কি মরদে আদমির কলিজায় এতনা ডর। মৌত এক দিন হবেইত—কমদেল আদমি যে কাম করে তাতেই তার মৌত মালুম হয়, আর যে মরদে আদমি সে মৌতের বেলাও মৌত মালুম করে না।

১ম আমি। খশরু খাঁ! তুমি আগে হিন্দু ছিলে, দিল্লীতে হালুয়া বেচে খেতে,

এখন জাঁহাপনার মেহের বানগীতে তুমি মেয়ে আমির হয়েছো। নসিবের জোরে এখন সব কথা বলতে পারো।

খশ। নসিব কি ? যে আচ্ছা আদমি হয়, খোদা তার আচ্ছা করেন।

মোবা। খশরু ! ওসব বাত ছেড়ে দেও সরাব আনতে বল।

খশরু। কোই হায়! পেয়ালা ভরকে লাও।

[ভৃত্যের প্রস্থান]

মোবা। রাজাসাহেব !—তোমার জাতে বাই হয় না ?

মাল। হুজুর হিন্দুর ! ঘরের স্ত্রীলোক বাই হয় না। যে সব স্ত্রীলোক প্রকাশ্য নাচগানের পেশা করে, তারা হিন্দুর সমাজে মিশতে পায় না। তাদের জাত যায়।

মোবা। হিন্দুর জাত এক আজব চিজ।

খশরু। জাহাপনা! ঠিক বলেছেন।

মোবা। খশরু! লড়াইত আর আজ কাল হচ্ছে না ;—চল এখন আরাম করা যাক।

[মোবারিক ও খশরুর প্রস্থান]

১ম আমি। আমার মালুম হচ্ছে, এ লড়াইতে বড়ই মুসিবত হবে। একাফের খশরু বাদশাই বরবাদ করবে।

২য় আমি। আমার মতলব যে দিল্লী ফিরে যাই ;—কাফের বাদসাকে নিয়ে লড়াই ফতে করুক।

৩য় আমি। কি আপশোষ! বাদসার ঘরে কি এমন বেয়াকুব পয়দা হয়— ভর মজলিসে সরাব খায়,—তোবা ! তোবা ! তোবা !

২য় আমি। (প্রথম আমিরের প্রতি) চিতোর দখলের লড়াইতে আপনি ছিলেনত,—রাজপুতেরা ছিফাই কেমন ?

১ম আমি। হো হো সে কথা আর কি বেয়ান করবো। রাজপুত কথলে মালুম হয়, বেয়ছে দানা। বড় বড় মুছিবত বড় বড় তকলিপে চিতোর হাত লেগেছিল। ফৌজ আধিক ছিল বলেই লড়াই ফতে হয়েছিল, বাদশাই ফৌজের আধা ফৌজ রাজপুতের থাকলে লড়াই ফতে হতো না।

২য় আমি। তখন রাজপুতের রাজা কে ছিল ?

১ম আমি। কিনাম ইয়াদ হচ্ছে না।

মাল। ভীমসিংহ?

১ম আমি। হাঁ হাঁ হাঁ ভেম ছেঁ। কি বাহাদুর আদমি,—কি ছুরত! ইয়া ছাতি—ইয়া নাক,—ইয়া মোচা আখেরি লড়াইর রোজ খোদ রাজা ভেমছে আন্দাজ হাজার বেরাদারি নিয়ে কেওয়াড় খুলে লড়াইতে ওতরায়;—তখন বাদশাই ফৌজ দশ হাজার মৌজুদ। সে রোজের লড়ায়ের কথা আর জবানে কি বেয়ান করবো। হাজার জোয়ান জুশ তেজ আগ,—আধা চাঁদ এচা ছুরক তেলক,—দোনো হাত মে দোনেঙ্গা তলোয়ার, হর হর হর এই হাম্‌লা করকে সব গিরে তব কিছিকি কলিজায় জান ছিল না। মালুম হলো কি এক মোছলমান বাচ্চা বুঝি দিল্লীতে লৌটে যাবে না। জমিন থর থর হিল্‌তে লাগ্‌লো,—বাদশাই ফৌজ সব ডর খেয়ে গেল। বাদশা আলাউদ্দিন বড় হুঁসিয়ার আদমি।—বহুত ফিকির বহুত হিম্মতের জোরে ফৌজ কব্‌জাকর লিয়া। মালুম করকি দশ হাজার আর এক হাজার রোজপুতেরা আর কি করবে? যাহাতক দম উহাঁতক লড়ে বস,—এক, দো, সব কি সব গির পড়া।

২য় আমি। বাদশাই ফৌজ কেত্‌না মরা?——

১মআমি। আন্দাজ চারি হাজার।

২ আ। কেয়া বাহাদুর!—রোজপুত বহুত আচ্ছা সিপাহী! আখের ক্যা হুয়া?

১ আ। তামাম রোজপুত মারা পড়লে আমরা সহরকে অন্দর যাকর,সহর দেখে অচ্ছানক মালুম হলো। রাস্তা, গলি, কুঁচেমে, সব আওরত বুড়া বাচ্ছা কতল কিয়ে পড়াথা। কারু জান নিকল গিয়া, কিসিকা জান নিকল নে মেই হায়।—আচরাক যরনেকে যেত্‌না আওরত সব এক কাট্টা হয়ে এক গাড়োকে ভিতর জল মরা;—ধোঁয়ায় আসমন ভরপুর, আর বদর্বু; সহরের হাল দেখে আর কারু বাত নিকলে না।

২আমি। ওঃহো কেয়া খারাবী। যে আওরত নিয়ে লড়াই হলো সোকি জলা?

১ম আমি। বেলকুল;—সারা সহরে এক জেন্দা আদমি দেখনে না পায়া।

২ আমি। যে রাজপুতের সঙ্গে আমাদের লড়াই হবে, এ মালুম হয়, সে রাজার এগানা নয়।

মাল। তারি এগানা।

১ম আমি। তারত কেউ ছিল না।

মাল। তার এক পৌত্র ছিল, এ সেই পৌত্র।

১ম আমি। পৌত্র কি?

মাল। যাকে তোমরা পোতা বল।

১ম আমি। এ সেপাহী কেমন?

মাল। এ বড় সেপাহী।

১ম আমি। আর আমাদের হুজুরও বড় সেপাহি; কভি কভি নেসার জোরে খাড়া হোনে নেই সিখতা। আমার রায় এই হচ্ছে কি চল আমরা দিল্লীতে লৌটে যাই, লড়াইতে জান যায়, তায় আপশোষ নাই,—লেকেন বদনাম বড়া বুরা বাত। দিল্লীতে বেরাদর লোগ সব হাসবে।

৩য় আমি। এখন দিল্লীতে লৌটে গেলে লোগ সব বলবে কি ডর খেয়ে পেলিয়ে এসেছে। আর খোদার গজব কে কেয়াস করতে পারে? যদি কাফের খশরু লড়াই ফতে করে যায়, তবে দিল্লীতে যেয়ে আগে আমাদের ফাঁসিতে চড়াবে। তার চেয়ে লড়াইতে মৌত হয়, সে ভালো। কাফের মেরে লড়াইতে মলে কেয়ামতে ভালাই আছে।

১ম আমি। তবে তাই হক্। আমি ডর খেয়ে যেতে চাই না;—মৌতছে, বদনামিকে বড় পরওয়া।

২য় আমি। লৌটে যাওয়া হবে না, লড়াইতে মৌত হয়, বদনামি হয়, ফতে হয় যা হয় হবে।

১ম আমি। চল নমাজের ওক্ত হলো।

[মালদেব ভিন্ন অন্য সকলের প্রস্থান]

মাল। (স্বগত) লক্ষ্মীর কি আশ্চর্য্য লীলা! এমন পাষণ্ডকেও বাদশাই পদ প্রদান করেন। এযুদ্ধে নিশ্চিতই হাম্মিরের জয়। আলের কথাই সত্য হলো,—মিবারে মোছলমান আধিপত্য আর রক্ষা হয় না। মোবারিক পরাজিত হয়ে প্রস্থান করেই হাম্মিরের চিতোর অধিকার

সিদ্ধ হয়;—তা হলেই আমি প্রকাশ্যরূপে হামিরের সঙ্গে মিশতে পারি। এ যবন সংসর্গ ঘুচলে আমি রক্ষা পাই, এদের কথায় কাজে কিছুই ঠিক নাই,—কিছুতেই আশঙ্কা ঘোচে না। দেখি কি হয়, যাই এখন সন্ধ্যাবন্দনা করা যাক্ যেয়ে।

[প্রস্থান]

যবনিকা পতন।

সপ্তমাঙ্ক।

(চিতোর তোরণের বহির্ভাগে)

(জালের প্রবেশ)

জাল। এত জানা কথা,—এযুদ্ধে যে মোবারিকের পরাজয় আর হামিরের জয় লাভ হবে, তা আমি পূর্ব্বেই জানি। বাদশাহের ধনবল জনবল প্রচুর;—তাতে কি হবে?—স্বয়ং বাদশা যে কিছুই নয়। ধন জন কার পক্ষে বল? যে ধন জন ব্যবহার করতে জানে। যার বুদ্ধিবল নাই সে দুর্ব্বলের কিছুতেই বল হয় না। বুদ্ধি কি আশ্চর্য্য বস্তু, যার মার্জ্জিত বুদ্ধি আছে, তার কি না আছে? রাজা মুকুট মাথায় দিয়ে সধসেজে সিংহাসনে বসে থাকেন মাত্র, কিন্তু যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি রাজ্য চালায় স্বরূপতঃ রাজ্য তারি। জগতের যত কিছু সম্পত্তি সকলি বুদ্ধির আয়ত্ত। আমি শুনেছি বাদশা অত্যন্ত পানাসক্ত, রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তির সঙ্গে সদ্ভাব নাই; অতি নীচ প্রকৃতির লোকের সঙ্গেই সংসর্গ। লক্ষ্মী যে এরূপ পুরুষকে আশ্রয় করেন, সে কেবল তাকে বিনাশ করবের জন্যে। এক পক্ষে এইরূপ প্রকৃতির বাদশা মোবারিক, আর পক্ষে নানা গুণধারী হামির এই উভয় পুরুষের মধ্যবর্ত্তিনী হয়ে জয়শ্রী যে কাকে বরণ করবেন, ভাবতে অধিক বিলম্ব হয় নাই, দূতের মুখে,শুনলেম পাঠানেরা প্রথম আক্-

মধ্যেই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়;—মোবারিক অগৌনেই ধরা পড়ে; বাদশাকে উদ্ধার করবের জন্যে প্রধান প্রধান আমিরেরা অনেক চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। এ সকল দূতের মুখে শুন্লেম, মহারাজের পত্রে এ সকল কিছুই নাই।—কেবল অতি সংক্ষেপে জয়লাভের সংবাদ মাত্র। "জাল! জগদীশ্বরের কৃপায় যুদ্ধে জয়লাভ হয়েছে, সর্ব্বত্রে গ্রামগুলীর মধ্যে এই শুভ সংবাদের ঘোষণা দিবে;—আমরা আগামী কল্য চিতোরে উপস্থিত হইব। সময়োচিত সমুদয় আয়োজন করিবে।" পত্রের মর্ম্ম এই মাত্র। পত্র কাল পেয়েছি, আজ মহারাজের আসবের কথা। আমার কর্ত্তব্য কার্য্য সমূদয়ই অনুষ্ঠান করা হয়েছে। সভা-মণ্ডপ সাজান হয়েছে;—নগরের দ্বারও সুসজ্জিত হয়েছে।

(এক জন ওমেদার ও তাহার ভৃত্যের প্রবেশ)

(ওমেদার জালকে নমস্কার করিয়া অবস্থান)

জাল। কি হে খবর কি?

ওমে। আজ্ঞে জয় সংবাদ ঘোষণা করতে আজ্ঞে করেছিলেন, সেই আজ্ঞে পালন করে এলেম আজ্ঞে।

জাল। তুমি কোন্ দিকে সংবাদ দিয়ে এলে।

ওমে। আজ্ঞে আমি কেলবারায় গিয়েছিলেম আজ্ঞে।

জাল। প্রজারা সংবাদ পেয়ে কিরূপ ব্যব্যহার কল্লে।

ওমে। আজ্ঞে তাদের আহ্লাদ বোধ হয় পৃথিবীতে ধরে না।

জাল। বেশ।

ওমে। (করযোড়ে) আজ্ঞে এ গোলামের কথা স্মরণ থাকে, একটু বিষয় কর্ম্ম না দিলে গোলাম সপরিবারে মারা যায়।

জাল। আচ্ছা হাজির থাকো, উপস্থিত মতে তোমার বিষয় বিবেচনা করা যাবে।

ওমে। যে আজ্ঞে।

জাল। তুমি আর কোথাও বিষয় কর্ম্ম করেছিলে?

ওমে। আজ্ঞে করেছিলেম আজ্ঞে।

জাল। কোথায় করেছিলে?

ওমে। আজ্ঞে প্রথমে গাঁয়ের জমিদারের কাচারিতে শিক্ষা নবিসি করি, তার পরে এক মহাজনের গদিতে মুহুরিগিরি করি দশ বৎসর;—আজ্ঞে তার পরে বিনকুড় রায়ের জমিদারিতে নেয়াবতি করি পঁচিশ বৎসর আজ্ঞে, তার পরে এক ওসোয়ালের কুটিতে ছিলেম আট বৎসর আজ্ঞে।

জাল। তার পর বেকার আছো আজ কত দিন?

ওমে। আজ্ঞে বেকার আছি আজ বার বৎসর, হুজুর আর অধিক কি জানাবো, যথাসর্ব্বস্ব বেচে খেয়েছি।———(রোদন ভঙ্গি)

জাল। তুমি পরিশ্রম করতে পারত? তোমার বয়স কত হয়েছে?

ওমে। আজ্ঞে পরিশ্রম করতে বেশ পারি, বয়স পঁয়ত্রিশের অধিক নয়।

জাল। সেকি? এই যে বল্‌লে এক জাগায় দশ বৎসর,—আর এক জাগায় আট বৎসর;—আর এক জাগায় পঁচিশ বৎসর চাকরি করেছো;—আরও বেকার আছো বার বৎসর।

ওমে। আজ্ঞে, তা আছি।

জাল। তবে বয়স পঁয়ত্রিশ বৎসর হলো কেমন করে?

ওমে। আজ্ঞে,—আজ্ঞে—ওটা কেমন হিশাবের ভুল হয়েছে। আজ্ঞে আমি পরিশ্রম বেশ করতে পারি। এ গোলামকে যে কাজে দেবেন, তাই করতে পারবে।

জাল। তুমি কি কি কাজ জানো।

ওমে। আজ্ঞে জমি কালি দেওয়াল কালি, ইট কালি, নৌকা কালি, পুষ্করণী কালি, এসব জানি; রোকড় লিখতে পারি,—যা আজ্ঞে করবেন, আজ্ঞে তাই পারি।

জাল। ভালো, মহারাজের আসবের সময় নিকটবর্ত্তী হয়েছে;—তুমি এই খানে হাজির থাক, কোন প্রয়োজন উপস্থিত হলে, তোমাকে আহ্বান কর্‌তে হবে। আগে তোমার পরীক্ষা দেখা যাক।

ওমে। যে আজ্ঞে! আজ্ঞে কল্লে আমি দিন রাত্তির হাজির থাক্‌তে পারি।

জাল। আচ্ছা, তুমি এইখানে হাজির থাক, আমি একবার সভামণ্ডপ দেখে আসি।

ওমে। যে আজ্ঞে।

[জালের প্রস্থান]

ভৃত্য। ও মোশায়! তুমি ও কেমন কথা কইলে?

ওমে। কিরে ব্যাটা কি কথা?

ভৃত্য। মোশায় আমিত তোমার পত্তিবাসি; সব খবর জানি, তুমিত মোটে গাঁর পাটোয়ারি গিরি কর্‌লে বছর দুই;—আর কবে কোথায় চাকরী কর্‌লে?

ওমে। দূর ব্যাটা তুই বুঝিস কি?—চাকরীর কথা বেশী করে বল্‌তে হয়।

ভৃত্য। মোশায় গো আমি জান্তাম ভদ্দর লোকে মিছে কথা কয় না। তুমিত মোশায় গল গল করে মিছে কথা কইতে নাগলে, আমার যেন বুকটার ভিতরে কেমন কর্‌তে নাগলো। আর একটা শুদুই মোশাই! বলি সব কথায় অত এজ্ঞে এজ্ঞে আর হাত যোড় কর কেন মোশাই?

ওমে। ব্যাটা তুই কেবল চাসা, একটু খোশামোদ না কর্‌লে দয়া কর্‌বে কেন?

ভৃত্য। তাইত মোশাই সক্তরে ভক্ত;—মোদের সঙ্গে কথা কইতে হলে চাসা,—ব্যাটা, পাজী এই সব বুলি, আর ওদের কাছে হাত যোড় আর এজ্ঞে এজ্ঞে। ও ব্যাটা মানুষ, মুইও মানুষ, ওর কাছে হাত যুড়বো কেন? ওকি মোর কপাল ওলটাতে পার্‌বে। আচ্ছা মোশাই চাকরি হলে তোমাকে মেইনে দেবে কত?

ওমে। মেইনেতে কি হবেরে, মেইনে পাঁচ সাত টাকা দেবে।

ভৃত্য। এই মেইনে! এরি জন্যে এজ্ঞে এজ্ঞে, তুমি মোর সঙ্গে চল, খেতে খাটবে আমি তোমাকে সাত টাকা মেইনে দেব, সাত টাকা মোরা নাঙলের দুই ঠেলায় কামাই।

ওমে। মাইনের কি হয়রে ব্যাটা, মাইনের কি পেট ভরে?

ভৃত্য। তবে কিশে প্যাট ভরে মোশাই?

ওমে। আরে উপরি পাওনা আছে।

ভৃত্য। উপরি পাওনা কি মোশাই?

ওমে। উপরি কি জানিস না,—মনে কর এক গাঁয়ে পাটোয়ারি হয়ে গ্যালায়, দশ হাজার টাকা আদায় কর্‌লেম, পাঁচ হাজার টাকা রাজ সরকারে দিলেম,—পাঁচ হাজার টাকা আপনি নিলেম।

ভৃত্য। মোশাই সে কি? একেত ডাকাতি বলে;—ভদ্দর লোকে কি এমন কাজ করে।

ওমে। দূর ব্যাটা! ভদ্দর লোক ছাড়া কি ছোট লোকের উপরি রোজগার হয়।

ভৃত্য। মোশাই! তা আমি জান্‌তাম না, তোমাদের কলম নয়, সিঁদকাটী। কলমের খোঁচা মেরে লোকের সর্ব্বনাশ কর। বড় বড় চাক্‌রেয় যে বড় বড় পেট, এই চুরির ধন খেয়ে, ছি, ছি, ছি।

ওমে। তুই ব্যাটা বড় বোকা—চাকরিত কখন করিস্‌নি।

ভৃত্য। না মোশাই, কখন করিনি, আর কখনও করবোও না। দেশে হাল যুতে খাবো, সেও মোর ভালো। আচ্ছা মোশাই! তোমাদের চাকর নফরেরা যদি এক আদ পয়শা চুরি করেত, তাদের মার পীট কর কেন?

ওমে। তা করবো না;—সে যে চুরি।

ভৃত্য। ওকি মোশাই! তারাওত চাকরী করে;—তাদের বেলা চুরি, আর তোমাদের বেলা উপরি। না মোশাই বোঝলাম ভদ্দর লোকের ধর্ম্ম কর্ম্ম নেই।

ওমে। ধর্ম্ম কর্ম্ম ব্যাটা কেবল তোরি আছে। বুঝেছিস্ মা দুর্গার ইচ্ছেয় যদি রাজ সরকারে একটু কিছু হয়ত, আগে খিড়কীর পুকুরট কাটাবো আর একবার গাঁয়ের শালাদের ঘাড়টা ভাংবো।

ভৃত্য। ওইত মোশাই! চাকরী না হতেই লোকের ঘাড় ভাংতে লাগলে, হলে না জানি, কি করবে। (নহবত বাদ্য শুনিয়া) আহা! বড় মিষ্টি বাজনা,—মোর মোনটা উদাস হয়ে উঠলো—দেশ মনে পড়ে গ্যালো মোশাই আমি দেশে চল্লাম।

ওমে। আরে সে কিরে?—তুই যে আমার কাছে চাকরি করবি বলে এসেছিলি।

ভৃত্য। না মোশাই! আমি থাকবো না। মাগীর সঙ্গে ঝগড়া করে গোষায় ভরে এসেছেলাম, এখন মনডা কেমন কচ্ছে। দেশে সাগ ভাত খাই, সেও মোর ভালো। মোশাই! পেন্নাম, আমি চল্লাম। [প্রস্থান]

ওমে। এ ব্যাটা আছোলা চাশা, এর কর্ম্ম কি বিদেশে থাকা। এখন আবার একটা চাকর কোথায় পাই; দেখি যদি চাকরি হয়ত চাকরও মিল্‌বে।

(জনৈক ভৃত্য ও উড়ে মালির প্রবেশ)

ভৃত্য। হাঁরে মালি! যা যা; জলদি জলদি, কলাগাছ পুতে ফেল। দেখছিসনে ব্যালা মাথার উপর উঠলো।

মালি। কঁড়ো কঁওটি?—আগু ধুঁয়া পতড় খাই।

ভৃত্য। উড়ে এক জন্তু, আগে কাজ কর, ধোঁয়াপতড় তার পর খাস।

মালি। খাটি খাটি মোর দেহ পড়ি গ্যালা,—যে কাম পড়িবি মু জিব, তোরা টঙ্কা খাস না;—একেড়া কি মু টঙ্কা খাই।

ভৃত্য। উড়ে ম্যাড়া কি-না—কান মলে না দিলে আর কাজ হয় না।

মালি। সেকি? মাড়িবি নাকি? কাণো মড়িবি? (উপবিষ্ট হইয়া ধূমপান)

ভৃত্য। হারে মালি! তোদের দেশের একটা গান কর দেখি।

মালি। মোদেশের গীত তু কিমতি বুজিবি।

ভৃত্য। তুই গা দেখি, বুঝতে পার্‌বো এখন।

মালি। (উঠিয়া করতালি প্রদানে) আড়ে আড়ে আড়ে হা।

বিড়াজে পুড়িতে জগড়নাথ।
বাজাড়ে বিকিছে পকাড় ভাত॥
থেইতা থেইতা হো হো।

ভৃত্য। যেমন ব্যাটার দেশ, তেমনি গীত আর কি,—কেবল কড় মড়। তুই যাবিনি, তবে আমি যাই, আমার কাজ সারি যেয়ে।

মালি। চড় আমিও যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।]

(প্রাকার উপরি লীলা, বীরণ ও অন্যান্য

স্ত্রীমণ্ডলীর প্রবেশ।)

ওমে। (ঊর্দ্ধদৃষ্টে লীলা প্রভৃতিকে নিরীক্ষণ করিয়া) এরা কারা? আহা! যেন স্বর্গের বিদ্যাধরী! না বাবা! ওদিকে চাবো না;—রাজা রাজড়ার ঘর,—আবার কি হতে কি হবে—গরিবের ছেলে, বিদেশে প্রাণটা হারাবো।

ীর। ঠাকুরকন্যে! তোমার বেশ ভূষা অতি সামান্য রকম হয়েছে;—আজকের দিনের উপযুক্ত হয় নি, আরো কিছু অলঙ্কার পর্‌লে ভালো হতো।

ীলা। কেন বীরণ! আর বাকি কি? পায়ে বেড়ী পরেছি, হাতে হাত কড়ী;—গলায় জিঞ্জির,—জেলখানার কয়েদির চেয়ে অধিক হয়েছে;—কয়েদির নাক কাণ ফোঁড়ে না, আমার তাও বাকি নাই;—তবু তোমার মন উঠে না।

ওমে। (আড় চক্ষে দেখিতে দেখিতে) আহা! এদের পায়ের অলঙ্কারের ঝঙ্কারে মন কেড়ে নিচ্ছে। পূর্ব্ব জন্মের তপস্যার বিশেষ বল না থাক্‌লে আর লোকে রাজা হয় না। উত্তম উত্তম উপাদেয় আহার আর এই সব সুন্দরী নারী সম্ভোগ, এ কি যার তার অদৃষ্টে ঘটে। আমাদের যেমন কপাল, তেমনি ভোগ। খাইত ছাই পাঁশ;—আর ঘরের ঠাকুরুণদের কথা আর কি বলবো;—দেখলে স্বয়ং কন্দর্প ধ্বজা গুটিয়ে পালাবার পথ পান না। ঠাকুরুণদের পোঁদের কাপড়ে এক দিকে হলুদ, এক দিকে হাড়ির কালী;—সকল গায়ে মাছধোয়া আঁসটে গন্ধ; রাম! রাম! আবার যখন মোম দিয়ে পেটে পেড়ে কপালে এক ধেবড়া সিন্দুর দিয়ে বেশ ভূষা করেন, তখন অপূর্ব্ব শ্রী হয়,—যেন মা শীতলা। আর এই সব দেখ দেখি, এদের পা পূজা কর্‌তে ইচ্ছে হয়। না বাবা! আর তাকাবো না,—কে কোন্ দিক দিয়ে দেখবে, আর ফাঁসি যাবো।

বীর। দেখেছো ঠাকুরকন্তে! উপর থেকে সহর কেমন দেখা যায়;—যেন সব বাড়ী গুলো একত্রে জড়িয়ে রয়েছে;—কোথাও যেন ফাঁক নাই।

ওমে। (দৃষ্টি করিয়া) না বাবা! এখান থেকে সট্ কাট,—এদের দিকে না চেয়েও থাকা যায় না, চাইলেও বিপদ!

[প্রস্থান]

লীলা। ক্রমে ক্রমেত বেলা হয়ে উঠলো। কই এখনও মহারাজ আসছেন না কেন,—আবার কোন গোলযোগ হলো নাকি?

(নিম্নে জালের প্রবেশ)

জাল! মহারাজের কোন সংবাদ পেয়েছো?

জাল। মহারাজ স্বয়ং আসছেন, তার আর সংবাদ কি?

লীলা। এখনও আস্‌ছেন না কেন?

জাল। আসবের সময় এখনও অতীত হয় নাই।

(কতিপয় সেনা সহ নায়কের প্রবেশ)

নায়ক। নিশান ডঙ্কা ভেরি সাম্‌নে। নিশান চওড়াও,—ডুকাতার (সেনাগণের দুই শ্রেণীতে দণ্ডায়মান হওন) দেখাও (সেনাগণ এক যোগে করবাল খুলিয়া) "জয় হিন্দু সুরজ মহারাজ হাম্বিরকা জয়।" বেশ ঠিক হয়েছে,—খবরদার গোল না হয়,—একই আওয়াজ একই হাত।

জাল। নায়ক! মহারাজ নিকটবর্ত্তী হয়েছেন বোধ হচ্ছে;—ঐ না ভেরির শব্দ শুনা যাচ্ছে,—তোমরা উত্তর দেও।

(দূরে ভেরি নিনাদ)

নায়ক। জওয়াব জওয়াব, (ভেরি ঘোষণা)

লীলা। ঐ যে মহারাজের পতাকা দেখা যাচ্ছে।

(অগ্রগামী দুই জন চরের প্রবেশ)

চর। সামাল হুঁসিয়ার;—চুপ চুপ।

(উভয় পক্ষের ভেরির ধ্বনি)

(বাদ্যভাণ্ড সহ রণবেশে ছত্রমস্তক হামিরের

পারিষদ ও সেনা সহ আগমন)

(উভয় পক্ষের সেনাগণ একযোগে করবাল তুলিয়া)

" জয় হিন্দু গুরজ মহারাজ হামিরকা জয়। "

(পারিষদগণ সহ হামিরের তোরণ সমীপে দণ্ডায়মান)

তোরণ উপরি হইতে লীলা প্রভৃতির পুষ্পবর্ষা

লাজ ইত্যাদি নিক্ষেপ ও হুলাহুলি ধ্বনি,

তূর্য্যধ্বনি ইত্যাদি।)

হামি। কাকাজী! সেনাগণ তবে কেল্লার গমন করুক।

কুম্ভ। (সেনাপতির প্রতি সংকেত;—সেনাগণ জয় ধ্বনি করিয়া বাদ্য সহ কেল্লার অভিমুখে গমন।)

হামি। জাল! যুদ্ধের সবিশেষ সংবাদ শুনেছো?

জাল। পত্রবাহক দূত যতদূর জ্ঞাত ছিল, শুনেছি।

হামি। কুলদেবতার কৃপায় অতি অনায়াসেই জয় লাভ হয়েছে। সুরতান তোমার বন্দির কিরূপ বিধান করবে?

সুর। মহারাজের যেরূপ অভিপ্রায়।

হামি। কাকাজী! মোবারিকের সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য?

কুম্ভ। মহারাজের যেরূপ অভিপ্রায়।

হামি। সুরতান! মোবারিক কোথায়? তাকে আন দেখি।

[সুরতানের প্রস্থান]

(অগৌণে বন্দী মোবারিক সহ পুনরাগমন।)

হামি। পাঠান! তুমি কি চাও?

মোবা। সরাব আর সরবত। (সকলের হাস্য)

হামি। তুমি কয়েদ হয়েছো, এখন তোমার প্রাণ রক্ষের কি উপায়?

মোবা। জানত এক রোজ যাবে, তার জন্তে আপশোস কি? লেকেন যবতক জান আছে, তবতক সরাব চাই।

হামি। দেখ তোমার পূর্ব্ব পুরুষ আলাউদ্দিনের উপদ্রবে আমার সমুদয় আত্মীয় বান্ধব নিহত হয়েছেন। তোমারা হিন্দুর সর্ব্বনাশ করেছো;—তোমার তুল্য শত সহস্র পাঠানের প্রাণ দণ্ড কল্লেও সে ক্ষতির প্রতিশোধ হয় না;—অতএব তোমার প্রাণ বধ করে কি হবে? বিশেষতঃ নিরস্ত্র, নিঃসহায় ক্ষীণ শত্রুর প্রতি আঘাত করা হিন্দুর ধর্ম্ম বিরুদ্ধ। অতএব তোমাকে মুক্তি প্রদান কল্লেম, তুমি যথা ইচ্ছা গমন কর। কাকাজী! পাঠানের সঙ্গে পাঁচ জন সেনা দেও;—একে মিবারের সীমানা পীনা খাল পার করে রেখে তারা ফিরে আসবে।

কুঞ্জ। যে আজ্ঞে।

হামি। দিল্লীতে যেয়ে সুরা পান করে যদি তোমার পুনর্ব্বার চিতোর আক্রমণের অভিলাষ হয়, পুনর্ব্বার এসো;—তায় নিষেধ নাই। পথ ঘাট সব চিনে গেলে। তোমার তুল্য শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ ব্যাপার, মৃগয়া অপেক্ষাও লঘু কার্য্য।

(সেনা পাঁচ জনের প্রবেশ।)

সুরতান! পাঠানের বন্ধন মোচন করে দেও।

[বন্ধন মোচন ও সেনাগণ সহ প্রস্থান]

হামি। কাকাজী! এই তোরণের সম্মুখে আমার পূর্ব্ব পুরুষেরা পাঠানের সমরে কলেবর পরিহার করেছেন, সেই তোরণের সম্মুখে আমি পাঠান মোবারিককে মুক্তি প্রদান কল্লেম। কাকাজী! বোধ হয়, পিতৃব্যের ঋণ থেকে আমি আজ মুক্ত হলেম।

লীলা। (সহসা সম্মুখীন হইয়া) মহারাজ! বাসর ঘরের অঙ্গীকার হতে এ দাসীও আজ মুক্ত হলো।

হামি। দেবি! তোমাকে পেয়েই আমি সকল ঋণ থেকে মুক্ত হলেম; কিন্তু তোমার প্রণয় ঋণের আর পরিশোধ নাই;—আমি চিরকাল সে ঋণে আবদ্ধ রইলেম।

লীলা। মহারাজ! ঐ বাক্যেতেই সে ঋণের অতিরিক্ত পরিশোধ হলো;—উলটে আমিই ঋণে আবদ্ধ হয়ে রইলেম।

হামি। কাকাজী! সুরতান! জলন্ধর! আমি তোমাদের আর কি পুরস্কার দেব;—আমার চিতোর লাভ তোমাদের দত্ত পুরস্কার স্বরূপ জ্ঞান কচ্ছি। তোমাদের উপদেশ, উদ্যোগ, পরিচালনা ও পরিশ্রমের বলেই চিতোর উদ্ধার হয়েছে;—আমি কেবল সাক্ষী স্বরূপ মাত্র। জাল! তোমার কৌশলে মাদারিয়ায় মালদেব না গেলে আমার এ চিতোর উদ্ধারের সুযোগ যে কবে উপস্থিত হতো তা বল্‌তে পারিনে, অতএব চিতোর তোমার কৌশলেই হস্তগত হলো। আমি তোমাদের আর কি দেব, চিতোর তোমাদেরই সম্পত্তি;—আপন সম্পত্তির রক্ষাবিধান করে যথা ইচ্ছা ভোগ কর। ভট্টরাজ! সংসারের ভোগে তোমার আর রুচি নাই,—তোমার চিত্ত অন্য কোন উচ্চ সুখের অভিলাষী;—তুমি আপন মনোরাজ্যের রাজপদে অভিষিক্ত হয়েছো;—অতএব আমার কি সাধ্য যে তোমার যোগ্য পুরস্কার প্রদান করি;—সে পুরস্কার প্রদানে একমাত্র ঈশ্বরই সক্ষম; —তিনিই সে পুরস্কার প্রদান কর্‌বেন।

উদয়। মহারাজ! জীব আপন কর্ত্তব্য কার্য্য করতেই অক্ষম; তাতে আর পুরস্কারের প্রত্যাশা কোথায়?

হামি। কাকাজী! তবে চল নগরে প্রবেশ করে বিশ্রাম করা যাক্।

কুঞ্জ। যে আজ্ঞে।

[তূর্য্যধ্বনি সহ সকলের নগরে প্রবেশ]

যবনিকা পতন।